প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন
চাইল্ড সেনসেটিভ সোশ্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর # ৮
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জুন ২০১৯

সূচিপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

নির্বাহী সার সংক্ষেপ i

শব্দ সংক্ষেপ iii

শব্দকোষ v

প্রথম অধ্যায়: প্রকল্প পরিচিতি

১.১ প্রকল্পের পটভূমি ১

১.২ প্রকল্পের যৌক্তিকতা ১

১.৩ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান ২

১.৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ২

১.৫ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম ২

১.৬ প্রকল্পের উপকারভোগী ২

১.৭ প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা ৩

১.৮ প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয় ৩

১.৯ প্রকল্প বাস্তবায়ন ও সমাপ্তি কাল ৩

১.১০ প্রকল্প এলাকার মানচিত্র ৪

দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রভাব মূল্যায়নের পটভূমি ও উদ্দেশ্য

২.১ প্রভাব মূল্যায়নের কার্যপরিধি ৫

২.২ প্রভাব মূল্যায়নের কৌশল ৭

২.৩ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের টুলসমূহ ৯

২.৪ প্রাসঙ্গিক নথিপত্র পর্যালোচনা ৯

২.৫ লক্ষিত জনগোষ্ঠী ও গবেষণা একক ১০

২.৬ সংখ্যাগত ও গুনগত পদ্ধতি ১১

২.৭ গবেষণা প্রক্রিয়া ১২

২.৮ নমুনায়ন ও নমুনার আকার ১২

২.৯ তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ ১৪

২.১০ গুনগত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ১৫

২.১০.১ ফোকাস গ্রুপ আলোচনা ১৫

২.১০.২ মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ১৫

২.১০.৩ কেসস্টাডি ১৫

২.১১ স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা ১৬

২.১২ তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ পদ্ধতি ১৬

২. ১৩ ‘সবলতা-দুর্বলতা-সুযোগ-ঝুঁকি’ বিশ্লেষণ ১৭

২.১৪ বিশ্লেষণ পরিকল্পনা ১৭

তৃতীয় অধ্যায়: প্রকল্পের সার্বিক ও অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন

৩.১ প্রকল্পের সার্বিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন ১৯

৩.২ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতির চিত্র ১৯

৩.৩ সংশোধিত ও অনুমোদিত ব্যয় ২২

৩.৪ বছরভিত্তিক বাজেট ২৩

৩.৫ শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা ২৩

৩.৬ টোল ফ্রি চাইল্ড হেল্পলাইন ২৩

৩.৭ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ২৪

৩.৮ ডিআইসি, উন্মুক্ত বিদ্যালয়, শিশুবান্ধব কেন্দ্র ও জরুরি রাত্রিকালিন আশ্রয় কেন্দ্রের সেবাসমূহ ২৫

৩.৯ শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য ২৬

৩.১০ স্বাস্থ্য ও মনো-সামাজিক সেবা ২৭

৩.১১ জীবনদক্ষতামূলক শিক্ষা ২৭

৩.১২ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য ২৮

চতুর্থ অধ্যায়: ক্রয় কার্যক্রম

৪.১ প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রমসমূহ ২৯

পঞ্চম অধ্যায়: প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা ও পর্যালোচনা
৫.১ কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি ৩০
৫.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন পর্যালোচনা ৩১
৫.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্যমাত্রা, অর্জন ও বিচ্যুতি ৩৩
৫.৩ প্রকল্পের চলক, লক্ষ্যমাত্রা, অর্জন ৩৪
ষষ্ঠ অধ্যায়: প্রকল্পের 'সবলতা-দুর্বলতা-সুযোগ-ঝুঁকি' বিশ্লেষণ
৬.১ সবল বা শক্তিশালী দিকসমূহ ৩৬
৬.২ দুর্বল দিকসমূহ ৩৭
৬.৩ সুযোগসমূহ ৩৭
৬.৪ ঝুঁকিসমূহ ৩৭
সপ্তম অধ্যায়: প্রকল্পের প্রভাব পর্যালোচনা
৭.১ প্রকল্পের প্রভাব ৩৮
৭.২ গুনগত বিশ্লেষণ ৩৮
৭.৩ পরিমানগত বিশ্লেষণ ৪২
৭.৪ প্রকল্পের প্রাসঙ্গিকতা ৪৬
৭.৫ প্রকল্পের কার্যকারিতা ৪৭
৭.৬ প্রকল্পের দক্ষতা ৪৭
৭.৭ প্রকল্পের টেকসই দিকসমূহ ৪৭
৭.৮ উত্তরদাতাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ৪৮
৭.৯ অন্যান্য সেবাসমূহ ৫৫
অষ্টম অধ্যায়: পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশমালা ৫৮
তথ্যপঞ্জি
পরিশিষ্ট-১: কেসষ্টাডি
পরিশিষ্ট-২: স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা
পরিশিষ্ট-৩: কর্মপরিকল্পনা
পরিশিষ্ট-৪: কাজের কিছু ফটো
পরিশিষ্ট-৫ : তথ্য সংগ্রহের টুলস

সারণি তালিকা

১.১	প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা	৩
১.২	সংশোধিত ও অনুমোদিত ব্যয়	৩
১.৩	বাস্তবায়ন ও সমাপ্তি কাল	৩
২.১	তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের টুলস ও উৎসসমূহ	৯
২.২	গবেষণা প্রক্রিয়া	১২
২.৩	জেলা অনুযায়ী নমুনার আকার	১৬
২.৪	গুনগত তথ্য বিশ্লেষণের ধাপ	১৮
৩.১	প্রকল্পের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	২০
৩.২	বছর অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়ের চিত্র	২৩
৪.১	ক্রয় কর্ম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের চিত্র	২৯
৫.১	কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি	৩০
৫.২	প্রকল্প উদ্দেশ্য ও অর্জনের অবস্থা	৩১
৫.৩	প্রকল্পের উদ্দেশ্য, কার্যক্রম এবং অগ্রগতির অবস্থা	৩৩
৫.৪	প্রকল্পের চলক সমূহ ও অগ্রগতি	৩৪
৭.১	ফোকাস গ্রুপ আলোচনা ও মূল তথ্যদাতাদের সাথে তথ্য-উপাত্তের সংক্ষেপ	৪০
৭.২	প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত অর্থের জেলা ভিত্তিক বিনিয়োগের চিত্র	৪২
৭.৩	বিনিয়োগকৃত অর্থ থেকে মাসিক আয়ের শতকরা বন্টন	৪৩
৭.৪	ডাটা ট্রায়াংগুলেশন	৪৫
৭.৫	প্রকল্পের প্রভাব সমূহ	৪৬
৭.৬	লিঙ্গভিত্তিক বন্টন	৪৯
৭.৭	বয়স ভিত্তিক বন্টন	৫০
৭.৮	শিক্ষাগত যোগ্যতা	৫০
৭.৯	বৈবাহিক অবস্থা	৫১
৭.১০	বসবাসের স্থান	৫২
৭.১১	পরিবারের মাসিক আয়	৫৩
৭.১২	পরিবারের মাসিক ব্যয়	৫৩
৭.১৩	উত্তরদাতাদের সাথে শিশুর সম্পর্ক	৫৪
৭.১৪	প্রকল্প থেকে সেবা গ্রহনের শতকরা বন্টন	৫৪
৭.১৫	বয়স ভিত্তিক উত্তরদাতা সদস্যদের বন্টন (%)	৫৬
৭.১৬	উত্তরদাতার সন্তান/পোষ্য পড়াশুনা, শিশুশ্রম ও বাল্যবিবাহ ভিত্তিক শতকরা বন্টন	৫৬
৭.১৭	জেলা অনুযায়ী সেবা কেন্দ্র থেকে সেবা গ্রহণ ভিত্তিক শতকরা বন্টন	৫৭
৭.১৮	জেলা অনুযায়ী উত্তরদাতা সন্তান/পোষ্যর উপর কী কী প্রভাব পড়েছে তার শতকরা বন্টন	৫৭

রেখাচিত্রের তালিকা

২.১	তাত্ত্বিক কাঠামো	৭
২.২	গবেষণা পদ্ধতি	৮
২.৩	উপাত্ত ও তথ্যের ট্রায়াংগুলেশন	১১

লেখচিত্রের তালিকা

৩.১	প্রকল্প সহায়তা ও রাজস্ব ব্যয়ের অগ্রগতি	১৯
৩.২	প্রকল্পের সংশোধিত ও অনুমোদিত ব্যয়ের চিত্র	২২
৩.৩	বিএসএসটি এবং পিএসএসটি ট্রেনিং গ্রহণকারী সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাগন	২৪
৩.৪	টোল ফ্রি চাইল্ড হেল্পলাইন এর মাধ্যমে সেবা সমূহ	২৫
৩.৫	ডিআইসি, উন্মুক্ত বিদ্যালয় ও শিশুবান্ধব স্থান এর সেবা সমূহ	২৬
৩.৬	সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা সম্পর্কে তথ্য	২৬
৩.৭	স্বাস্থ্য ও মনো-সামাজিক কাউন্সিলিং	২৭
৩.৮	জীবন দক্ষতামূলক শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা সম্পর্কে তথ্য	২৮
৭.১	উপকারভোগী ও উপকারভোগী-নন শিশুদের জেলাভিত্তিক স্কুল থেকে ঝরে পড়ার চিত্র	৪৩
৭.২	উপকারভোগী ও উপকারভোগী-নন শিশুদের জেলাভিত্তিক শিশুশ্রমের চিত্র	৪৪
৭.৩	উপকারভোগী উপকারভোগী-নন শিশুদের জেলাভিত্তিক বাল্যবিবাহের চিত্র	৪৪
৭.৪	উপকারভোগী উত্তরদাতার লিঙ্গ ভিত্তিক শতকরা হার	৪৮
৭.৫	উপকারভোগী নন উত্তরদাতার লিঙ্গ ভিত্তিক শতকরা হার	৪৮
৭.৬	উত্তরদাতাদের বয়স ভিত্তিক শতকরা বন্টন	৪৯
৭.৭	উত্তরদাতাদের গড় সন্তান সংখ্যা	৫২
৭.৮	উপকারভোগী নারী ও পুরুষ উত্তর দাতার অনুপাত	৫৫
৭.১১	উপকারভোগী নন এমন নারী ও পুরুষ উত্তরদাতার অনুপাত	৫৫

শব্দ সংক্ষেপ

ARISE	: Appropriate Resources for Improving Street Children's Environment
ARH	: Adolescent Reproductive Health
BCC	: Behavior Change Communication
BSST	: Basic Social Services Training
CBCPC	: Community Based Child Protection Committee
CCT	: Conditional Cash Transfer
CFS	: Child Friendly Space
CPP	: Child Protection Policy
CPN	; Child Protection Network
CPS	: Child Protection Strategy
CRC	: Convention on the Rights of the Child
CSSP	: Child Sensitive Social Protection
CWB	: Child Welfare Board
DC	: Divisional Commissioner
DSS	: Department of Social Services
DGHS	: Directorate General of Health Services
DIC	: Drop-in-Center
ED	: Executive Director
ENS	: Emergency Night Shelter
FGD	: Focus Group Discussion
FS	: Field Supervisor
GC	: General Committee
GO	: Government Organization
GoB	: Government of Bangladesh
HNPSP	: Health Nutrition and Population Sector Program
HQ	: Head Quarter
ICT	: Information and Communication Technology
IDA	: International Development Association
IEC	: Information, Education and Communication
IGA	: Income Generation Activities
IMED	: Implementation Monitoring and Evaluation Division
KII	: Key Informant Interview
SDG	: Sustainable Development Goal
MoU	: Memorandum of Understanding
MIS	: Management Information System
M & E	: Monitoring and Evaluation
MoWCA	: Ministry of Women and Children Affairs
MoSW	: Ministry of Social Welfare

MSST	: Management Social Service Training
NGO	: Non-Governmental Organization
OAS	: Open Air School
OTM	: Open Tender Method
PE	: Procuring Entity
PCR	: Project Completion Report
PCAR	: Protection of Children at Risk
NPD	: National Project Director
PPA	: Public Procurement Act
PPR	: Public Procurement Rules
PSST	: Professional Social Services Training
RTPP	: Revised Technical Project Proposal
SCAR	: Service for Child at Risk
ToR	: Terms of Reference
TPP	: Technical Project Proposal
SWOT	: Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threat
UNDAF	: United Nations Development Assistance Framework
UNICEF	: United Nations Children's Fund
UNO	: Upazila Nirbahi Officer

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

স্বাধীনতার পর বিগত ৪৮ বছরে বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্বিগুনের অধিক হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ২০০৮ সালে খানা জরিপ করে। জরিপের প্রতিবেদন অনুসারে দেখা যায় দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩৪ শতাংশ শিশু। এদের মধ্যে ৪৬ শতাংশ শিশু জাতীয় দারিদ্রসীমার নীচে ও ২৩ শতাংশ শিশু অতিদারিদ্রসীমার নীচে বাস করে এবং ৫৯ শতাংশ শিশু দৈনিক ১.০৮ ডলারের কম (ক্রয় ক্ষমতা) আয়ে জীবননির্বাহ করে। এ সকল দরিদ্র শিশুরা অন্যান্য সচ্ছল শিশুদের তুলনায় স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, নিরাপদ খাবার পানি, পয়:নিষ্কাশন, আশ্রয় ও তথ্য -এ ৭ টি অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে শিশুসুরক্ষা ও শিশু পরিস্থিতি উন্নতির জন্য ইউনিসেফ ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় জানুয়ারি ২০১২ থেকে জুন ২০১৭ সাল পর্যন্ত চাইল্ড সেনসিটিভ সোশ্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ শীর্ষক প্রকল্প চুক্তি স্বাক্ষর করে।

প্রভাব মূল্যায়নের উদ্দেশ্য ছিল-উপকারভোগীদের মধ্যে প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন ও ভবিষ্যতে এ জাতীয় প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সুপারিশ প্রদান। উদ্দেশ্যসমূহকে বিবেচনা করে প্রভাব মূল্যায়ন কাজের জন্য প্রাইমারি উৎস থেকে ৬৬৪ জন উপকারভোগী এবং ৩৩৩ উপকারভোগী নন এমন পরিবার প্রধানের নিকট থেকে জরিপ প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পরিমানগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। অপরদিকে, প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে জড়িত ব্যক্তি ও অংশীজনের নিকট থেকে এফজিডি ও কেআইআই গাইডলাইন এর মাধ্যমে প্রকল্পের গুনগত প্রভাব সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া, সেকেন্ডারি উভয় উৎস থেকে চেকলিষ্ট এর মাধ্যমে প্রকল্পের প্রভাব, আর্থিক অগ্রগতি, প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ও বরাদ্দের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

এ প্রকল্পের ২য় সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমান ছিল ৬,৪৫৭.৯৫ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে জিওবি ৪৮.২৯ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৬৪০৯.৬৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্প বাস্তবায়নে মোট ব্যয় হয়েছে ৬,৩২০.০০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে জিওবি ৪৭.৪৬ লক্ষ টাকা (৯৮.৬৫%) এবং প্রকল্প সাহায্য ৬,৩৬৭.৬৪ লক্ষ টাকা (৯৮.৬০%)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য শুধুমাত্র প্রকল্প পরিচালকের বেতন জিওবি বরাদ্দ থেকে প্রদান করা হয়েছে।

শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা পাওয়ার পর প্রায় তিন-চতুর্থাংশ উপকারভোগী নগদ সহায়তা অর্থ গরু ছাগল পালন, ক্ষুদ্র ব্যবসা, রিক্সা/ভ্যান ক্রয়, জমি/বাগান ক্রয়, বর্গা চাষ ও হাঁস মুরগি পালন ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করেছে। বিনিয়োগকৃত অর্থ থেকে তারা মাসে প্রায় ২০০০ টাকা থেকে ৬০০০ টাকার বেশী টাকা আয় করে। উপকারভোগী পরিবারের শিশুদের সুরক্ষা উপকারভোগী নন এমন পরিবারের শিশুদের চেয়ে প্রায় তিনগুন বেশী। যেমন বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার ক্ষেত্রে উপকারভোগী ও উপকারভোগী নন এদের সংখ্যা যথাক্রমে ১৪.৮% এবং ৩৭.২%। অপরদিকে শিশুশ্রমের হার যথাক্রমে ১১.৩% ও ৩৫.৭%। শিশুবিবাহের চিত্রও প্রায় একই ধরণের যেমন: উপকারভোগীদের মধ্যে ১১.২% শতাংশ এবং উপকারভোগী নন ৩৪.৭%।

এ প্রকল্পের আওতাধীনে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদফতর এবং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মোট ২৩৬৩ জন কর্মকর্তাদের মৌলিক সমাজসেবা প্রশিক্ষণ (বিএসএসটি) এবং পেশাগত সমাজসেবা প্রশিক্ষণ (পিএসএসটি) দেয়া হয়। প্রশিক্ষণ গ্রহনের ফলে কর্মকর্তাদের কাজের গতি বৃদ্ধি, দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন, পরিবারিক কাউন্সেলিং করার দক্ষতা এবং কেসস্টাডি তৈরী করার সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রকল্পকালীন সময়ে চাইল্ড হেল্পলাইনের মাধ্যমে ১০,৭,৪৮১ জন শিশু, যুব, ছাত্র, শিক্ষক এবং পিতা-মাতা ফোন করেছে। এ ছাড়া চাইল্ড হেল্পলাইন সেবার মাধ্যমে ৮৮৮ জন শিশুর বাল্য বিবাহ বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া এ সেবার মাধ্যমে অনেক শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ স্থান থেকে উদ্ধার করে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য রেফার করা হয়েছে।

উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে ৩৪,২৯০ জন শিশুকে। উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শেষে এক-তৃতীয়াংশ শিশু পাশ (গ্রাজুয়েশন) করেছে এবং এদের মধ্যে প্রায় ৬৫ শতাংশ শিশু বর্তমানে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেছে। এছাড়া এ সকল শিশুদের স্বাস্থ্য সেবা এবং জটিল শারীরিক সমস্যার জন্য বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকে রেফার করা হয়েছে। অন্যান্য সেবা

মধ্যে রয়েছে: মনো-সামাজিক কাউন্সেলিং, আইনি সহায়তা, জীবনদক্ষতামূলক শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, বিনোদন ও বিশ্রামের ব্যবস্থা।

প্রকল্প চলাকালীন সময়ে (জানুয়ারি ২০১২ হতে জুন ২০১৭) মোট ৬ জন জাতীয় প্রকল্প পরিচালক দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রকল্প পরিচালকগনের মধ্যে কেউ কেউ মাত্র ২ মাস বা ৩ মাস দায়িত্ব পালন করেন।

ক্রয় কার্যক্রমে, ইউনিসেফ তার নিজস্ব পলিসি অনুসরণ করেছে। সে মোতাবেক ইউনিসেফ ক্রয় কার্য সম্পাদন করেছে।

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে শিশুদের উপর আরো যে সকল গুনগত প্রভাব পড়েছে তা হলো: বর্তমানে শিশু পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছে, সচেতন হয়েছে এবং সমস্যা মোকাবিলার ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করেছে। এছাড়া শিশুরা বাল্যবিবাহ থেকে রক্ষা পেয়েছে, বৈষম্য ও যৌন নির্যাতন অনেকাংশ কমে এসেছে।

সুপারিশমালা

- প্রকল্পটি শিশু সুরক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছে, বিশেষ করে বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম ও বিভিন্ন প্রকার নির্যাতন হ্রাস এবং নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী গ্রহনের উদ্যোগ নিতে পারে;
- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ইউনিসেফ এর সাথে আলোচনার মাধ্যমে মূল বা সংশোধিত কারিগরি প্রকল্প প্রস্তাবনা দ্রুত অনুমোদন, অঙ্গিকারকৃত অর্থ ছাড়ের ব্যবস্থা এবং পার্টনার এনজিওদের বিলভাউচার টিপিপি অনুসারে সমন্বয় করার ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে পারে;
- প্রকল্পকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রদান। যদি তা সম্ভব না হয় তবে বিকল্প হিসাবে সহকারী প্রকল্প পরিচালকের ‘পদ’ সৃষ্টি ও নিয়োগের ব্যবস্থা করা যেতে পারে;
- UNDAF এর আওতাধীন ২০ জেলায় ব্যতিত অন্যান্য জেলার শিশুদের ঝুঁকি নিরুপন করে শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কিস্তির টাকা ১৮ মাসের পরিবর্তে ৩৬ মাসে ব্যাপী প্রদান করা যেতে পারে;
- চাইল্ড হেল্পলাইন সমাজসেবা অধিদফতরের আওতায় নেয়া এবং রাজস্ব বাজেটের মাধ্যমে ব্যয় নির্বাহ করা প্রয়োজন;
- সমাজসেবা অধিদফতর শিশুদের নিয়ে যে সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন করে তা কেস ম্যানেজমেন্ট এর আওতায় এনে ঝুঁকিপূর্ণ জেলার শিশুদের ঝুঁকি নিরুপণ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যেতে পারে;
- প্রকল্পভূক্ত শিশুদের বিনাখরচে পড়াশুনা করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে;
- শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা প্রাপ্তদের প্রতিমাসে অথবা তিন মাস পর পর ফলো-আপ করা ব্যবস্থা করা যেতে পারে;
- ভবিষ্যতে এ জাতীয় প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরীর সময় Exit Plan ও Logframe তৈরী করা এবং বেইজলাইন ও প্রকল্প শেষে মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখা;
- ১৪ বছর বা এর বেশী বয়সের শিশুদের জন্য কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা এবং কারিগরি শিক্ষা শেষে স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে;
- পার্টনার এনজিওদের সাথে প্রত্যেক বছর চুক্তি করার প্রয়োজন হলে সে ব্যাপারে পূর্বপ্রস্তুতি নিতে হবে। এনজিওদের পরিদর্শন পর পরিদর্শন প্রতিবেদন পার্টনার এনজিওকে প্রদান করতে হবে;

শব্দকোষ

মাতৃ-পিতৃহীন শিশু: যে শিশুর মাতা-পিতা উভয় বা যে কোন একজন মৃত্যুবরণ করেছে

সুবিধা বঞ্চিত শিশু:

ক. পরিত্যক্ত, নাম পরিচয়হীন বা দাবিদারহীন বা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবকহীন শিশু
খ. গৃহহীন শিশু বা পথশিশু
গ. ভিক্ষাবৃত্তি বা শিশু বিকাশের পরিপন্থি কোন কাজে নিয়োজিত শিশু
ঘ. চা বাগানে কর্মরত শিশু শ্রমিক ও চা শ্রমিকদের অসহায় শিশু
ঙ. প্রতিবন্ধি শিশু
চ. বস্তিতে বসবাসকারী শিশু
ছ. পরিবারের আর্থিক আয় মাসিক ৩৬০০ টাকার নীচে এমন পরিবারের শিশু
জ. অন্যান্য ঝুঁকিতে থাকা শিশু

শিশু নির্যাতন: যখন একটি শিশুকে প্রহার করা হয়, নিষ্ঠুর আচরণ করে বা শারীরিক নির্যাতনের দ্বারা গুরুতর আহত করা হয়। যখন একটি শিশু যৌন নির্যাতনের শিকার হয়, যেমন-ধর্ষণ, জবরদস্তি করা, প্রাপ্ত বয়স্কদের সাথে অশোভন আচরণ ও যৌন সম্পর্কের শিকার হওয়া। বয়:সন্ধির পূর্বেই প্রাপ্তবয়স্ক দ্বারা শরীরের গোপন স্থানে স্পর্শসহ জোরপূর্বক যৌনসম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা।

শিশুকে শোষণ করা: শিশু যখন পতিতাবৃত্তি, পর্ণোগ্রাফি এবং নিষিদ্ধ প্রকাশনার শিকার হয় তখনই সে যৌন শোষণের শিকার হয়। বানিজ্যিক যৌন শোষণের শিকার শিশুরা প্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারা যৌনকাজে ব্যবহৃত হয় এ জন্য শিশুকে বা তৃতীয় ব্যক্তিকে নগদ বা অন্য কোনভাবে মূল্য প্রদান করা হয়। শিশুটি তখন পরিগনিত হয় যৌন এবং বানিজ্যিক পণ্যে।

আর্থিক সহায়তার বিবরণ: নির্বাচিত শিশুকে মোট ১৮ মাসের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। প্রতি ৬ মাস পর পর মোট ১টি কিস্তি সহায়তা প্রদান করা হয়। মাসিক অর্থ সহায়তার পরিমান ২০০০ টাকা। এক-একটি কিস্তিতে মোট ১২,০০০ টাকা দেয়া হয়। অর্থাৎ শিশুর পরিবারকে মোট ৩টি কিস্তির মাধ্যমো সর্বমোট ৩৬,০০০ টাকা প্রদান করা হয়।

মৌলিক চাহিদা হতে বঞ্চিত শিশু: যৌক্তিকভাবে বিভিন্ন বাস্তব চাহিদা, যেমন-খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান হতে বঞ্চিত শিশু। শিশুটি হতে পারে গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসিত/স্থানচ্যুত শিশু অথবা পিতা মাতাহীন শিশু। আরো সাধারণভাবে বলা যায়, শিশুটি হতদরিদ্র পরিবার থেকে আসা কিংবা পালক পরিবারে বেড়ে ওঠার কারণে বঞ্চনার শিকার।

আইনি দ্বন্দ্বে জড়িত শিশু: শিশু যখন আইন ভঙ্গ করে এবং চুরি, ছিনতাই, পকেটমারা, মাদকসেবন বা অন্য যে কোন অপরাধের জন্য আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক গ্রেফতার হয় তখন তাকে আইনি দ্বন্দ্বে জড়িত শিশু বলা হয়।

অর্থ সহায়তা প্রদানের পূর্বশর্ত: শিশুর অভিভাবক/দায়িত্বগ্রহণকারীকে নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়:

ক. ৫-১৩ বছর বয়সী শিশুকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে এবং কোন প্রকার শ্রমে নিয়োজিত করা যাবে না;
খ. ১৪ বছরের চেয়ে বেশী বয়সের শিশু যারা বিদ্যালয়ে লেখা পড়া করতে অপারগ বা সম্ভাবনা নাই তাদের যোগ্যতা এবং মতামত অনুযায়ী কারিগরি প্রশিক্ষণ অথবা ঝুঁকিমুক্ত বিকল্প কর্মসংস্থান করতে হবে;
গ. শিশুবিবাহ থেকে বিরত থাকতে হবে;

খানা (Households): একই চুলার রান্নায় এক বা একাধিক ব্যক্তি যদি খাওয়া দাওয়া করে এবং একই ঘরে বসবাস করে তখন উহাকে খানা (Households) বলা হয়। একই ঘরে বসবাস করে কিন্তু রান্নার চুলা যদি ভিন্ন হয় তখন প্রত্যেকটিকে আলাদা আলাদা খানা বিবেচনা করা হয়।

অংশীজন (Stakeholders): কোন একটি প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট বা প্রকল্পের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উপকৃত/ক্ষতিগ্রস্ত জনগন। এরা চাইলে প্রকল্পের কাজে উপকার করতে পারে বা চাইলে ক্ষতি করতে পারে, ফলে প্রকল্পের ফলাফলের উপর প্রভাব পড়ে। এই প্রকল্পের প্রবক্তা, সরকারী, বেসরকারী, দাতা সংস্থা ও অন্যান্য সকল পক্ষ যারা প্রকল্প দ্বারা প্রভাবিত বা আগ্রহী।

সমাজভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটি: শিশুদের অর্থ সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের নিমিত্তে চাইল্ড প্রটেকশন নেটওয়ার্ক এর সিটিকর্পোরেশন কমিটি ওয়ার্ড পর্যায়ে সমাজভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটি গঠন করবে এবং চাইল্ড প্রটেকশন নেটওয়ার্ক এর উপজেলা কমিটির পক্ষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, নির্বাচিত ইউনিয়ন/পৌরসভার সংরক্ষিত আসনের ওয়ার্ড পর্যায়ে শিশু সুরক্ষা কমিটি গঠন করা

শিশুর সংজ্ঞা: জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ অনুসারে ১৮ বছরের মধ্যে সকল মানব সন্তান শিশু হিসাবে বিবেচিত হবে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO): নূন্যতম বয়স কনভেনশন ১৩৮ অনুসারে ১২ বছর বয়সে শিশু হালকা ঝুকিঁহীন কাজ করতে পারবে এবং ১৫ বছরের শিশু কর্মী-বাহিনীতে প্রবেশ করতে পারবে। আইএলও শিশুশ্রমের সংজ্ঞা হিসাবে "একটি শিশু বয়স এবং কাজের ধরন উপর নির্ভর করে, অন্তত ১ ঘন্টা বা তার বেশী সময় যে কাজ"।

বাংলাদেশে শিশু সংজ্ঞা বিভিন্ন আইনে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কর্মসংস্থান ১৯৩৮ সালের শিশু আইনে ১২ বছরের নীচের শিশুদের কর্মসংস্থানের অনুমতি দেয়; ১৯৬৫ সালের ফ্যাক্টরির আইন অনুসারে ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুদের কর্মসংস্থান নিষিদ্ধ। বিভিন্ন বিদ্যমান আইনের অধীনে কর্মসংস্থান ভর্তির জন্য ১৪ থেকে ১৮ বছর পরিবর্তিত হয়।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (Bangladesh Bureau of Statistics): যে সকল শিশু টাকার বিনিময়ে অথবা বিনিময় ছাড়া একঘন্টা বা তার বেশী সময় কাজ করে তাকেই শিশু কর্মী বলা হয়। ১০ বছরের বেশী বয়সের শিশু যারা আর্থিক কার্যক্রমে (পরিবারের ভিতরে বা বাহিরে হতে পারে) নিয়োজিত আছে তাদেরকে শিশুশ্রমিক বলা হয়।

প্রকল্পের উপকারভোগী: প্রকল্পের আওতায় ১৮ বছর পর্যন্ত শিশুকে বিবেচনা করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, যেহেতু ইউনিসেফ প্রকল্পটির আর্থিক সহায়তা (অনুদান) দিয়েছে সুতরাং ইউনিসেফ United Nation Child Rights Convention (UNCRC) অনুসারে এই প্রকল্পের শিশুদের ১৮ বয়স পর্যন্ত বিবেচনা করেছে। যে সকল শিশু পরিবারকে সেবা প্রদান করা হয়েছে তারা হলো:

- যে সকল শিশুর বাবা মা নেই
- মা-বাবা ও শিশু পথে/রাস্তায় থাকে
- বাবা-মা সকালে কাজে চলে যায় শিশুরা সারাদিন পথে থাকে
- সারাদিন রাস্তায় থাকে এবং রাত হলে পার্কে, ষ্টেশনে আশ্রয় নেয়

প্রথম অধ্যায়

প্রকল্প পরিচিতি

১.১ প্রকল্পের পটভূমি : বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৩৪% শিশু। শিশু প্রবঞ্চনা এবং শোষনের হার দিন দিন বেড়েই চলেছে যার প্রধান কারণ মানবিক ও অর্থনৈতিক দীনতা। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মাতা-পিতার যত্ন বঞ্চিত শিশুদেরকে অন্যান্য শিশু থেকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা হয় এবং সামাজিকভাবে অবজ্ঞা করা হয়। আইনগত স্বীকৃতির অভাবে পথশিশুরা মূল স্রোত ধারায় সম্পৃক্ত হতে পারে না। সুতরাং এই সকল শিশুদের পর্যাপ্ত সুরক্ষা প্রদান এবং তাদের মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সুতরাং এই সকল পথ শিশুদের অধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদফতর ইউএনডিপি'র সহায়তায় Appropriate Resources for Improving Street Children's Environment (ARISE) বাস্তবায়ন করে। পরবর্তীতে ইউনিসেফ এর সহায়তায় পথ শিশুসহ মাতা-পিতার যত্নবঞ্চিত শিশুদের অধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে Protection of Assistance at Risk (PCAR) প্রকল্প গ্রহণ করে। PCAR প্রকল্প জানুয়ারি ২০০৭ থেকে ডিসেম্বর ২০১১ সময়ে বাস্তবায়িত হয়। PCAR প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় United Nations Development Assistance Framework (UNDAF) ভুক্ত ২০ টি জেলাসহ ঢাকা, চট্রগ্রাম এবং বরিশাল বিভাগীয় শহরে দু:স্থ, অবহেলিত, আইনের সাথে সংঘর্ষে জড়িত কিংবা আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু ও মাতা-পিতার যত্নবঞ্চিত বিশেষ করে সামাজিক সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সুরক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইউনিসেফ এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় সমাজসেবা অধিদফতরের পরিচালনায় "চাইল্ড সেনসিটিভ সোশ্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি)" শীর্ষক প্রকল্প গত জানুয়ারি ২০১২ হতে শুরু হয়ে ৩০ জুন ২০১৭ সমাপ্ত হয়েছে।

১.২ প্রকল্প গ্রহনের যৌক্তিকতা (Justification): স্বাধীনতার পর বিগত ৪৮ বৎসরে বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্বিগুনের অধিক হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ২০০৮ সালে খানা জরিপ করে। জরিপের প্রতিবেদন অনুসারে দেশের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৪,২৩,১৯,০০০ (চৌদ্দ কোটি তেইশ লক্ষ উনিশ হাজার) জন; এদের মধ্যে নারী ও পুরুষের অনুপাত প্রায় সমান অর্থাৎ ৫০:৫০।[১] প্রতিবেদন থেকে আরো জানা যায় যে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩৪ শতাংশ শিশু। শিশুর সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে শিশুদের প্রতি শোষণ, নির্যাতনের এবং ঝুঁকির হার দিন দিন বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশে বিগত চার দশকের বেশী সময় মানবাধিকার নিয়ে বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম পরিচালিত হওয়া সত্বেও শিশুরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে, বিষয়টি উদ্বেগের কারণ হিসাবে দেখা দেয়। এই শোষণ ও নির্যাতনের প্রধান কারণ মানবিক ও অর্থনৈতিক দীনতা। শিশুদের দরিদ্রতার একটি বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, ৪৬ শতাংশ শিশু জাতীয় দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে। ২৩ শতাংশ শিশু অতিদারিদ্রসীমার নীচে বাস করে এবং ৫৯ শতাংশ শিশু দৈনিক ১.০৮ ডলারের কম (ক্রয় ক্ষমতা) আয়ে জীবননির্বাহ করে। এই সকল দরিদ্র শিশুরা অন্যান্য শিশুদের তুলনায় স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, বিশুদ্ধ খাবার পানি, পয়:নিষ্কাশন, আশ্রয় ও তথ্য এই ৭ টি অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

ইউনিসেফ, ২০০৯ সালে বাংলাদেশে মহিলা ও শিশু পরিস্থিতি নিয়ে একটি জরিপ কার্য পরিচালনা করে [৪]। এর উদ্দেশ্য ছিল শিশু পরিস্থিতির উন্নয়ন সাধনে বাংলাদেশকে সহযোগিতা করা। এই প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বাংলাদেশ শিশু অধিকার যেমন-শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সুরক্ষা, নিরাপদ খাবার পানি, পয়:নিষ্কাশন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিশুদের অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে উন্নতি সাধন করছে। প্রতিবেদন থেকে শিশু অধিকার বিষয়ে যেমন; শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নির্যাতন, বঞ্চনা, সুরক্ষা, অংশগ্রহণ, নিরাপদ পানি, পয়:নিষ্কাশন এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা পাওয়া যায়। অপরদিকে, প্রতিবেদনটি শিশুদের নির্যাতন ও বঞ্চনার মূল কারণ বুঝতে সাহায্য করে এবং সেবাদানকারীদের দক্ষতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। এই সকল কাজের প্রধান ভিত্তি ছিল আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদ যা বাংলাদেশ সরকার ১৯৯০ সালে অনুমোদন করেছেন। বাংলাদেশে, বিভিন্ন কারণে মানুষ গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর হচ্ছে যেমন: বন্যা, খরা, নদীভাঙ্গন, জলোচ্ছাস এবং কাজের সন্ধানে। ফলে একদিকে যেমন অপরিকল্পিত শহর তৈরী হচ্ছে পাশাপাশি বস্তির সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে এবং বাড়ছে বেকারত্ব। এই সকল বস্তিতে সকল ধরণের নাগরিক সেবা এবং শিশু সুরক্ষা সেবা অনুপস্থিত। এই সকল পরিবারের শিশুরা খাবার ও কাজের সন্ধানে রাস্তায় চলে আসছে। ফলে তারা শিশুশ্রম এবং বিভিন্ন ধরণের অ-সামাজিক কাজে লিপ্ত হচ্ছে।

১.৩ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান

ক. প্রকল্পের নাম : চাইল্ড সেনসিটিভ সোশ্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি)

খ. উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

গ. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : সমাজসেবা অধিদফতর

১.৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য: প্রকল্পের উদ্দেশ্যকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন-ক. দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য খ. মধ্যমেয়াদী উদ্দেশ্য।

ক. দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য: ২০১৭ সালের জুন মাসের শেষে, United Nations Development Assistance Framework (UNDAF) এর নির্ধারিত ২০ টি জেলার মহিলা, শিশু ও যুব'রা অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে এবং কার্যকর সামাজিক সুরক্ষা নীতির ফলে সেবার মান উন্নত হবে। ফলে শিশু পাচার, শোষণ, অবহেলা ও নির্যাতন কমে যাবে।

খ. মধ্যমেয়াদী উদ্দেশ্য

- দরিদ্র ও নির্যাতিত পরিবারের মহিলা, শিশু ও যুবদের সামাজিক সুরক্ষা সেবা গ্রহণ বৃদ্ধি করা। ফলে নির্যাতন, বঞ্চনা, এবং শোষণ ইত্যাদির ঝুঁকি কমে আসবে;
- জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ ও আন্তর্জাতিক চুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আইনি কাঠামো এবং বিশেষ নীতি থেকে সকল শিশু, বিশেষত অধিকতর বঞ্চিত শিশুদের অধিকার নিশ্চিত করা;
- প্রকল্প এলাকার জনগনকে উদ্বুদ্ধ করণের মাধ্যমে সহিংসতা, নির্যাতন এবং শোষণ প্রতিরোধে ইতিবাচক ও সহায়ক সামাজিক আদর্শের অনুশীলন, উন্নয়ন ও দৃঢ়করণ করা;

১.৫ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

- শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা;
- শিশুর সহায়তায় টোল ফ্রি ফোন-চাইল্ড হেল্পলাইন;
- সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ প্রদান;
- অনলাইন কেসম্যানেজমেন্ট;
- শিশুদের বিশেষ করে পথ শিশুদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ড্রপ-ইন-সেন্টার, জরুরি অবস্থায় রাত্রিকালিন নিরাপদ আশ্রয়, শিশুবান্ধব স্থান এবং উম্মুক্ত বিদ্যালয় স্থাপন;

১.৬ প্রকল্পের উপকারভোগী:

প্রকল্পের আওতায় ১৮ বছর পর্যন্ত সকল মানব শিশুকে বিবেচনা করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, ইউনিসেফ প্রকল্পটির আর্থিক সহায়তা (অনুদান) দিয়েছে, সুতরাং ইউনিসেফ United Nation Child Rights Convention (UNCRC) অনুসারে এই প্রকল্পের শিশুদের বয়স ১৮ বছর পর্যন্ত বিবেচনা করা হয়েছে। যে সকল শিশু পরিবারকে সেবা প্রদান করা হয়েছে তারা হলো:

- যে সকল শিশুর মা-বাবা নেই;
- মা-বাবা ও শিশু একসাথে রাস্তায় থাকে;
- মা-বাবা সকালে কাজে চলে যায় শিশুরা সারাদিন রাস্তায় থাকে;
- সারাদিন রাস্তায় থাকে এবং রাত হলে পার্কে, ষ্টেশনে আশ্রয় নেয়;

১.৭ প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা: United Nations Development Assistance Framework (UNDAF) ভুক্ত ২০ টি জেলাসহ ঢাকা, চট্রগ্রাম এবং বরিশাল বিভাগীয় শহরে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। নিম্নের সারণিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা দেয়া হ'ল।

সারণি ১.১ : প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা

বিভাগ	জেলা
ঢাকা	ঢাকা বিভাগীয় শহর
বরিশাল	বরিশাল বিভাগীয় শহর, বরগুনা, পটুয়াখালি, ভোলা
খুলনা	সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট
রংপুর	নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, রংপুর, গাইবান্ধা
রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ
ময়মনসিংহ	জামালপুর ও নেত্রকোনা
চট্রগ্রাম	চট্রগ্রাম বিভাগীয় শহর, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও কক্সবাজার
সিলেট	সুনামগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ

১.৮ প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয়: প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয় এর মধ্যে প্রকল্প সাহায্য ও জিওবি এর পরিমান নিম্নের সারণিতে দেয়া হ'ল:

সারণি ১.২: সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয় **(লক্ষ টাকা)**

প্রাক্কলিত ব্যয়	:	মোট ব্যয়	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	হ্রাস/বৃদ্ধি
৫.১ মূল অনুমোদিত	:	১২,৫৪৬.৮০	৩৯.২৪	১২,৫০৭.৫৬	----
৫.২. প্রথম সংশোধিত অনুমোদিত	:	১২,৫৪৭.১৫	৩৯.৫৯	১২,৫০৭.৫৬	বৃদ্ধি
৫.৩ দ্বিতীয় সংশোধিত অনুমোদিত	:	৬,৪৫৭.৯৫	৪৮.২৯	৬,৪০৯.৬৬	হ্রাস

১.৯ প্রকল্প বাস্তবায়ন ও সমাপ্তি কাল: মূল ডিপিপি, প্রথম ও দ্বিতীয় সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও সমাপ্তি নিম্নের সারণিতে উল্লেখ করা হ'ল।

সারণি ১.৩: বাস্তবায়ন ও সমাপ্তি কাল

বাস্তবায়নকাল	:	আরম্ভ	সমাপ্তি
৬.১ মূল অনুমোদিত	:	জানুয়ারি, ২০১২	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬
৬.২. প্রথম সংশোধিত অনুমোদিত	:	জানুয়ারি, ২০১২	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬
৬.৩ দ্বিতীয় সংশোধিত অনুমোদিত	:	জানুয়ারি, ২০১২	৩০শে জুন, ২০১৭

১.১০ প্রকল্প এলাকার মানচিত্র

বিভাগীয় সদর

জেলা

দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রভাব মূল্যায়নের পটভূমি ও উদ্দেশ্য, কার্যক্রম ও কার্যপদ্ধতি

২.১ প্রভাব মূল্যায়নের কার্যপরিধি

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হয়। এর মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন/বাস্তবায়িত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অবস্থার তথ্য পাওয়া যায়। সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদনের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে অর্জিত অভিজ্ঞতা আইএমইডি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে।

এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণের পাশাপাশি প্রতি অর্থবছর আইএমইডি কর্তৃক পরামর্শক ফার্ম নিয়োগের মাধ্যমে সীমিত সংখ্যক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন পরিচালনা করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় আইএমইডি ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক বাস্তবায়িত "চাইল্ড সেনসিটিভ সোশ্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ" (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। আইএমইডি'র এ সংক্রান্ত পরিপত্র অনুসরণে যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে "উন্নয়ন ধারা"কে বর্ণিত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিয়োগ করেছে।

চাইল্ড সেনসিটিভ স্যোশাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরুপ:

ক. প্রকল্পের ৫০% এলাকা সমীক্ষার আওতাভুক্ত হিসেবে মূল্যায়ন করতে হবে;
খ. প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, সংশোধন, অনুমোদন, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল, আরটিএপিপি চাহিদা অনুযায়ী বছর ভিত্তিক বরাদ্দ ও চাহিদা অনুযায়ী অর্থ ছাড়করণ এবং ব্যয়ের প্রাসঙ্গিক তথ্য পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
গ. প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতির বাস্তব (ভৌত) ও আর্থিক তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি ও লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
ঘ. প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
ঙ. প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য,কার্য ও সেবা ক্রয়ের (Procurement) ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় বিধিমালা (পিপিআর-২০০৮), সরকারি ক্রয় আইন (পিপিএ-২০০৬) এবং উন্নয়ন সহযোগীদের গাইডলাইন ইত্যাদি অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
চ. প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত পণ্য, কার্য ও সেবার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল এবং পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা;
ছ. প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় যেমন: অর্থায়নে বিলম্ব, পণ্য,কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব/কার্য, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার মান এবং প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ;
জ. প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত মূল কার্যক্রমসমূহের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা বিশ্লেষণ এবং বিশেষ সফলতা (Success Stories) বিষয়ে আলোকপাত;
ঝ. বিভিন্ন পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্যের ও সেগুলোর উপর প্রাপ্ত ব্যাখ্যার পর্যালোচনা;
ঞ. প্রকল্পের সবল দিক, দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ ও যথাযথ সুপারিশ প্রদান করা;
ট. প্রকল্পটির সম্ভাব্য প্রস্থান পরিকল্পনা (Exit Plan) সম্পর্কে ব্যাখ্যা ও মতামত প্রদান;
ঠ. এই প্রকল্প এবং অন্যান্য প্রকল্পগুলির মধ্যে যদি কোন দ্বৈতকরণ বা পার্থক্য থাকে তবে তা' ব্যাখ্যা করা;
ড. অনুমোদিত আরটিএপিপিতে প্রদত্ত ডিজাইন এবং স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা এর সংখ্যাগত ও গুণগতমান যাচাই করা;
ঢ. একই এলাকার একই রকমের প্রকল্পের সাথে তুলনা করা;

ণ. মূল্যায়ন কাজের পর্যবেক্ষণসমূহ স্থানীয় জনগনকে অবহিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা এবং প্রতিবেদন তৈরী করা;

ত. জাতীয় পর্যায়ে ১টি কর্মশালার আয়োজন করে মূল্যায়ন কাজের পর্যবেক্ষণসমূহ অবহিত করা ও কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশসমূহ বিবেচনা করে প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করা;

থ. প্রকল্প এলাকা থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং আইএমইডির অনুমোদন গ্রহণ;

দ. মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি বাংলা (নিকস ফন্ট) ও ইংরেজী (Times New Roman Font) - উভয় ভাষায় প্রস্তুত করা;

ধ. প্রকল্পটি মূল্যায়নে পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন;

ন. গ্রহণকারী সংস্থা আইএমইডি কর্তৃক আরোপিত অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালন করা।

প্রতিবেদন প্রণয়ন: *প্রভাব মূল্যায়ন কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার উদ্দেশ্যে কার্যপরিধি মোতাবেক পরামর্শ প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি, সময়কাল এর সাথে সমন্বয় করে বাস্তবমুখী কর্ম পরিকল্পনা তৈরী করা হয়। পরিকল্পনাটি প্রকল্পের মূল কার্যাবলীর সমন্বয়ে গঠিত, যেমন: প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন, টিপিপি, আরটিপিপি, অঞ্চাভিত্তিক ভৌত ও আর্থিক কাজের অগ্রগতি এবং গুনাগুন, প্রকল্পের আওতায় ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী পর্যালোচনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সমস্যাবলীর পর্যালোচনা এবং সমীক্ষা হতে প্রাপ্ত বিষয়াদি নিরুপণ। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ও মতামতের ভিত্তিতে সুপারিশমালা সহ প্রতিবেদনের যাবতীয় বিষয়াদি আলোকপাত করা হয়েছে। বর্তমান সমীক্ষার জন্য কার্যাবলী নিম্নে দেয়া হলো:*

- *আইএমইডি'র সাথে পরিকল্পনা সভা;*
- *প্রকল্পের বিভিন্ন নথিপত্র, যেমন: টিপিপি, আরটিপিপি, সমাপ্ত প্রতিবেদন এবং মনিটরিং প্রতিবেদন;*
- *প্রশ্নমালা, গাইডলাইন ও ছক প্রণয়ন চূড়ান্তকরণ;*
- *প্রারম্ভিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিল;*
- *প্রারম্ভিক প্রতিবেদনের উপর আইএমইডি'র টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটির মতামত গ্রহণ ও খসড়া প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ;*
- *তথ্যসংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রশ্নপ্রত্রের প্রাক-যাচাইকরণ;*
- *মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ ও এর গুনগত মান রক্ষা;*
- *প্রকল্প বাস্তবায়নের পর্যায় (বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি) পর্যালোচনা;*
- *প্রকল্পের আওতাধীন ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলীর পর্যালোচনা;*
- *প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সমস্যাবলী পর্যালোচনা;*
- *স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্প এলাকার উপকারভোগী ও অংশীজনের সাথে কর্মশালার আয়োজন করা;*
- *তথ্য ব্যবস্থাপনা, প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ;*
- *১ম খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপন;*
- *খসড়া প্রতিবেদনের উপর যথাক্রমে টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক কর্মশালায় উপস্থাপন করা হয়েছে;*

সংশ্লিষ্ট গবেষণার কাজ চার ভাগে বিভক্ত: ১) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন, দলিল ও দস্তাবেজসমূহ পর্যালোচনা, ২) মাঠ পর্যায়ে গবেষণার মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা, ৩) সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বিভিন্ন আঙ্গিকে যাচাই (triangulate) করা, এবং ৪) প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।

২.২ প্রভাব মূল্যায়নের কৌশল

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনসমূহ আধেয় (content) বিশ্লেষণের মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এ বিষয়ে একটি তথ্য ব্যবস্থাপনা বিন্যাস কাঠামো ক্রয়কারি প্রতিষ্ঠান, আইএমইডি-র সাথে পরামর্শক্রমে তৈরী করা হয়েছে। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট দস্তাবেজসমূহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে: ১) প্রকল্পের পর্যালোচনা, ২) প্রকল্পের বাস্তবায়নের অবস্থা, ৩) প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলী অর্জন পর্যালোচনা, ৪) উপকারভোগীদের উপর প্রকল্পের প্রভাবসমূহ, ৫) ক্রয় বিধিমালা পিপিআর প্রতিপালন পর্যবেক্ষণ, ৬) প্রকল্পের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি পর্যবেক্ষণ, ৭) প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক সমূহ আলোচনা করা, এবং ৮) যে সকল বিষয় সম্পাদিত হয়নি তা বিশ্লেষণ- প্রভৃতি সম্পাদন করা ।
নিম্নোক্ত রেখাচিত্রের মাধ্যমে (রেখাচিত্র ২.১) গবেষণা পদ্ধতির তাত্ত্বিক কাঠামো তুলে ধরা হলো।

রেখাচিত্র ২.১: তাত্ত্বিক কাঠামো

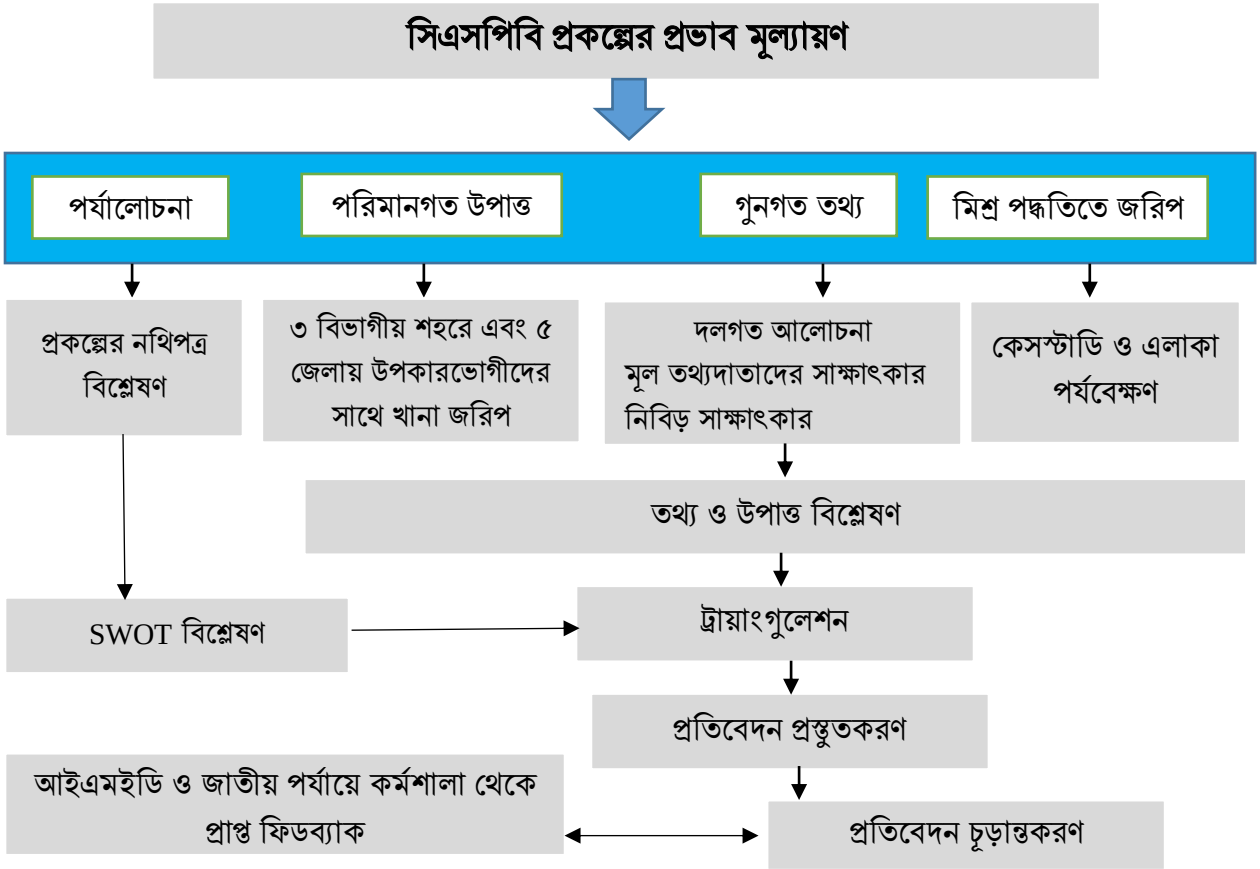

মাঠ পর্যায়ে গবেষণার মাধ্যমে সংগৃহীত প্রাথমিক তথ্যের গুনগতমান নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহে যে সব প্রয়োজনীয় প্রশ্নমালা, ফরম্যাট, গাইডলাইন প্রস্তুত করা হয়েছে সেগুলোর উপযোগিতা মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারের আগে যাচাই করা হয়েছে। এইরুপে তথ্য সংগ্রহের টুলসমূহ ক্রয়কারি প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক্রমে চূড়ান্ত করা হয়েছে। পরিমানগত তথ্য সমূহ দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্ধারিত উত্তরদাতাদের নিকট থেকে খানা জরিপের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। গুনগত তথ্যসমূহ মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ, নিবিড় (in-depth) সাক্ষাৎকার, ফোকাসগ্রুপে আলোচনা ও কেসস্টাডির মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। একটি স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে এবং কর্মশালা থেকে

সুপারিশসমূহ সংগ্রহ ও যাচাই করা হয়েছে। এভাবে সকল তথ্য ও উপাত্ত যাচাই বাছাই করে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। রেখাচিত্র ২.২ এর মাধ্যমে গবেষণা পদ্ধতি দেখানো হলো:

রেখাচিত্র ২.২ গবেষণা পদ্ধতি

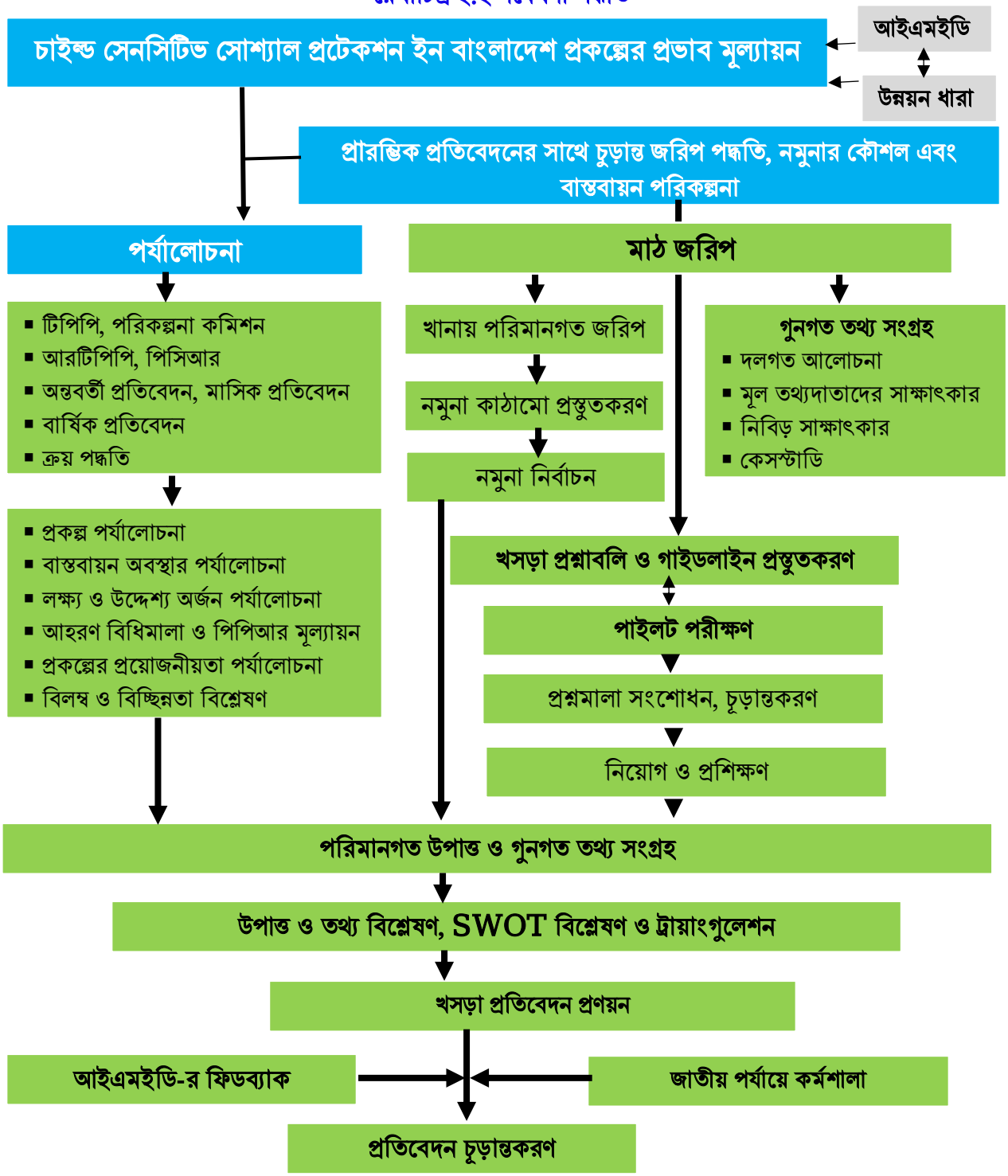

২.৩ তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের টুলসমূহ:

সারণি ২.২: তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের টুলস ও উৎসসমূহ

গবেষণার মূল পরিসর	উপাত্ত/তথ্য সংগ্রহের টুলস ও উৎসাবলি	
	উপকরণ	উৎস
প্রকল্প পর্যালোচনা	নথিপত্র পর্যালোচনা; মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার	প্রকল্পের নথিপত্র; প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ
বাস্তবায়নের অবস্থা পর্যালোচনা	নথিপত্র পর্যালোচনা; মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার	প্রকল্পের নথিপত্র; প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ; প্রকল্পের উপকারভোগীগন
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন পর্যালোচনা	নথিপত্র পর্যালোচনা; খানা জরিপ; মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার; দলগত আলোচনা	প্রকল্পের নথিপত্র; প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ; প্রকল্পের উপকারভোগীগন
আহরণ বিধিমালা ও পিপিআর মূল্যায়ন	নথিপত্র পর্যালোচনা; মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার; মাধ্যমিক উপাত্ত সংকলন	প্রকল্পের নথিপত্র; প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ
প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা পর্যালোচনা	নথিপত্র পর্যালোচনা; মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার; মাধ্যমিক উপাত্ত সংকলন	প্রকল্পের নথিপত্র; প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ; প্রকল্পের উপকারভোগীগন
আহরণের গুনগত দিক মূল্যায়ন	নথিপত্র পর্যালোচনা; মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার; দলগত আলোচনা; নিবিড় সাক্ষাৎকার	প্রকল্পের নথিপত্র; প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ; প্রকল্পের উপকারভোগীগন
বাস্তবায়নের বিলম্ব ও তার কারণ এবং বিচ্ছিন্ন বিশ্লেষণ	নথিপত্র পর্যালোচনা; মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার; নিবিড় সাক্ষৎকার; কেসস্টাডি; মাধ্যমিক উপাত্ত সংকলন	প্রকল্পের নথিপত্র; প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ
বাস্তবায়ন কর্মকান্ডের ফলাফল ও উপযোগ বিশ্লেষণ	নথিপত্র পর্যালোচনা; খানা জরিপ; মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার; দলগত আলোচনা; মাধ্যমিক উপাত্ত সংকলন	প্রকল্পের নথিপত্র; প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ; প্রকল্পের উপকারভোগীগন
SWOT বিশ্লেষণ	নথিপত্র পর্যালোচনা; মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার; দলগত আলোচনা; মাধ্যমিক উপাত্ত সংকলন	প্রকল্পের নথিপত্র; প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ
আর্থ-সামাজিক অবস্থার পর্যালোচনা	নথিপত্র পর্যালোচনা; খানা জরিপ; মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার; দলগত আলোচনা; নিবিড় সাক্ষাৎকার; কেসস্টাডি; পর্যবেক্ষণ	প্রকল্পের নথিপত্র; প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ; প্রকল্পের উপকারভোগীগন

২.৪ প্রাসঙ্গিক দলিল দস্তাবেজ পর্যালোচনা

প্রকল্পের বাস্তবায়ন দক্ষতা এবং অর্জিত সাফল্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জনের জন্য প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতির দিক সমূহ বিশ্লেষণ করা হয়। এই প্রকল্পের প্রস্তাব প্রণয়ন থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন পর্যন্ত সকল প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির তুলনা করা। এ ছাড়াও প্রকল্পের কার্যকারিতায় ত্রুটি-বিচ্যুতি, সফলতা-ব্যর্থতা ইত্যাদি চিহ্নিত করা হয়। এ লক্ষ্যে প্রকল্পের টিপিপি, আরটিপিপি, পিসিআর ও অগ্রগতির প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য প্রকল্প প্রয়োজনীয় দলিলাদি, তথ্য ও উপাত্ত সংশ্লিষ্ট অফিস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণা দল প্রকল্প সংশ্লিষ্ট দলিল দস্তাবেজসমূহ সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করেছে। একাজে গবেষণা সহকারিরা একটি নির্ধারিত গাইডলাইন অনুসরণ করে মূল দলকে দলিল দস্তাবেজ ও প্রতিবেদন সংগ্রহে ও বিশ্লেষণে সহায়তা করেছে। এ পর্যায়ে কাজ প্রারম্ভিক প্রতিবেদন জমাদানের পর থেকেই শুরু হয়েছিল, এবং তা প্রভাব মূল্যায়নের প্রতিবেদন খসড়াকরণ পর্যন্ত চলেছে।

নিম্নে বিশ্লেষণের নিমিত্তে যে সব ডকুমেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদান করা হলো:

- কারিগরি সহায়তা প্রকল্প প্রস্তাবনা (টিপিপি);
- সংশোধিত কারিগরি সহায়তা প্রকল্প প্রস্তাবনা (আরটিপিপি);
- প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর);
- বাস্তবায়নকারী সংস্থার বাৎসরিক ও প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন;
- আইএমইডি, বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদন;
- মধ্যমেয়াদী জরিপ প্রতিবেদন;

২.৫ প্রভাব মূল্যায়নের জন্য উত্তরদাতা ও গবেষণার একক

প্রভাব মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যে সকল পরিবারের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে তাদের অন্তর্ভূক্তির (Inclusion criteria) ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে:

ক. যে সকল শিশুদের খানা জরিপ করা হয়েছে (শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা অথবা অন্য কোন সেবা পেয়েছে)

- বর্তমানে প্রকল্প এলাকায় বসবাস করছে;
- শিশু/পোষ্য সিএসপিবি প্রকল্প থেকে অর্থ সহায়তা পেয়েছে অথবা অন্য যে কোন সেবা পেয়েছে;
- শিশুর আইনি অভিভাবক;
- বয়স কমপক্ষে ১৮ বছরের বেশী;

খ. যে সকল ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়নি (Exclusion Criteria)

- কোন সহায়তা পায় নাই এবং আইনি অভিভাবক নয়;
- মানসিকভাবে সুস্থ নয়;
- সাক্ষাৎকার দিতে রাজি নন;
- কর্ম এলাকায় বসবাস করে না;

গ. উপকার পায়নি এমন পরিবার খুঁজে বের করার কৌশল (Control group selection process)

- সিএসপিবি প্রকল্প থেকে কোন সহায়তা/সেবা পায়নি এমন পরিবারকে নেটওয়ার্ক কৌশল/পদ্ধতি অবলম্বন করে খুঁজে বের করা হয়েছে।
- পরিবারের বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা উপকারভোগীদের প্রায় সমপর্যায়ে;
- শিশুটি শিশুশ্রমে, পড়াশুনায় ড্রপ-আউট অবস্থায় আছে এবং তাদের মধ্যে বাল্যবিবাহের ঝুঁকি আছে (বিশেষ করে মেয়ে শিশুর ক্ষেত্রে);
- শিশুর বাবা বা মা অথবা উভয়ে মৃত;
- শিশুটি অন্যের আশ্রয়ে থাকে (বিশেষ করে মেয়ে শিশু);
- শিশুটি রাতে রাস্তায়, বস্তিতে বা অন্যের আশ্রয়ে থাকে;

ঘ. যে সকল শিশুরা কোন উপকার পায়নি এমন পরিবারের সদস্য (Control group)

- পরিবারে ১৮ বছরের নীচে কমপক্ষে ১ টি শিশু আছে;
- বর্তমানে প্রকল্প এলাকায় বসবাস করছে;
- শিশুর আইনি অভিভাবক;
- স্বেচ্ছায় সাক্ষাৎকার দিতে সম্মত;
- মানসিকভাবে সুস্থ;
- বয়স কমপক্ষে ১৮ বছরের বেশী ;
- উপকারভোগীদের একই কমিউনিটিতে বসবাস করে এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থা প্রায় সম পর্যায়ে;

২.৬ সংখ্যাগত ও গুনগত পদ্ধতি

মিশ্র পদ্ধতিতে জরিপ পরিকল্পনা/কার্যক্রম

গুনগত ও সংখ্যাগত পদ্ধতি প্রভাব মূল্যায়নের সমস্যা উপলব্ধি করার জন্য একটি কার্যকর পদ্ধতি। মিশ্র পদ্ধতি (সংখ্যাগত ও গুনগত পদ্ধতি) একটি কার্যকরি কৌশল বা পদ্ধতি, যা চাইল্ড সেনসিটিভ সোশ্যাল প্রটেকশন প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে গুনগত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে নীতি সম্পর্কিত অভ্যন্তরের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য এবং পরিমানগত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে উপকাভোগীদের সম্পর্কে গানিতিক ধারণা পাবার জন্য। অপরদিকে, মিশ্র পদ্ধতির মাধ্যমে সকল ধরণের গবেষণার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়, বিশেষ করে গুনগত ও পরিমানগত উভয় ধরণের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের সুযোগ থাকে। প্রভাব মূল্যায়নে মিশ্র পদ্ধতি ব্যবহার করার কারণ সমূহ -বিশ্বাসযোগ্যতা, সঠিকতা, পূর্ণতা, পদ্ধতি, সদ্ব্যবহার, প্রাসঙ্গিকতা ইত্যাদি, যা ডাটাকে এমবেডেড (Embedded data)ও ট্রায়াংগুলেশন (Triangulation) করতে সহযোগীতা করে।

মিশ্র পদ্ধতির গবেষণায় গবেষকরা চিন্তার গভীরে প্রবেশের উদ্দেশ্যে গুণগত এবং সংখ্যাগত পদ্ধতির উপাদান (যেমন গুণগত এবং পরিমাণগত দৃষ্টিভঙ্গি, তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও অনুমান কৌশলগুলি) ব্যবহার করে থাকেন। এক্ষেত্রে সচরাচর পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ এবং গুণগত তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ একই সময়ে ঘটে এবং গবেষণা সমাপ্তির পরে ফলাফল তুলনা করা হয়। পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, গুণগত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের পরে হতে পারে আবার গুণগত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পরিমান তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের পরে হতে পারে। গুণগত এবং পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ একযোগে বা ক্রমবর্ধমান ভাবে ঘটতে পারে; একটি রূপান্তরমূলক নকশা গবেষককে একটি নির্দিষ্ট তাত্ত্বিক ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে কাজ করার সুযোগ করে দেয় এবং এর ফলে একটি সার্বিক ফলাফল পাওয়া যায়। প্রকল্পের প্রভাব নিরুপনের জন্য মিশ্র জরিপ পদ্ধতির কৌশলগুলো প্রয়োগ করা হয়েছে।

রেখাচিত্র ২.৩: উপাত্ত ও তথ্যের ট্রায়াংগুলেশন

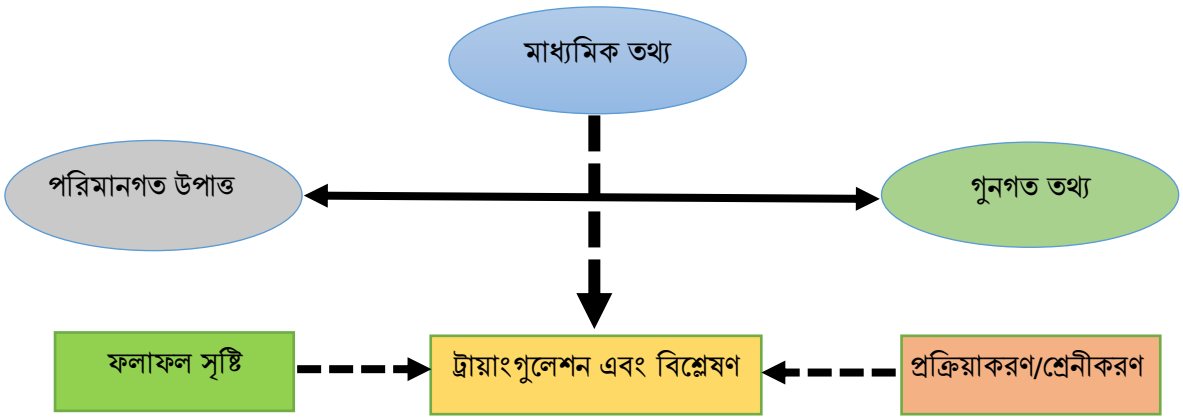

২.৭ গবেষণা প্রক্রিয়া

প্রভাব মূল্যায়ন সম্পন্ন করার জন্য টার্মস অব রেফারেন্স এর প্রদত্ত শর্তসমূহ অনুসরণ করা হয়েছে। পরিকল্পিত সকল কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করা হয়েছে। তবে প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়নের কাজটি নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে কোন কোন কার্যক্রম যুগপৎভাবে করা হয়েছে। কার্যক্রম গ্রহণের বিভিন্ন ধাপ ও পর্যায় নিম্নের সারণি-২.৩ উল্লেখ করা হলো।

সারণি ২.৩: গবেষণা প্রক্রিয়া

বিভিন্ন দলিলাদি পর্যালোচনা	➢ প্রভাব মূল্যায়ন টিমের সাথে মিটিং করা, দায়িত্ব বন্টন করা এবং কর্মপরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে; ➢ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পটির বিদ্যমান দলিলাদি ও দস্তাবেজ যেমন: টিপিপি, আরটিপিপি, বিভিন্ন প্রতিবেদন, মনিটরিং প্রতিবেদন, কেসস্টাডি, জরিপ প্রতিবেদন ইত্যাদি সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে; ➢ বাস্তবায়িত কাজের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে; ➢ প্রভাব মূল্যায়ন কাজের উদ্দেশ্য সমূহ ও পরিকল্পিত কার্যক্রমের পর্যালোচনা করা হয়েছে;
প্রস্তুতিমূলক কাজ	➢ নমুনার আকার নির্ধারণ করা হয়েছে; ➢ বিভিন্ন ধরণের প্রশ্নপত্র, চেকলিষ্ট এবং গাইডলাইন তৈরী করা হয়েছে; ➢ তথ্য সংগ্রহকারী, সুপারভাইজার, ডাটা এন্ট্রি অপারেটরদের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে; ➢ প্রশ্নপত্র Pre-test করা এবং Pre-test এর আলোকে প্রশ্নপত্র চূড়ান্ত করা হয়েছে; ➢ প্রারম্ভিক প্রতিবেদন তৈরী এবং আইএমইডিতে উপস্থাপন করা হয়েছে;
তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ এবং মান নিয়ন্ত্রণ	➢ মাঠ পর্যায় হতে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও সময়ানুযায়ী সংখ্যাগত ও গুনগত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ (Face to face interview, KII and FGD) করা হয়েছে; ➢ সুপারভাইজারগন মাঠ পর্যায়ে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহকারীদের কাজ প্রতিদিন তদারকি করেছে; ➢ প্রায় ৫% প্রশ্নপত্র পূরণের পর-পরই যাচাই করা হয়েছে; ➢ স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে;
ডাটা ব্যবস্থাপনা	➢ মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্যে ভুলত্রুটি সংশোধন করা হয়েছে; ➢ কোডিং ও কম্পিউটারে ধারণ এবং পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে; ➢ প্রাপ্ত ফলাফল সারণি ও লেখচিত্র ইত্যাদি আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে; ➢ প্রকল্পের সবলতা-দুর্বলতা-সুযোগ এবং ঝুঁকি ইত্যাদি বিশ্লেষন করা হয়েছে;
প্রতিবেদন তৈরী এবং উপস্থাপন	➢ প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে খসড়া প্রতিবেদন তৈরী করে আইএমইডির নিকট দাখিল করা হয়েছে; ➢ খসড়া প্রতিবেদনের উপর যথাক্রমে টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক কর্মশালায় উপস্থাপন করা হয়েছে; ➢ কর্মশালা হতে প্রাপ্ত মতামত/ পরামর্শ/ সুপারিশের আলোকে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিল করা; ➢ চূড়ান্ত প্রতিবেদন ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়েছে;

২.৮ নমুনায়ন ও নমুনার আকার

প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত সংখ্যাগত ও গুনগত পদ্ধতি অনুসরণ করে সংগ্রহ করা হয়েছে। গুনগত তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ছিল মূল তথ্যদাতাদের জরিপ প্রশ্নমালার মাধ্যমে সাক্ষাৎকার, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা ও কেসস্টাডি সংগ্রহ। এছাড়াও বিভিন্ন দলিল দস্তাবেজ সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। সংখ্যাগত তথ্য-উপাত্ত একটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্রের সাহায্যে প্রকল্পের সরাসরি উপকারভোগীদের নিকট থেকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-৫)।

নমুনা আকার নির্ধারণ

ক ১. শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা প্রাপ্ত পরিবার

এ গবেষণায় নির্বাচিত নমুনাসমূহ যেন প্রতিনিধিত্বমূলক হয় সেটি নিশ্চিত করার জন্য একটি বিজ্ঞানভিত্তিক নমুনার কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে। নমুনার আকার নির্ণয়ে যে সূত্র অনুসরণ করা হয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো। যারা প্রকল্পের সরাসরি উপকারভোগী অর্থাৎ শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা পেয়েছেন তাদের পরিবারেরর প্রধান (মাতা-পিতা/আইনি অভিভাবক) তাদের নমুনার আকার নির্ধারণের জন্য নিম্নলিখিত পরিসংখ্যানিক সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে:

$$n = \frac{z^2pq}{e^2}$$

যেখানে, n = sample size

p = proportion/probability of success[1]

q = 1-p

e = precision level

Assumptions:

z = 1.96 (value of the standard variation at 95% confidence level)

p = 0.76 এবং q =1-p, অতএব q = 0.24

e = 0.05 (precision level = 5%, at 95% confidence level)

$$n = \frac{(১.৯৬)^2 \text{ x } ০.৭৬ \text{ x } .২৪}{(০.০৫)^2}$$

$$= \frac{৩.৮৪১৬ \text{ x } ০.৭৬ \text{ x } ০.২৪}{০.০০২৫}$$

n=২৮০

সুতরাং নমুনার আকার, n = ২৮০ নির্ধারণ করা হয়েছে।

অতএব সিএসপিবি প্রকল্প থেকে মোট ২৮০ জন উপকারভোগীর Systematic Sampling Technique-এর মাধ্যমে নির্বাচন করে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

ক ২. নিয়ন্ত্রিত গ্রুপ: "চাইল্ড সেনসিটিভ সোশ্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্প থেকে কোন আর্থিক সহায়তা পায়নি এমন পরিবারের নমুনার সংখ্যা প্রকল্পের উপকারভোগীদের সংখ্যার ৫০% হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ ২৮০ জন এর ৫০%=১৪০ জনকে নমুনা আকার বিবেচনা করা হয়েছে এবং তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

খ-১. নমুনা উপকারভোগীর সংখ্যা (ডিআইসি, উন্মুক্ত বিদ্যালয়, শিশুবান্ধব স্থান এবং জরুরি রাত্রিকালিন আশ্রয়)

প্রকল্পের সরাসরি উপকারভোগী অর্থাৎ যারা ডিআইসি, উন্মুক্ত বিদ্যালয়, শিশুবান্ধব স্থান এবং জরুরি রাত্রিকালিন আশ্রয় কেন্দ্রের এর যে কোন একটি কেন্দ্র থেকে সেবা পেয়েছে তাদের পরিবারেরর প্রধান (মাতা-পিতা/আইনি অভিভাবক) এদের নমুনার আকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পরিসংখ্যানিক সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে:

1 Monitoring Results for Equity System (MoRES) Level 2 Monitoring Report, January 2016, by UNICEF

$$n = \frac{z^2pq}{e^2}$$

যেখানে, n = sample size
p = proportion/probability of success
q = 1-p
e = precision level

Assumptions:

z = 1.96 (value of the standard variation at 95% confidence level)
p = 0.5
q = 0.5
e = 0.05 (precision level = 5%, at 95% confidence level)

$$n = \frac{(১.৯৬)^2 \text{ x } ০.৫ \text{ x } ০.৫}{(০.০৫)^2}$$

$$= \frac{৩.৮৪১৬ \text{ x } ০.৫ \text{ x } ০.৫}{০.০০২৫}$$

n = ৩৮৪

সুতরাং নমুনার আকার, n = ৩৮৪ নির্ধারণ করা হয়েছে।

উক্ত সূত্রর ফলাফলের মাধ্যমে সিএসপিবি প্রকল্প থেকে মোট ৩৮৪ জন উপকারভোগীকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

খ-২. নিয়ন্ত্রিত গ্রুপ: সিএসপিবি প্রকল্প থেকে কোন উপকার পায়নি এমন পরিবারের নমুনার সংখ্যা প্রকল্পের উপকারভোগীদের সংখ্যার ৫০% হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ৩৮৪ জন এর ৫০%=১৯২ জন এর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

২.৯ তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ: সমীক্ষার তথ্য ও উপাত্তের মান নিয়ন্ত্রনের লক্ষ্যে সঠিক তথ্য সংগ্রহ, মাঠ পর্যায়ে তথ্য যাচাই, প্রতিটি প্রশ্নপত্রে আলাদা আইডি নম্বর প্রদান, কোডিং করা, তথ্য কম্পিউটারে প্রবেশ করানোর উদ্দেশ্যে তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ করা হয়েছে। নিয়োগের ক্ষেত্রে যে সকল বিষয়সমূহ বিবেচনা করা হয়েছে তা'হল: শিক্ষাগত যোগ্যতা, একই ধরণের কাজের অভিজ্ঞতা, তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহে অভিজ্ঞতা, কেআইআই, এফজিডি ও বিভিন্ন ধরণের কাজের অভিজ্ঞতা ইত্যাদি। ২০ জন তথ্য সংগ্রহকারী ও ৫ জন সুপারভাইজার নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। প্রারম্ভিক প্রতিবেদন স্টিয়ারিং কমিটির সভায় অনুমোদনের পর তথ্য সংগ্রহকারী ও সুপারভাইজরদের ২ দিনের প্রশিক্ষণ (অর্ধবেলা ফিল্ড প্রি-টেষ্টিং) দেয়া হয়েছিল। প্রশিক্ষণের সময় আইএমইডির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে প্রকল্প সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। আইএমইডি কর্তৃক প্রশ্নপত্র চূড়ান্ত অনুমোদনের পর টীমের সদস্যদের তথ্য সংগ্রহের জন্য মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ করা হয়েছিল।

সমীক্ষার জন্য মোট ৯৯৬ জন (৬৬৪ জন উপকারভোগী ও ৩৩২ জন সুবিধা পায়নি এমন পরিবারের) উত্তরদাতার নিকট থেকে জরিপ প্রশ্নপত্রের সাহায্যে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। একজন তথ্য সংগ্রহকারী দৈনিক গড়ে ৫ জন উপকারভোগীদের তথ্য সংগ্রহ করেছে। ২০ জন তথ্য সংগ্রহকারী ১০ কর্মদিবসের মধ্যে উপকারভোগী ও উপকারভোগী নন এমন পরিবারের প্রধানের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে। সুপারভাইজারগণ তথ্য সংগ্রহকারীদের ফলো-আপ করেছে। কেআইআই ও ফোকাস গ্রুপ আলোচনার ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহকারীগণ সহায়তা করেছিল। যাতায়াত ও সরকারি ছুটি বিবেচনা করে সকল তথ্য সংগ্রহের জন্য মোট ১৫ দিন সময় প্রয়োজন হয়েছিল।

প্রিটেস্ট (Pre-test): প্রিটেষ্টের সময় ভুলত্রুটি ঘটনাস্থলেই চিহ্নিত করা হয়েছে । তথ্য সংগ্রহকারীদের ত্রুটিমুক্তভাবে প্রশ্নপত্র পূরণের প্রশিক্ষণ দেয়া ছাড়াও কিভাবে ভুল এড়াতে হয় সে বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়। অতঃপর পূরণকৃত প্রশ্নপত্রের আলোকে খসড়া প্রশ্নপত্রের ত্রুটি ও দুর্বলতা সংশোধন করা হয়েছে। সর্বোপরি সংশোধিত প্রশ্নপত্রের সাহায্যে তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করেছে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ: নির্ধারিত প্রশ্নপত্রের সাহায্যে উত্তরদাতাগণের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশ্নপত্রেই উত্তর লিপিবদ্ধ করেছেন, প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন, নিবিড় আলোচনা, এফজিডি ইত্যাদির পরিচালনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট চেকলিস্ট ও গাইড লাইন অনুসরণ করা হয়েছে।

২.১০ গুনগত (Qualitative) তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি

প্রকল্পের প্রভাব গভীরভাবে উপলব্ধির জন্য এবং গুনগত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যে পদ্ধতি অনুসরণ করে গুনগত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে তা নিম্নরুপ:

- ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি);
- মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার (কেআইআই);
- কেসস্টাডি;
- স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা;

২.১০.১ ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি) : ”চাইল্ড সেনসিটিভ সোশ্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ” শীর্ষক প্রকল্পের উপকারভোগীদের সাথে এফজিডি পরিচালনার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, বাল্য বিবাহ হ্রাস, শিশুশ্রম হ্রাস এবং শিশুদের বিদ্যালয়ে গমন বৃদ্ধি করার মাধ্যমে শিশুর সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা, সফলতা, ব্যর্থতা ও এ বিষয়ে ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনার ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ সকল এফজিডিতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেছেন। প্রতিটি এফজিডিতে ৮/১০ জন অংশগ্রহণকারী ছিল। তবে ১২-১৬ বছরের যুবদের নিয়ে ৩টি এফজিডি পরিচালনা করা হয়েছে। ১২ বছরের চেয়ে কম বয়সের শিশুদের এফজিডিতে নেয়া হয়নি কারণ এর চেয়ে ছোটদের কগনেটিভ (বুদ্ধিবৃত্তিক) বিকাশ লাভ করে না অথবা কম করে। মোট ১৩ টি এফজিডি’র আয়োজন করা হয়েছে।

২.১০.২ মূল তথ্যদাতাদের সাথে নিবিড় আলোচনা/পরামর্শমূলক বৈঠক (কেআইআই): প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা, প্রকল্পের প্রভাব সমূহ এবং সার্বিক মূল্যায়নের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নকালে পূর্ণ বা আংশিক দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা,”চাইল্ড সেনসিটিভ সোশ্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ” শীর্ষক প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ, সমাজসেবক, সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি/সংস্থা প্রমূখ ব্যক্তিবর্গের সাথে নিবিড় আলোচনার মাধ্যমে তথ্য অনুসন্ধান/সংগ্রহ করা হয়েছে। মোট ২০ টি কেআইআই করা হয়েছে।

২.১০.৩ কেসস্টাডি: প্রকল্পের উপকারভোগীদের সাফল্যগাথা (case studies) সংগ্রহ করা হয়েছে। উপকারভোগীদের মধ্যে যারা প্রকল্পভুক্ত হয়ে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছেন তাদের সাফল্যগাথা জানতে, কিভাবে তারা সফল হয়েছেন-এ-বিষয়ে প্রকল্পসহ অন্যান্য বিষয় কি ভুমিকা রেখেছে, তা জানতে এরুপ ৫ টি কেসস্টাডি তথা সাফল্যগাথা সংগ্রহ করা হয়েছে।

UNDAF জেলা ভিত্তিক নমুনার আকার

সারণি: ২.৪: জেলা অনুযায়ী নমুনার আকার

ক্রমিক #	বিভাগ ও UNDAF জেলা	# নমুনার সংখ্যা		এফজিডি'র সংখ্যা	কে আই আই এর সংখ্যা	কেস স্টাডির সংখ্যা
		উপকারভোগী	উপকারভোগী নন			
জাতীয় পর্যায়						
	জাতীয় পর্যায়			১	৬	
বিভাগীয় শহর						
১	ঢাকা (৬০%)	২৩১	১১৫	৩	২	১
২	বরিশাল (১৪%)	৫৫	২৮	১	১	
৩	চট্রগ্রাম (২৬%)	৯৮	৪৯	১	২	
মোট		**৩৮৪**	**১৯২**	**৫**	**৫**	
UNDA F জেলা সমূহ						
১	সাতক্ষীরা (৪%)	১২	৬	১	১	
২	খুলনা (৪%)	১১	৬	১	১	১
৩	রংপুর (২৫%)	৭১	৩৫	২	২	
৪	সিলেট (২৫%)	৭০	৩৫	১	২	
৫	হবিগঞ্জ (৩৭%)	১০৪	৫২	২	২	
৬	বরিশাল (৪%)	১২	৬	১	১	৩
মোট		**২৮০**	**১৪০**	**১৩**	**২০**	**৫**

২.১১ স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করা: ৪ মার্চ ২০১৯, বরিশাল বিভাগে, সেইন্ট বাংলাদেশ এর সভাকক্ষে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন শ্রেনি ও পেশার মানুষের নিকট থেকে সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব সম্পর্কে জানা এবং ভবিষ্যতে করণীয় শীর্ষক মতামত গ্রহণ করা। স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: কামরুজ্জামান, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়; বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোশারফ হোসেন, পরিচালক, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি); এবং কর্মশালায় সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সেইন্ট বাংলাদেশ এর নির্বাহি পরিচালক, জনাব কাজী জাহাঙ্গীর আলম। এ ছাড়া সভায় উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবা অধিদফতর এর বরিশাল বিভাগের কর্মকর্তা বৃন্দ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, স্কুল শিক্ষক, বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) প্রতিনিধি, প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, শর্তযুক্ত সহায়তা গ্রহণকারী পিতামাতা/অভিভাবক, পথশিশু ও যুব'রা ইত্যাদি।

সমীক্ষা ও উপাত্তের মান নিয়ন্ত্রণ (Quality Control): মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের সময় সুপারভাইজারগণ প্রতিটি প্রশ্নপত্র, গাইডলাইন ও চেকলিস্ট ঠিকমত পূরণ করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখেছেন। দৈবচয়নের মাধ্যমে ৫% প্রশ্নপত্র পূরণের পর পরই যাচাই করা হয়েছে। প্রশ্নপত্র পূরণে কোন প্রকার ভুলত্রুটি সমাধানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, প্রতিটি প্রশ্নপত্রে আলাদা আইডি নম্বর প্রদান, কোডিং করা, তথ্য ও উপাত্ত কম্পিউটারে প্রবেশ করানো এবং তথ্য ও উপাত্ত যাচাই করা হয়েছে।

২.১২ তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ পদ্ধতি

প্রভাব মূল্যায়নে নির্দিষ্ট সংখ্যক নির্দেশকসমূহের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রাপ্ত তথ্যের input-output framework এমনভাবে স্তর বিন্যাস করা হয়েছে যেন তথ্যের পরিসংখ্যাণগত বিশ্লেষণ সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়। প্রাপ্ত তথ্যসমূহ SPSS ও MS Excel ডাটাবেস এর সাহায্যে এন্ট্রি করা হয়েছে এবং SPSS ও MS Excel সফটওয়্যার ব্যবহার করে যথাযথ পরিসংখ্যান পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এবং যথাযথ Tabulation-এর সাহায্যে প্রক্রিয়াকৃত উপাত্ত ও ফলাফল সারণি, লেখচিত্র ও চার্ট আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং প্রতিবেদনের যথাস্থানে ব্যবহার করা হয়েছে।

২.১৩ 'সবলতা-দুর্বলতা, সুযোগ-ঝুঁকি' বিশ্লেষণ

'সবলতা-দুর্বলতা, সুযোগ-ঝুঁকি' বিশ্লেষণ একটি কৌশলভিত্তিক আধুনিক পন্থা যা' প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নে ব্যবহার করা হয়েছে। কোন প্রকল্পের সবলতা (Strength), দুর্বলতা (Weakness), সুযোগ (Opportunity) ও ঝুঁকি (Threat) চিহ্নিত করার মাধ্যমে বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াকে যৌক্তিক করা হয়। এটি প্রকল্প মূল্যায়নকে অধিকতর অর্থবহ করে তোলে এবং ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয় প্রায়োগিক পরামর্শ /দিকনির্দেশনা প্রদান এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে। বর্তমান সমীক্ষার জন্য সবলতা-দুর্বলতা, সুযোগ-ঝুঁকি' বিশ্লেষণ ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে দেয়া হলো:

২.১৪ তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ পরিকল্পনা

সংগৃহীত প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে এসপিএসএস তথ্য বিশ্লেষণ সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়েছে।

সংখ্যাগত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ: সংখ্যাগত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে প্রধানত ইউনি-ভ্যারিয়েট, বাই-ভ্যারিয়েট বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিটি ধাপে বিশেষ পরিসংখ্যান কৌশল ব্যবহার করে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
মূলত যে সব পরিসংখ্যান টুলস তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে ব্যবহার করা হয়েছে তা নিম্নরুপ:

নমিনাল এবং অর্ডিনাল চলক বিশ্লেষণে-

- ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্টিবিউশন (গনসংখ্যা নিবেশন) গ্রাফ ও চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন (সংখ্যা, অনুপাত ও শতকরা);
- পরিসংখ্যান (মিডিয়ান, মোড ইত্যাদি);
- ক্রস টেব্যুলেশন;
- হাইপোথিসিস টেস্টিং

কন্টিনিউয়াস ভেরিয়েবল

- পরিসংখ্যান (গড়, মধ্যক, প্রচুরক, এসডি, ভেরিয়েন্স, শতকরা ইত্যাদি);
- সচিত্র উপস্থাপন;
- কনফিডেন্স ইন্টারভেল (প্রয়োজনে);
- হাইপোথিসিস টেস্টিং (প্রয়োজনে);

গুনগত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ:

- তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ;
- তথ্য-উপাত্ত কে ধারণায় বিন্যস্ত করা;
- একটি ধারণার সাথে অন্যদের সম্পর্ক ও প্রভাব নির্ধারণ ;
- সংযোগ বিকল্প ব্যাখ্যা;
- প্রতিবেদনে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার;

সারণি ২.৫: গুনগত তথ্য বিশ্লেষণের ধাপ

ধাপ	শিরোনাম	দায়িত্ব
১	উপাত্ত সংগ্রহ	নির্বাচিত ব্যক্তিকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করা। উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি ছিল মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা (এফজিডি) ও নিবিড় সাক্ষাৎকার
২	স্ক্রিপ্ট প্রস্তুতকরণ	সংগৃহীত উপাত্ত বিস্তারিত লেখা স্ক্রিপ্ট আকারে রুপান্তরিত হয়েছে।
৩	অংশগুলো চিহ্নিতকরণ ও নির্ধারণ	গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি গবেষণার প্রশ্নাবলির সাথে প্রাসঙ্গিকভাবে বিভিন্ন অংশে চিহ্নিত করে লিখিত স্ক্রিপ্ট পাঠ করা হয়েছে, বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
৪	কোডিং, এডিটিং	নির্ধারিত অংশসমূহের সেটের মাধ্যমে কোডিং, এডিটিং সম্পন্ন হয়েছে।
৫	পুনর্বিবেচনা	নতুন ফলাফল খুঁজে পাওয়া, নির্ধারিত অংশসমূহের প্রেক্ষিতে স্ক্রিপ্টগুলো পর্যালোচিত হয়েছে।
৬	পুনরায় কোড করা	পর্যালোচিত স্ক্রিপ্টগুলোতে মতামত থাকলে কোডগুলো আবার দেখা হয়েছে। নতুন ফলাফলের প্রেক্ষিতে কোডিং, এডিটিং সংশোধিত হয়েছে।
৭	গণনা	গুনগত উপাত্ত গণনা অনুসরণ করে পুনরায় কোড করা হয়েছে।
৮	হাইরার্কিক্যাল শ্রেনি পদ্ধতি সৃষ্টি করা	মূল দলের সদস্যগনের চিন্তাভাবনা মাধ্যমিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে এরুপ কোডিং পদ্ধতি তৈরি করা হয়েছে। এ পদ্ধতির প্রয়োগ বিভিন্ন শ্রেনির মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে বড় সুযোগ সৃষ্টি করে।
৯	মেমো তৈরি	যখন মতামত ধারণাসমূহ পাওয়া গিয়েছে, এগুলো ধারণা হিসাবে লেখার জন্য অতিরিক্ত উপাত্ত হিসেবে বিশ্লেষণ করার জন্য স্মারকগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
১০	সম্পর্ক পরীক্ষণ উপাত্ত প্রদর্শন	সম্পর্ক পরীক্ষণ প্রক্রিয়া একটি মেট্রিক্সের আওতায় আনা হয়েছে, যা কিনা দেখায় কিভাবে বিভিন্ন ধারণাসমূহ সংযুক্ত হয় অথবা হতে পারে; কোন ফলাফলগুলো কোন কারণের সাথে যুক্ত।
১১	ফলাফল প্রতিস্থাপন বিশুদ্ধিকরণ	কর্মশালার শুদ্ধতা পরীক্ষণ, প্রাসঙ্গিক প্রক্রিয়ার অংশীজন ও ব্যক্তিবর্গের সাথে মিটিং এর মাধ্যমে ফলাফলের বৈধতা নিরুপণ করা হয়েছে।
১২	উপসংহারে উপনীত হওয়া	গুনগত উপাত্ত বিশ্লেষণ থেকে উপসংহার টানা হয়েছে এ বিষয় মনে রেখে ‘তথ্যাদি কতটা বিশ্বাসযোগ্য আর বিশুদ্ধ ছিলো’ ‘গবেষণা প্রশ্নমালার উত্তরের বিবৃতি থেকে হয়েছিলো’ অথবা ‘সেগুলো কতটা স্বতস্ফুর্ত’।

তৃতীয় অধ্যায়
প্রকল্পের সার্বিক ও অংগভিত্তিক (আর্থিক ও বাস্তব) বাস্তবায়ন

চাইল্ড সেনসিটিভ সোশ্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের অঙ্গসমূহ চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে: ১) প্রকল্প পরিচালনা ও মনিটরিং বাবদ খরচ, ২) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, সমাজসেবা অধিদফতর ও বেসরকারী সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দের দক্ষতা উন্নয়ন, ৩) শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা প্রদান এবং ৪) অন্যান্য সেবা (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, কাউন্সেলিং ইত্যাদি)। বিভিন্ন ধরণের তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে প্রকল্পের অগ্রগতি নিম্নে আলোচনা করা হলো:

৩.১ প্রকল্পের সার্বিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

তথ্য সমূহ পর্যালোচনা দেখা যায়, দ্বিতীয় সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমান ছিল ৬৪৫৭.৯৫ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে রাজস্ব (জিওবি) ব্যয়ের পরিমান ৪৮.২৯ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৬৪০৯.৬৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্প বাস্তবায়নে মোট ব্যয় হয়েছে ৬৩৬৭.৬৪ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে রাজস্ব ব্যয় হয়েছে ৪৭,৬৪ লক্ষ টাকা (৯৮.৬৫%) এবং প্রকল্প সাহায্য থেকে ব্যয় হয়েছে ৬৩২০.০০ লক্ষ টাকা (৯৮.৬০%)। এখানে উল্লেখ্য, শুধুমাত্র প্রকল্প পরিচালকের বেতন রাজস্ব থেকে দেয়া হয়েছে।

লেখচিত্র ৩.১: প্রকল্প সহায়তা ও রাজস্ব ব্যয়ের অগ্রগতি

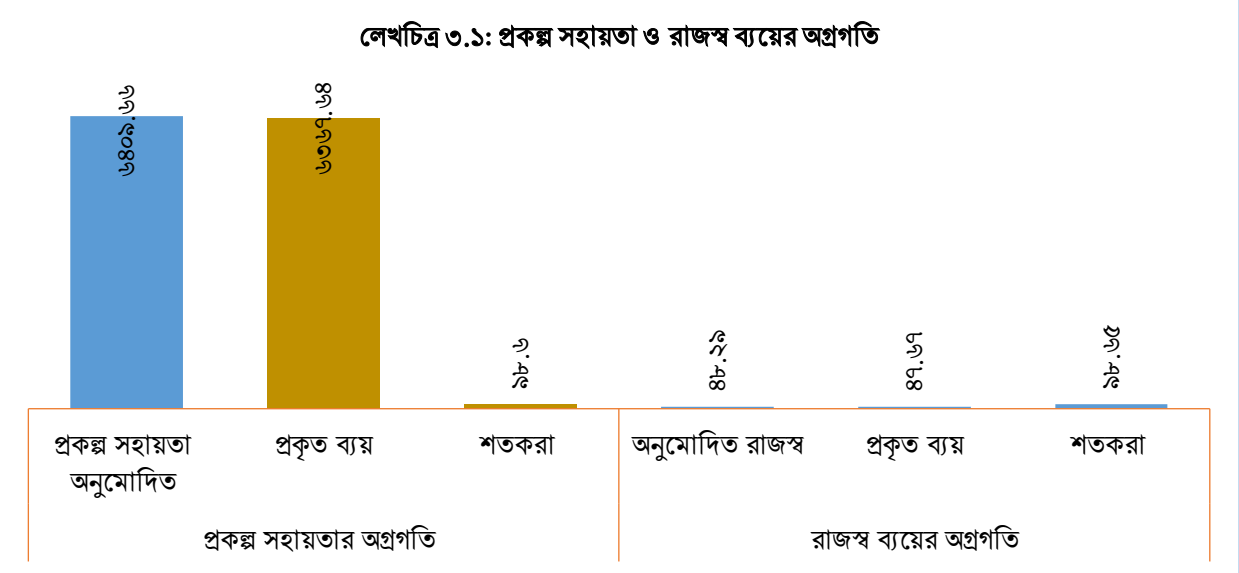

৩.২ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতির চিত্র

সারণি-৩.১ থেকে দেখা যায়, শিশুদের জন্য জরুরি এবং বিশেষ সামাজিক সুরক্ষা সেবা-ভৌত ৯১.৪% এবং আর্থিক ৯৮.৬%, পার্টনার এনজিও কর্তৃক বাস্তবায়িত উপকারভোগীদের জন্য সেবা- ভৌত ১১৩.২% এবং আর্থিক ১০০%, সরকারি অফিসার, NGOs কর্মকর্তা, পথশিশু ও কমিউনিটি সদস্যদের প্রশিক্ষণ ভৌত-৭২.৫% এবং আর্থিক ১০০% এবং নির্বাচিত পাইলট প্রতিষ্ঠানে শিশু বান্ধব পরিবেশ, রেফারেল ও নেটওয়ার্কিং উন্নতকরণ এবং কেস ব্যবস্থাপনা ও নূন্যতম সেবা এবং আইনি সহায়তা প্রদান-ভৌত ১০% ও আর্থিক ৯৭%। রেফারেল, নেটওয়ার্কিং এবং সিস্টেম উন্নতকরণের মাধ্যমে শিশুদের সামাজিক সুরক্ষা সেবা উন্নত করা-ভৌত ১০০% এবং আর্থিক ১০০%। সরেজমিনে পরিদর্শন ও অংশীজনের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, পার্টনার এনজিও কর্তৃক বাস্তবায়িত উপকারভোগীদের জন্য সেবায় ভৌত ১১৩.২% হয়েছে, এর মূল কারণ হলো-পথশিশুরা/সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা একে অপরের সহায়তায়/মাধ্যমে সেবা নিতে আসে, সুতরাং কোন কোন দিন এই সংখ্যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশী হয়ে যায়। অপরদিকে, নির্বাচিত পাইলট প্রতিষ্ঠানে শিশু বান্ধব পরিবেশ, রেফারেল ও নেটওয়ার্কিং উন্নতকরণ এবং কেস ম্যানেজমেন্ট ও নূন্যতম সেবা এবং আইনি সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে ভৌত অগ্রগতি মাত্র ১০% হয়েছে কারণ, আইনি সহায়তা প্রদান একটি দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি তাই লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক কম হয়েছে।

সারণি ৩.১ : প্রকল্পের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি

ক্রম #	টিপিপি অনুযায়ী অঙ্গের নাম	একক	লক্ষ্য (আরটিপিপি) অনুসারে		প্রকৃত অর্জন		Deviation এর কারণ
			আর্থিক	ভৌত (সংখ্যা)	আর্থিক	ভৌত (সংখ্যা)	
১	২	৩	৪		৫		
১	কর্মকর্তার বেতন (প্রকল্প পরিচালক)	এমএম	৪৮.২৯	৫৯ এমএম	৪৭.৬৪ ৯৮.৬৫	৫৯ এমএম	জাতীয় পে-স্কেল অনুযায়ী
২	পরামর্শক/বিশেষজ্ঞ-১	এমএম	৫২.৪৮	৪৪ এমএম	৫২.৪৮	৪৪ এমএম	
৩	বিভাগীয় সমন্বয়কারি-৪	এমএম	৫৫.০০	৯৬ এমএম	৫৫.০০	৯৬ এমএম	
৪	অর্থ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপক	এমএম	৪২.১২	৬৬ এমএম	৪২.১১ ৯৯.৯	৬৬ এমএম	নিয়োগ অনুযায়ী বেতন প্রদান
৫	কর্মসূচী কর্মকর্তা	এমএম	১০.৪৪	১৯ এমএম	১০.৪৪	১৯ এমএম	
৬	মনিটরিং ও ডকুমেন্টশন অফিসার	এমএম	১০.০৮	১৮ এমএম	১০.০৮	১৮ এমএম	
৭	অর্থ ও প্রশাসন সহযোগি ও কর্মসূচী সহযোগি	এমএম	৫৮.০০	১৩২ এমএম	৫৭.৯৯ ৯৯.৯	১৩২ এমএম	নিয়োগ অনুযায়ী বেতন প্রদান
৮	গাড়ি চালক	এমএম	২০.২১	৬৬ এমএম	২০.২১	৬৬ এমএম	
৯	বার্তাবাহক এবং নৈশ প্রহরী	এমএম	১৯.৮১	১২৮ এমএম	১৯.৮১	১২৮ এমএম	
১০	পরিচ্ছন্নতা কর্মী কাম আয়া	এমএম	৭.৯১	৬৬ এমএম	৭.৯১	৬৬ এমএম	
১১	মনো-সামাজিক কাউন্সেলর-৩	এমএম	১৭.৩৫	৫৭ এমএম	১৭.৩৫	৫৭ এমএম	
১২	সমাজ কর্মী-১৬	এমএম	৭৬.৫২	৩০৪ এমএম	৭৫.৩৭ ৯৮.৪	৩০০ এমএম ৯৮.৬	মার্চ ২০১৭, ১ জন ইস্তেফা দিয়েছে
১৩	বার্তাবাহক	এমএম	২.৯২	১৯ এমএম	২.৯২	১৯ এমএম	
১৪	সমাজ কর্মী-২৫	এমএম	১০৪.৫৯	৫২১ এমএম	১০৪.৫৯	৫২১ এমএম	
১৫	বার্তাবাহক (বিভাগীয় অফিস) -৪	এমএম	১২.১৫	৮৫	১২.১৪ ৯৯.৯	৮৫	নিয়োগ অনুযায়ী বেতন প্রদান
১৬	মনিটরিং এর জন্য যাতায়াত ভাতা	প্রয়োজন অনুযায়ী	৪৭.৬৫	প্রয়োজন অনুযায়ী	৪৬.০৯ ৯৬.৭	প্রয়োজন অনুযায়ী	যাতায়াত ভাতা বাবদ প্রকৃত খরচ
১৭	জ্ঞান ব্যবস্থাপনা, তথ্য ও প্রতিবেদন, ডকুমেন্টেশন ইত্যাদি	গাইড লাইন, কেস স্টাডি এবং মডিউল প্রিন্ট	১০২.৫২	গাইড লাইন, ৩০ টি কেস স্টাডি এবং ৩০০ মডিউল প্রিন্ট	১০২.৫২	গাইড লাইন, ৩০ টি কেস স্টাডি এবং ৩০০ মডিউল প্রিন্ট	ইউনিসেফ খরচ করেছে
১৮	অফিস ষ্টেশনারি	প্রয়োজন অনুযায়ী	৭.৫০	প্রয়োজন অনুযায়ী	৭.৫০	প্রয়োজন অনুযায়ী	
১৯	অফিস পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	প্রয়োজন অনুযায়ী	১১০.৬৬	প্রয়োজন অনুযায়ী	৮৮.০৩ ৭৯.৫	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রকৃত খরচ
২০	শিশুদের জন্য জরুরি এবং বিশেষ সামাজিক সুরক্ষা সেবা	শিশু	৩,৪৫১.০১	৩৭৬০০ শিশু	৩৪০৩.৬৯ ৯৮.৬	৩৪৩৬৫ শিশু ৯১.৩	

ক্রমিক #	টিপিপি অনুযায়ী অঙ্গের নাম	একক	লক্ষ্য (আরটিপিপি) অনুসারে		প্রকৃত অর্জন		Deviation এর কারণ
			আর্থিক	ভৌত (সংখ্যা)	আর্থিক	ভৌত (সংখ্যা)	
১	২	৩	৪		৫		
২১	পার্টনার NGOs কর্তৃক বাস্তবায়িত উপকারভোগীদের জন্য সেবা	শিশু	৮৭৪.৫৮	১৫১৭৩২ শিশু	৮৭৪.৫৮	১৭১৮৭৬ শিশু ১১৩.২৭	
২২	সরকারি অফিসার, NGOs কর্মকর্তা, পথ শিশু ও কমিউনিটি সদস্যদের প্রশিক্ষণ	কর্মকর্তা	৬৭৭.৩৭	৪২১৯ কর্মকর্তা	৬৭৭.৩৭	৩০৫৯ কর্মকর্তা ৭২.৪৫	
২৩	নির্বাচিত পাইলট প্রতিষ্ঠানে শিশু বান্ধব পরিবেশ, রেফারেল ও নেটওয়ার্কিং উন্নতকরণ এবং কেস ম্যানেজমেন্ট ও নূন্যতম সেবা এবং আইনি সহায়তা প্রদান	শিশু/ কর্মকর্তা	৫৫৩.৮১	১৩৬০১ শিশু/ কর্মকর্তা	৫৩৬.৮৩ ৯৬.৯	১৩৫১ শিশু/ কর্মকর্তা ১০.০	
২৪	রেফারেল ও নেটওয়ার্কিং এবং সিস্টেম উন্নতকরণের মাধ্যমে শিশুদের সামাজিক সুরক্ষা সেবা উন্নত করা	শিশু সুরক্ষা নেটওয়ার্ক/ কর্মকর্তা	৪০.৯৮	৩১৫ শিশু সুরক্ষা নেটওয়ার্ক/ ১৭৩০ কর্মকর্তা	৪০.৯৮	৩১৫ শিশু সুরক্ষা নেটওয়ার্ক/ ১৭৩০ কর্মকর্তা	
উপ-মোট			**৬,৪০৩.৯৫**		**৬৩১৩.৬৪**		
আর্থিক							
২৫	অফিস সরঞ্জাম, আসবাব পত্র (কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ফটোকপি, আইপিএস, প্রিন্টার)	প্রয়োজন অনুযায়ী	৫৪.০০	প্রয়োজন অনুযায়ী	৫৪.০০	প্রয়োজন অনুযায়ী	
উপ-মোট			**৫৪.০০**		**৫৪.০০**		
মোট (রাজস্ব +আর্থিক)			**৬,৪৫৭.৯৫**	**১০০%**	**৬,৩৬৭.৬৪ (৯৮.৬৮%)**	**৯৪.৫৫%**	

৩.৩ প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয়

প্রকল্পের মূল টিপিপি, সংশোধিত টিপিপি ও সমাপ্ত প্রতিবেদন (PCR-পিসিআর) পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, মূল টিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমান ছিল ১২৫৪৬.৮০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে জিওবির পরিমান ৩৯.২৪ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১২৫০৭.৫৬ লক্ষ টাকা। প্রথম সংশোধনের পর জিওবির পরিমান ০.৩৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয় কিন্তু প্রকল্প সহায়তার পরিমান একই ছিল। দ্বিতীয় সংশোধনের পর জিওবি'র পরিমান আরো ৮.৭ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয় এবং অপরদিকে প্রকল্প সাহায্য কমিয়ে ৬০৯৭.৯ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয় অর্থাৎ ৪৮.৬০% টাকা হ্রাস করা হয়। প্রকল্পটির মেয়াদ যেহেতু ৬ মাস বৃদ্ধি করা হয়েছে, সুতরাং প্রকল্প পরিচালকের বেতন বাবদ জিওবি'র টাকার পরিমান বাড়ানো হয়েছে।

লেখচিত্র ৩.২ প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয়ের চিত্র

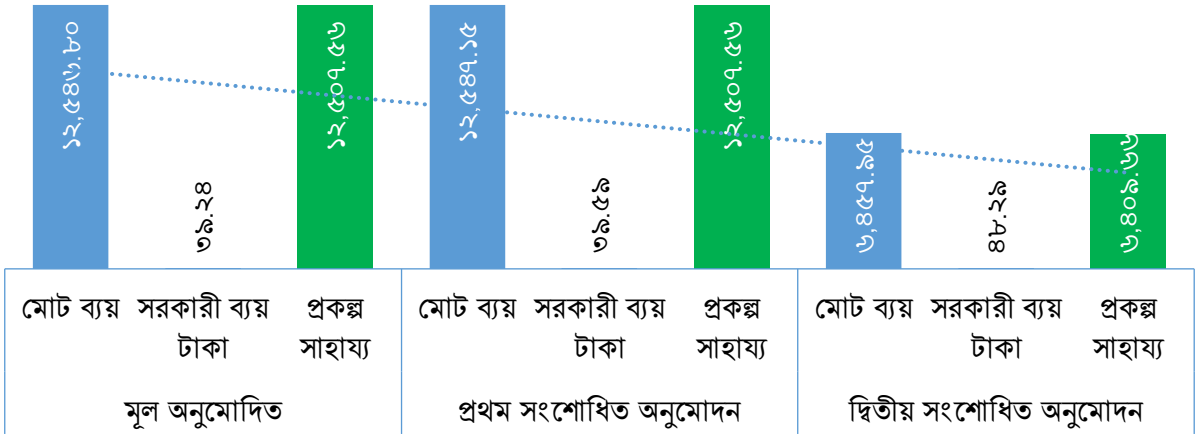

৩.৩.১- ১ম সংশোধন: জাতীয় বেতন স্কেল অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালকের বেতন ভাতাদি প্রদানের নিমিত্ত জিওবি খাতে ব্যয় বৃদ্ধি এবং Installation of Child Protection information Managent System (CPIMS) কার্যক্রম দৃঢ়করণ, সংশ্লিষ্টদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বিশেষজ্ঞ নিয়োগ, ৯টি নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান পরীক্ষামূলক কার্যক্রম সুদৃঢ়করণের নিমিত্ত ১৩ জন সমাজকর্মী এবং ৯ জন মনো-সামাজিক কাউন্সেলর নিয়োগ, শিশু আইন ২০১২ বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রবেশন অফিসারদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, নির্বাচিত এলাকার শিশুকল্যান বোর্ডের প্রতিনিধিদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, অর্থ সহায়তা কার্যক্রম সুদৃঢ়করণের নিমিত্ত ১৭ জন সমাজকর্মী নিয়োগ, ৩জন অফিসার নিয়োগ এবং কয়েকটি পদের পদবি পরিবর্তনসহ আরও কয়েকটি কারণে ১২৫৪৭.১৫ লক্ষ (জিওবি ৩৯.৫৯ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য ১২৫০৭.৫৬ লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২৪.০৯.২০১৪ তারিখে প্রকল্পের ১ম সংশোধন অনুমোদিত হয়েছে।

২য় সংশোধন: ইউনিসেফ, প্রকল্প কর্মকর্তা এবং ইউনিসেফ এর চাইল্ড প্রটেকশন সেকশন এর প্রধান জিন লাইবার লেখা বিগত ৮.১২.২০১৬ চিঠির আলোকে জানা যায় যে সিএসপিবি প্রকল্পটি ইউনিসেফ ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এর সাথে শর্ত ছিল যে ইউনিসেফ তার বিভিন্ন উৎস থেকে অঙ্গীকারকৃত অর্থ সহায়তা পেলেই এই প্রকল্পের প্রাক্কলিত অর্থ সহায়তা দেয়া হবে। সুতরাং ইউনিসেফ তার অঙ্গীকারকৃত অর্থ সহায়তা না পাওয়ায় পরিকল্পিত অর্থ ছাড় দেয়া সম্ভব হয় নাই। ফলে, বিগত ৩০ অক্টোবর ২০১৬ তারিখ জনাব নুরুজ্জামান আহমেদ, এম.পি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, এর সভাপতিত্বে সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্প ২য় সংশোধণ করা হয়। এই প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ি অর্থায়নকারী সংস্থা হতে ছাড় না করার কারণে প্রকল্প সাহায্য হ্রাস ও প্রকল্পের মেয়াদ ৬ মাস বৃদ্ধি করে মোট ৬, ৪৫৭.৯৫ লক্ষ (জিওবি ৪৮.২৯ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ৬৪০৯.৬৬ লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১২ হতে জুন ২০১৭ মেয়াদে প্রকল্পের ২য় সংশোধনী করা হয়েছে।

৩.৪ বছর অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়ের চিত্র

সারণি ৩.২ বছর অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়ের চিত্র

আর্থিক বছর	সংশোধিত বরাদ্দ এবং লক্ষ্যমাত্রা				টাকা ছাড়করণ	ব্যয় ও ভৌতিক অগ্রগতি			
	মোট	টাকা	পিএ	ভৌত (%)		মোট	টাকা	পিএ	ভৌত (%)
২০১২-২০১৩	১৩০৮.০০	৮.০০	১৩০০.০০	২০.০০	৭.৭০	১৩০৬.৮৬	৬.৮৬	১৩০০.০০	২০.৫০
২০১৩-২০১৪	১৬০৬.৭৯	৬.৭৯	১৬০০.০০	২৪.৫০	৭.০১	১৬০৬.৭৯	৬.৭৯	১৬০০.০০	২৫.২০
২০১৪-২০১৫	১৭০৮.০০	৮.০০	১৭০০.০০	২৬.১০	৭.৮৬	১৭০৭.৮৬	৭.৮৬	১৭০০.০০	২৬.৮০
২০১৫-২০১৬	১২১৩.০০	১৩.০০	১২০০.০০	১৮.৫০	১১.৭৯	১০৩১.৭৯	১১.৭৯	১০২০.০০	১৬.২০
২০১৬-২০১৭	৭১৫.০০	১৫.০০	৭০০.০০	১০.৯০	১৪.৯৯	৭৪১.৩৪	১৪.৩৪	৭০০.০০	১১.২০
মোট	**৬৫৫০.৭৯**	**৫০.৭৯**	**৬৫০০.০০**	**১০০**	**৪৯.৩৫**	**৬৩৬৭.৬৪**	**৪৭.৬৪**	**৬৩২০.০০**	**১০০**

উৎস: চাইল্ড সেনসিটিভ সোশ্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পটি পিসিআর, ২০১৭

৩.৫ শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা

জানুয়ারি ২০১২ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত UNDAF ভুক্ত জেলা সমূহে ও 'রানা প্লাজা' ভবন ধ্বসে নিহত পিতৃ-মাতৃহীন পরিবারের ১৩৩ জন সহ মোট ৪৩৩৪ জন দু:স্থ ও সামাজিক সুবিধাবঞ্চিত শিশুকে শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা কার্যক্রমভুক্ত প্রতিটি শিশুকে মাসিক ২০০০/-টাকা হারে ১৮ মাসে মোট ৩৬,০০০ টাকা ৩ সমান কিস্তিতে (প্রতি কিস্তিতে ১২,০০০/-টাকা) প্রদান করা হয়। শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য ছিল:

শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা শর্তসমূহ

- বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি;
- বাল্য বিবাহ না দেয়া;
- শিশুশ্রমে নিয়েজিত না করা;

৩.৬ শিশুর সহায়তায় টোল ফ্রি ফোন চাইল্ড হেল্পলাইন

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়নের নিমিত্তে দেশে "শিশু আইন ২০১৩" অনুমোদন হওয়ার পর উক্ত আইনের বিধান অনুসারে সারাদেশ ব্যাপী চাইল্ড হেল্পলাইন কার্যক্রম চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদফতরের তত্বাবধানে সিএসপিবি প্রকল্পের মাধ্যমে ইউনিসেফ এর সহায়তায় সমাজসেবা অধিদফতরের ৮ম তলায় টোল ফ্রি ফোন চাইল্ড হেল্পলাইন এর কল সেন্টার স্থাপন করা হয়। উক্ত কল সেন্টারে ১০ টি লাইন/চ্যানেল রয়েছে। সরকারি ও সাপ্তাহিক ছুটির দিনসহ ২৪ ঘন্টাই কল সেন্টারের কার্যক্রম চালু থাকে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭ অক্টোবর ২০১৬ সালে চাইল্ড হেল্পলাইন "১০৯৮" এর শুভ উদ্বোধন করেন। চাইল্ড হেল্পলাইনে মোট ১৫ টি বিষয়ে ফোন করা যায় (এক একটি কারণের আবার ৫-৮টি উপ-কারণ আছে)।

কল সেন্টারে যে সকল বিষয়ে বেশী ফোন আসছে তা হলো: বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম, শিশু নির্যাতন, শিশু পাচার ও শিশু অধিকার লংঘন ইত্যাদি। এছাড়া বিভিন্ন ধরণের তথ্য ও কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হয়। বিষয় সমূহ পাশে দেখানো হলো।

যে সকল বিষয়ে প্রধানত ফোন করা যায়:

- *শিক্ষা বিষয়ক*
- *শোষণ ও নির্যাতন*
- *বানিজ্যিক শোষণ*
- *বৈষম্য*
- *পরিবারিক সম্পর্ক*
- *এইচআইভি/এইডস সংক্রমন ও আক্রান্ত*
- *পরিবারবিহীন শিশুর তথ্য*
- *আইনি সহায়তা*
- *পিয়ার/সাথি/বন্ধুর সাথে সম্পর্ক*
- *স্বাস্থ্য বিষয়ক*
- *আর্থ সামাজিক ও মানসিক স্বাস্থ্য*
- *যৌনতা ও যৌন বিষয়ে সচেতনতা*
- *শিশু বিষয়ে যে কোন তথ্য*
- *অতি উৎসাহী*
- *নিরবতা সম্পর্কে*

চাইল্ড হেল্পলাইনে প্রকল্পকালীন সময়ে ১০,৭,৪৮১ জনকে সেবা প্রদান করা হয়েছে। টোল ফ্রি ফোন চাইল্ড হেল্পলাইনের মাধ্যমে সেবা দেয়ার ফলে শিশু এবং যুবদের উপর যে প্রভাব পড়েছে তা হলো:

- ১৮ বছরের কম বয়সের ৮৮৮ জন শিশুর বিবাহ বন্ধ করা হয়েছে;
- ৬৬৬ জন শিশুকে বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ স্থান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে যেমন; পুলিশের নিকট থেকে, বাস ষ্টেশন, রেল ষ্টেশন, লঞ্চঘাট, বিভিন্ন বাজার, ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম থেকে উদ্ধার করে ডিআইসি ও জরুরি রাত্রিকালিন আশ্রয় কেন্দ্রে রেফার করা হয়েছে। ফলে তাদের ঝুঁকি হ্রাস পেয়েছে।
- ৪৭৯৫ জন শিশুকে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় রেফার করার ব্যবস্থা করা হয়েছে
- ৪৩০ জন শিশুকে সেফহোমে রেফার করার ব্যবস্থা করা হয়েছে, ফলে তাদের ঝুঁকি হ্রাস পেয়েছে এবং সুরক্ষা নিশ্চিত হয়েছে
- শিশু ও পিতা-মাতাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য ১২২৩ জনকে মনো-সামাজিক কাউন্সেলিং সেবা/পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

লেখচিত্র ৩.৩: টোল ফ্রি চাইল্ড হেল্পলাইন এর মাধ্যমে সেবার প্রভাবসমূহ

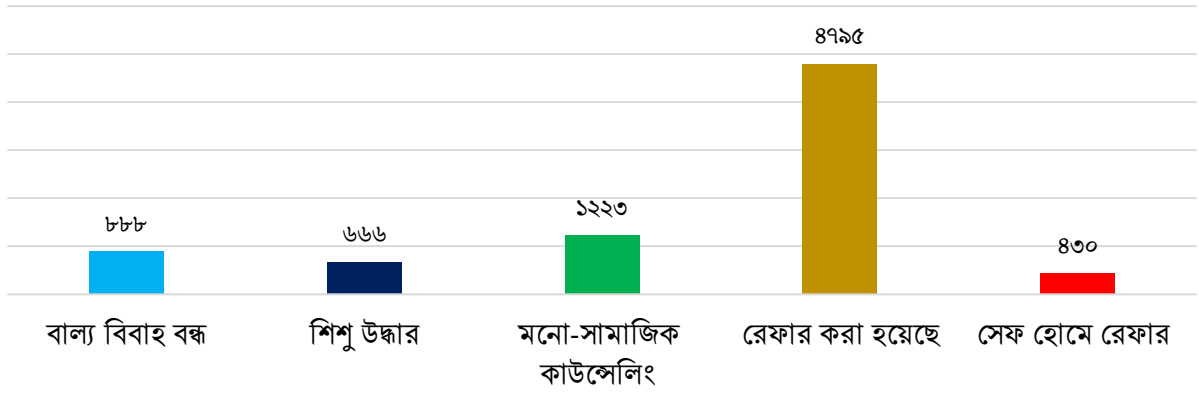

৩.৭ দক্ষতা উন্নয়ণ প্রশিক্ষণ সম্পর্কে তথ্য

শিশু আইন ২০১৩ অনুযায়ী দেশের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সেবা প্রদান ও শিশু সুরক্ষামূলক কাজের সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্ত মাঠ পর্যায়ে সমাজসেবামূলক কার্যক্রমের সাথে জড়িত সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মৌলিক সমাজসেবা প্রশিক্ষণ ও পেশাগত সমাজসেবা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে:

সারণি ৩.২ থেকে দেখা যায় ১২৯১ জন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তাগন মৌলিক সমাজসেবা প্রশিক্ষণ (BSST) পেয়েছেন, এদের মধ্যে ১০৭২ সরকারি কর্মকর্তা এবং ২১৯ জন বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারিদের মধ্যে ৫১৪ জন নারী এবং ৭৭৭ জন পুরুষ। এই প্রশিক্ষণের সময়কাল ছিল ২ সপ্তাহ। অন্যদিকে, ১২০৫ জন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তাগন পেশাগত সমাজসেবা প্রশিক্ষণ (PSST) পেয়েছেন, এদের মধ্যে ৯৯৯ সরকারি কর্মকর্তা এবং ২০৬ জন বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারিদের মধ্যে ৪৫৩ জন নারী এবং ৭৫২ জন পুরুষ। এই

প্রশিক্ষণের সময়কাল ছিল ৪ সপ্তাহ। প্রশিক্ষণে গ্রহণকারীদের সাথে ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় জানা যায় যে প্রশিক্ষণের ফলে তাদের কাজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের প্রভাব পড়েছে, যেমন:

- প্রশিক্ষণের পর তাদের কাজের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে
- শিশুদের সাথে কাজের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে
- শিশুদের সহমর্মিতার দৃষ্টিতে সেবা করার মানসিকতা তৈরী হয়েছে
- সঠিক ভাবে ডকুমেন্টেশন করতে পারে
- পরিবারিক কাউন্সেলিং করার দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কাউন্সিলিং করছে
- কেসস্টাডি লিখতে পারে
- কেস ব্যবস্থাপনার ফর্ম পুরণ করতে পারছে এবং শিশুদের ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও নিরুপন করতে পারছে

লেখচিত্র ৩.৪: বিএসএসটি এবং পিএসএসটি ট্রেনিং গ্রহণকারী সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাগন

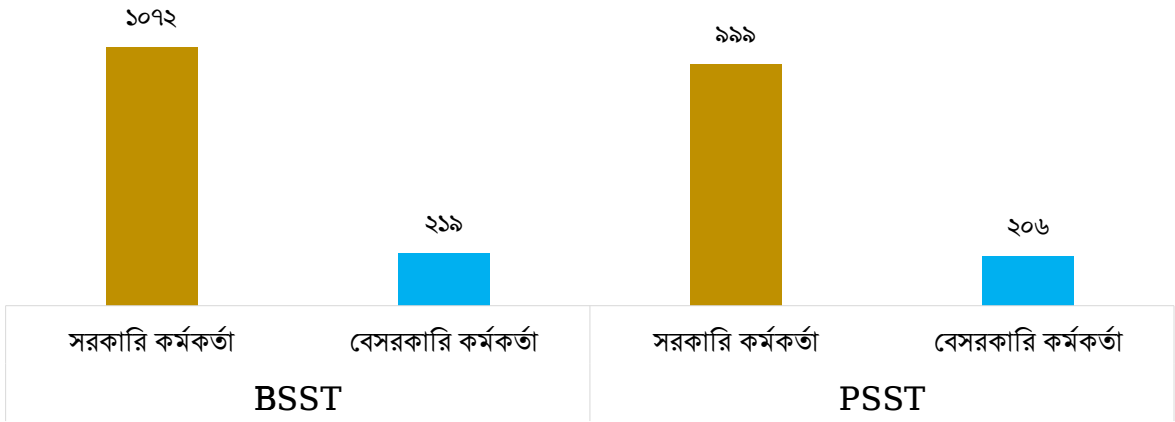

অনলাইন কেস ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ: সমাজসেবা অধিদফতর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার মোট ৩৩১ জন প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে মোট ৩৩১ জন কর্মকর্তা ও সমাজকর্মীকে (পুরুষ-২১৫, মহিলা ১১৬) ১৮ টি ব্যাচের মাধ্যমে ৫দিন ব্যাপী অনলাইন কেস ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং সকল প্রশিক্ষণার্থীদের ল্যাপটপ, ট্যাব, মডেম ও সিম প্রদান করা হয়েছে।

ব্যবস্থাপনা সমাজ সেবা প্রশিক্ষণ: সমাজসেবা অধিদফতর, মহিলা বিষয়ক অধিদফতর ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমী এর মাঠ পর্যায়ের মোট ২৩ জন প্রথম শ্রেনির কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার ৩জন কর্মকর্তাসহ মোট ২৬জনকে ২০ দিনব্যাপী ব্যবস্থাপনা সমাজসেবা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৩.৮ ডিআইসি, উন্মুক্ত বিদ্যালয়, শিশুবান্ধব স্থান এবং জরুরি রাত্রিকালিন আশ্রয়: এসব স্থান হলো শহরাঞ্চলে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের বিচরণের এলাকা। এই সকল কেন্দ্র নির্বাচন করা হয় যেখানে বস্তিবাসী শিশু, শ্রমে নিয়োজিত শিশু, স্কুল থেকে ঝরে পড়া শিশুদের শিশুবান্ধব পরিবেশে শারিরীক, মানসিক এবং বুদ্ধি বৃত্তিক সহায়ক সেবাসমূহ সহজে গ্রহণ করতে পারে এবং শিশুরা নিজেকে বিকশিত করতে পারে। প্রকল্পকালীন সময়ে মোট ৪,৩৩৪ টি শিশুর পরিবারকে শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা দেয়া হয়েছে। এই সহায়তার ক্ষেত্রে মোট তিনটি শর্ত পূরণ সাপেক্ষে অর্থ দেয়া হয়েছে, শর্তসমূহ: ক. শিশুকে বাল্যবিবাহ দেয়া যাবে না, খ. শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োগ করা যাবে না এবং গ. শিশুকে নিয়মিত বিদ্যালয়ে পাঠাতে হবে। প্রত্যেকটি শিশুর পরিবারকে তিন কিস্তিতে মোট ৩৬,০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। এই তিন কিস্তি প্রায় ১৮ মাস সময় ব্যাপি দেয়া হয়েছে। যদি কোন পরিবার প্রথম কিস্তি গ্রহণ করার পর তিনটি শর্তের যে কোন একটি শর্ত ভঙ্গ করেছে তবে তাদেরকে আর দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেয়া হয় নাই। তদ্রুপ, ২য় কিস্তি পাবার পরে যদি কোন একটি শর্ত ভঙ্গ করেছে তবে তাদেরকে আর ৩য় কিস্তির টাকা দেয়া হয় নাই। চিত্র থেকে দেখা যায়, ৪৮২৪ জন শিশুকে তাদের সমস্যার আলোকে

বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় রেফার করা হয়েছে। বিভিন্ন কারণে হারিয়ে যাওয়া ২৪০৮ জন শিশুকে তাদের পরিবারে পুন:একত্রীকরণ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, ১০৫৮৪ জন সুবিধাবঞ্চিত পথশিশুর জন্মনিবন্ধন করা হয়েছে।

লেখচিত্র ৩.৫: ডিআইসি, উন্মুক্ত বিদ্যালয় ও শিশুবান্ধব স্থান এর সেবা সমূহ

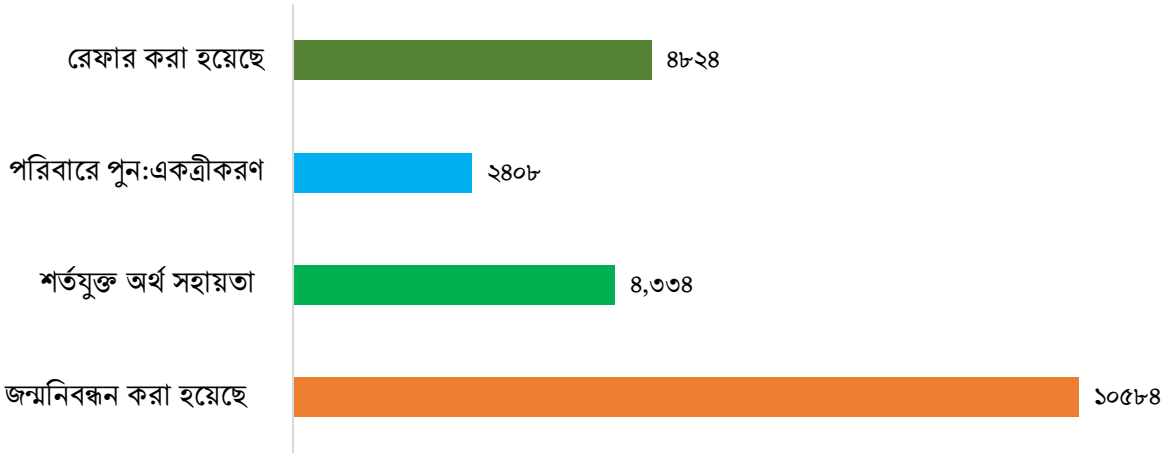

৩.৯ শিক্ষা সম্পর্কে তথ্য: শিশুরা ডিআইসি, উন্মুক্ত বিদ্যালয়, শিশু বান্ধব স্থান এবং জরুরি রাত্রিকালিন সেবা গ্রহণের জন্য ভর্তি হলে শিশুদের সক্ষমতা অনুযায়ী উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য তালিকাভুক্ত ও শ্রেনিভুক্ত করা হয়। চিত্র ৩.৫ থেকে দেখা যায় ৩৪২৯০ জন শিশুকে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য তালিকাভুক্ত এবং উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এই সকল শিক্ষার ক্ষেত্রে ইউনিসেফ কর্তৃক প্রণিত কারিকুলাম অনুসরণ করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য, বয়স ১৮ বছরের নিচে এবং অন্যান্য শর্ত পূরণ হলেই শিশু সক্ষমতা অনুযায়ী উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করে ৮০১৮ জন শিশু গ্রাজুয়েশন হয়েছে (পাশ করেছে), এদের মধ্যে ৫০৩৯ জন শিশু আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করছে।

লেখচিত্র ৩.৬: সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা সম্পর্কে তথ্য

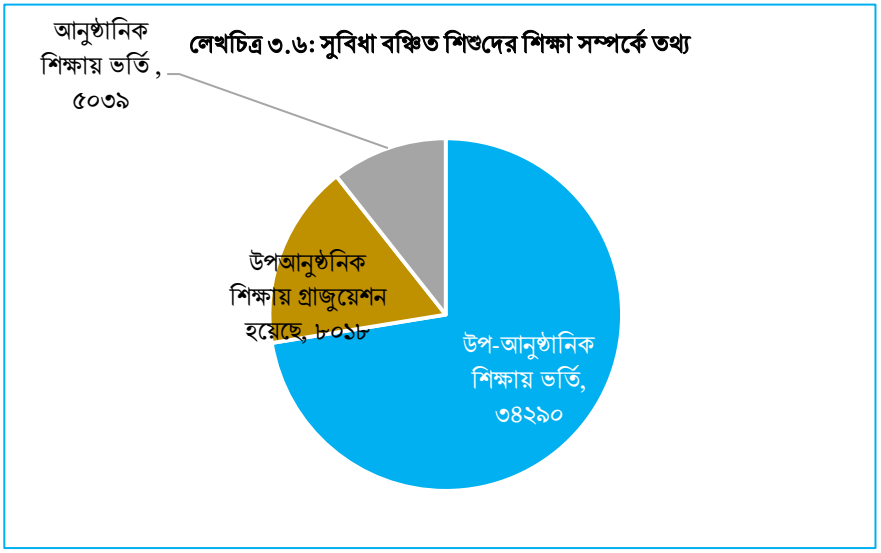

৩.১০ স্বাস্থ্য ও মনো-সামাজিক কাউন্সেলিং সেবা

প্রত্যেকটি শিশুকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য একজন মেডিকেল সহকারি সার্বক্ষণিক সেবা প্রদান করেছে। সারণি থেকে দেখা যায় ২৩,৬৪৮ জন শিশুকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা দেয়া হয়েছে। এদের মধ্যে প্রায় ২৫% শিশুকে উন্নত সেবা দেয়ার জন্য বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকে রেফার করা হয়েছে। ১৮,২৭৫ জন শিশুকে দক্ষ ও অভিজ্ঞ কাউন্সেলর দ্বারা মনো-সামাজিক কাউন্সেলিং সেবা দেয়া হয়েছে।

লেখচিত্র ৩.৭: স্বাস্থ্য ও মনো-সামাজিক কাউন্সিলিং

৩.১১ জীবন দক্ষতামূলক শিক্ষা ও কারিগরি প্রশিক্ষণ

শিশুদের বিশেষ করে যুবদের জন্য জীবন দক্ষতামূলক সেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সকল সেশনে যে সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে: বয়:সন্ধিকালের পরিবর্তন সমূহ, এই সময় করণীয়, প্রতিকূল পরিবেশে মানিয়ে নেয়ার কৌশল, যৌননির্যাতন, শিশু বিবাহের কুফল ইত্যাদি। সারণি থেকে দেখা যায় ৩৪,৭২৬ জন যুবকে জীবন দক্ষতামূলক সেশনে অংশগ্রহণ করেছে। অপরদিকে, ৭৮৬ জন যুবদের (১৪ বছর এবং এর বেশী) কারিগরি শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যার উদ্দেশ্য ছিল যুবরা যাতে কারিগরি শিক্ষা সমাপ্ত করার পর তাদের বয়স উপযোগী ঝুঁকিহীন কাজ করে স্বাবলম্বী হতে পারে এবং আয়ের সাথে যুক্ত হতে পারে। পাশাপাশি, ৬৮৫ জন যুবদের অন দি জব ট্রেনিং প্রদান করা হয়েছে।

লেখচিত্র ৩.৮: জীবন দক্ষতামূলক শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা সম্পর্কে তথ্য

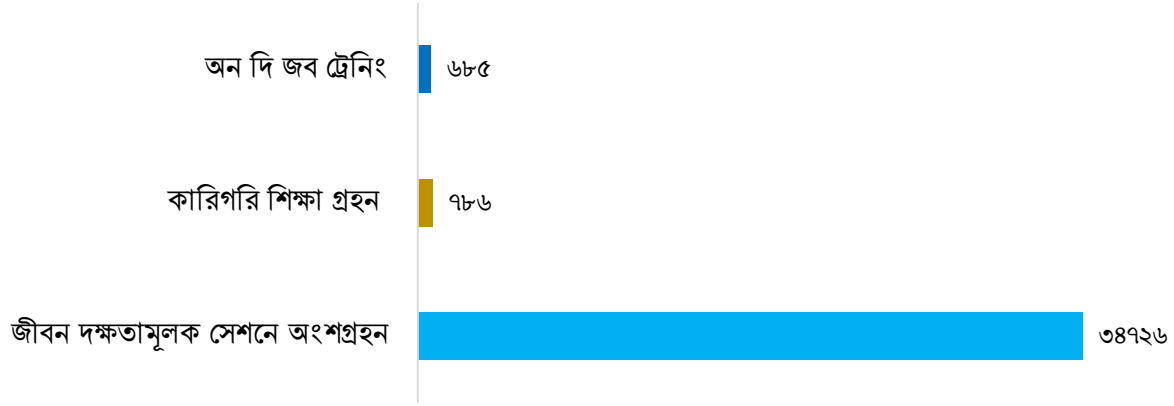

৩.১২ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত মোট ৬ জন প্রকল্প পরিচালক নিযুক্ত হয়েছেন। এদের মধ্যে একজন বিভিন্ন মেয়াদে তিনবার দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রথম প্রকল্প পরিচালক জুলাই ২০১২ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ (৩ মাস) পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেছেন। পরবর্তীতে অন্য একজন ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ হতে ৫ নভেম্বর ২০১২ (২ মাস) দায়িত্ব পালন করেন। এর পর, প্রথম প্রকল্প পরিচালক পুন:রায় ৫ নভেম্বর ২০১২ দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। তিনি উপসচিব থেকে যুগ্ম সচিবে পদায়ন হন এবং তৃতীয়বারের মত ফেব্রুয়ারী ২০১৫ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। সবশেষ, প্রকল্প পরিচালক মার্চ ২০১৫ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত দায়িত্বে ছিলেন। প্রকল্প পরিচালকগনের দায়িত্ব পালনের সময়কাল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কোন কোন প্রকল্প পরিচালক দায়িত্ব পালন করেছেন: ২ মাস এবং ৩ মাস। প্রকল্প পরিচালকগন দায়িত্ব গ্রহণ করে প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু করার পূর্বেই চলে গেছেন। সংশ্লিষ্ট প্রকল্পটির প্রকল্প পরিচালক হিসাবে বিভিন্ন সময় যারা দায়িত্ব পালন করেছেন তাদের নাম, পদবি, দায়িত্বের প্রকৃতি এবং দায়িত্ব পালনের সময়কাল নিম্নে ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো:

প্রকল্পের দায়িত্ব পালনকারী জাতীয় প্রকল্প পরিচালকগণের তথ্য:

নাম	পদবি	পূর্ণ কালীন	খন্ড কালীন	তারিখ	
				যোগদান	বদলি
মো: ওমর ফারুক	উপসচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	হ্যাঁ		২.৭.১২	২৭.৯.১২
এবিএম শফিকুল হায়দার	উপ প্রধান, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়		হ্যাঁ	২৭.৯.১২	৫.১১.১২
মো: ওমর ফারুক	উপসচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	হ্যাঁ		৫.১১.১২	১২.৯.১৩
মো: ওমর ফারুক	যুগ্ম সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	হ্যাঁ		১২.৯.১৩	৫.২.১৫
একেএম খায়রুল আলম	যুগ্মসচিব, পরিচালক, অর্থ ও প্রশাসন, সমাজসেবা অধিদপ্তর		হ্যাঁ	৫.২.১৫	৪.৩.১৫
মো: মজিবুর রহমান	যুগ্মসচিব,	হ্যাঁ		৪.৩.১৫	সমাপ্ত পর্যন্ত

সূত্রঃ পিসিআর

প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের নির্ধারিত নীতিমালা অনুসরণ করা প্রয়োজন। প্রয়োজনে প্রকল্পের ক্ষেত্রে আলাদা নীতিমালা তৈরী করা প্রয়োজন। অন্যথায়, প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব হবে না। এক্ষেত্রে অর্থ ও সময় দুটোই অপচয় হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা

টিপিপি ও সংশোধিত টিপিপিতে বর্ণিত ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের মালামাল ক্রয়ের/সংগ্রহের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM) উল্লেখ আছে। প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার সময় ইউনিসেফ এর Procurement এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা ও দলিলাদি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ইউনিসেফ তার নিজস্ব পলিসি অনুসরণ করে মালামাল ক্রয় করেছে। উল্লেখ্য, ইউনিসেফ তার গ্লোবাল নীতি অনুসরণ করে বাংলাদেশ সরকারের সাথে ১৯৯০ সালে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তির ধারা (ক্রয় কার্যক্রমের) অনুসারে-মূল উদ্দেশ্য ছিল ইউনিসেফ এর অর্থায়নে সরকারের সাথে যে সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে তার সকল ধরণের ক্রয় ইউনিসেফ করবে। শুধুমাত্র ২৫০ ডলারের কম বাজেটের ক্রয় করা হলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প ক্রয় করতে পারবে (পিপিআর-২০০৮ অনুসারে)। আরটিপিপিতে বর্ণিত ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ইউনিসেফ তার নিজস্ব পলিসি অনুসরণ করে মালামাল ক্রয় করেছে। অতএব ক্রয় কার্যক্রম স্বচ্ছ ও ত্রুটিমুক্ত হয়েছে।
অনুমোদিত ক্রয় এর বিপরীতে অগ্রগতি নিম্নের সারণি ৪.১ এ উল্লেখ করা হ'ল-

সারণি ৪.১: ক্রয় কার্য পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন এর চিত্র [লক্ষ টাকায়]

অর্থবছর	টিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্য মাত্রা		এডিপি বরাদ্দ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি		মন্তব্য
	কাজ	পরিমান		পরিমান	আর্থিক	
২০১২-২০১৩	অফিস আসবাবপত্র, কম্পিউটার, ফটোকপি মেশিন, আইপিএস, প্রিন্টার, ল্যাপটপ ইত্যাদি	প্রয়োজন অনুযায়ী	৪০.০০	এক্সিকিউটিভ টেবিল, চেয়ার, ফাইল কেবিনেট-৫, কম্পিউটার-৩, স্কানার, এসি-৩, সোফাসেট, ল্যাপটপ-২, জেনারেটর	৪০.০০	প্রদত্ত মালামাল অর্থায়নকারী সংস্থা ইউনিসেফ হতে সরবরাহ করা হয়েছে
২০১৩-২০১৪	অফিস আসবাবপত্র, কম্পিউটার, ফটোকপি মেশিন, আইপিএস, প্রিন্টার, ল্যাপটপ ইত্যাদি	প্রয়োজন অনুযায়ী	১৪.০০	এক্সিকিউটিভ চেয়ার-৫, কনফারেন্স টেবিল-১২ এবং চেয়ার-৬৭,ভিজিটর চেয়ার-৩, টেবিল-২, ক্যামেরা, এসি-৩, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	১৪.০০	
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়			**৫৪.০০**	**প্রকৃত ব্যয়**	**৫৪.০০**	

পঞ্চম অধ্যায়

প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা

৫.১ প্রকল্পের কর্ম-পরিকল্পনা ও অর্জন

প্রকল্পের কর্ম-পরিকল্পনা ও অর্জনসমূহ নিম্নের সারণি ৫.১ এ উল্লেখ করা হ'ল।

সারণি ৫.১: প্রকল্পের কর্ম-পরিকল্পনা ও অগ্রগতি

কর্ম-পরিকল্পনা	অর্জন
ট্রেনিং:{সরকারি, (বেসরকারি-NGO) কর্মকর্তা, পথশিশু ও কমিউনিটির সদস্য} ▪ মৌলিক সমাজসেবা প্রশিক্ষণ-১২৯১ জন; ▪ পেশাগত সমাজসেবা প্রশিক্ষণ-১২০৫ জন; ▪ মাষ্টার ট্রেইনার (টিওটি)-৪২ জন; ▪ ব্যবস্থাপনা সমাজসেবা প্রশিক্ষণ-২৬ জন; ▪ অনলাইন কেস ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ-৩৩১ জন; ▪ কেস ম্যানেজমেন্ট, শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা, শিশু উন্নয়ন, জীবন দক্ষতা বিষয়ে টিওটি এবং অনলাইন কেস ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ, কোড অব কন্ডাক্ট-৮৬৪ জন;	▪ ১২৯১ জন মৌলিক সমাজসেবা প্রশিক্ষণ পেয়েছে; ▪ ১২০৫ জন পেশাগত সমাজসেবা প্রশিক্ষণ পেয়েছে; ▪ ৪২ জন মাষ্টার ট্রেইনার (টিওটি) পেয়েছে; ▪ ব্যবস্থাপনা সমাজসেবা প্রশিক্ষণ পেয়েছে-২৬ জন; ▪ ৩৩১ জন অনলাইন কেস ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ পেয়েছে; ▪ কেস ম্যানেজমেন্ট, শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা, শিশু উন্নয়ন, জীবন দক্ষতা বিষয়ে টিওটি এবং অনলাইন কেস ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ, কোড অব কন্ডাক্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছে-৮৬৪ জন;
শিশুদের জন্য জরুরি এবং বিশেষ সামাজিক সুরক্ষা সেবা কার্যক্রম: ▪ ৬টি ডিআইসির মাধ্যমে ১৬৯৮৫ জন পথশিশুদের সেবা প্রদান; ▪ ৭৬৩৩ জন পথশিশুকে চারটি জরুরী রাত্রিকালিন আশ্রয় কেন্দ্র থেকে সেবা প্রদান; ▪ ৪৩৩৪ জন শিশু পরিবারকে শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা প্রদান; ▪ রেফারেল, পুন:একত্রীকরণ, ডিআইসি, রাত্রিকালিন আশ্রয় ইত্যাদি সেবা দেয়া হবে ৫৭০০ জনকে;	▪ ১৬৯৮৫ জন পথ শিশুকে ৬টি ডিআইসির মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়েছে; ▪ ৭৬৩৩ জন পথশিশুকে চারটি জরুরী রাত্রিকালিন আশ্রয় স্থান এর মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়েছে; ▪ ৪৩৩৪ জন মাতা-পিতাহীন সুবিধাবঞ্চিত শিশু পরিবারকে শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা দেয়া হয়েছে; ▪ ৫৭০০ শিশুকে রেফারেল, পুন:একত্রীকরণ, ডিআইসি, রাত্রিকালিন আশ্রয় ইত্যাদি মাধ্যমে সেবা দেয়া হয়েছে;
উপকারভোগীদের জন্য সেবা কার্যক্রম: ▪ চাইল্ড হেল্পলাইন ১০,৭৪৮১ জনকে সেবা প্রদান; ▪ শিশুবান্ধব পরিবেশ/স্থানের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান ৩০,৫২৫ জন; ▪ উন্মুক্ত বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান-৫৬৩০;	▪ ১০,৭৪৮১ শিশুকে চাইল্ড হেল্পলাইন এর মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়েছে; ▪ ৩০,৫২৫ শিশুকে শিশু বান্ধব পরিবেশ/স্থানের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে; ▪ উন্মুক্ত বিদ্যালয়ের মাধ্যমে ৫৬৩০ শিশুকে শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে;
রেফারেল ও নেটওয়ার্কিং এবং পদ্ধতির মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা সেবা উন্নত করা ▪ শিশু সুরক্ষা নেটওয়ার্ক গঠন-৪০ টি; ▪ কমিউনিটি ভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটি গঠন-২২০ টি; ▪ শিশুকল্যান বোর্ডের গতিশীলতা ও শক্তিশালীকরণ-৭৫০ জন; ▪ মাসিক কেস কনফারেন্স-৯৮০ জন;	▪ ৪০ টি শিশু সুরক্ষা নেটওয়ার্ক গঠন করা হয়েছে; ▪ ২২০ টি কমিউনিটি ভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটি গঠন করা হয়েছে; ▪ ২১৪ জনকে শিশুকল্যান বোর্ডের সদস্যকে পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদন তৈরীর বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে; ▪ ৪৫৬ জন সমাজকর্মী মাসিক কেস কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেছে;

৫.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন অবস্থা

চাইল্ড সেনসিটিভ সোশ্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে নানা কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের মূল দর্শন ছিল ১৮ বছর পর্যন্ত শিশুদের বিভিন্ন ধরণের ঝুঁকি হ্রাস করা বিশেষ করে বাল্যবিবাহ বন্ধ করা, শিশুশ্রম হ্রাস করা এবং শিশুদের স্কুলগামী করা। অর্থাৎ প্রকল্পের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত, পথশিশু, চা বাগানে কর্মরত শিশু, পিতা-মাতা হীন শিশু, এই সকল শিশুদের পরিবারকে শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা এবং শিশুদের অন্যান্য সেবা যেমন: শিক্ষা, খাদ্য, বস্ত্র, থাকার স্থান এবং খেলাধুলা করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই সকল সেবা গ্রহণ করার ফলে পরিবারের আয় বেড়েছে, শিশুরা নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাচ্ছে, বাল্য বিবাহ কমেছে, এবং শিশুশ্রম হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে আর্থিক সহায়তা পাবার ফলে পরিবারের মহিলারা কাজের সাথে যুক্ত হতে পারছে, পাশাপাশি আত্মকর্ম সংস্থানের মাধ্যমে বিকল্প/বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সারণি ৫.২ : প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা

টিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন
২০১৭ সালের জুন মাসের শেষে, UNDAF এর নির্ধারিত ২০ টি জেলার মহিলা, শিশু ও যুব'রা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে। এক্ষেত্রে কার্যকর সামাজিক সুরক্ষা নীতির বাস্তবায়নের ফলে সেবার মান উন্নত হবে। এবং শিশু পাচার, শোষণ, অবহেলা ও নির্যাতন কমে যাবে;	▪ ৪,৩৩৪ টি শিশু পরিবারকে শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা দেয়া হয়েছে এবং শর্ত ছিল- শিশুকে নিয়মিত বিদ্যালয় পাঠাতে হবে, বাল্যবিবাহ দেয়া যাবে না এবং শিশুকে শিশুশ্রমে নিযুক্ত করা যাবে না। সুতরাং যে সকল পরিবার এই শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা পেয়েছে তাদের পরিবারের শিশুদের বাল্যবিবাহ ও শিশুশ্রম হ্রাস পেয়েছে এবং বিদ্যালয়ে যাবার হার বৃদ্ধি পেয়েছে; ▪ টোল ফ্রি হেল্পলাইনে ১,০৭৪৮১ শিশু ফোন করে শিশুদের বিভিন্ন সমস্যার কথা জানিয়েছে, বিশেষ করে শিশুবিবাহের খবর। এই খবর পাওয়ার পর পরই টোল ফ্রি হেল্প লাইন থেকে জেলা শিশু কল্যান বোর্ড অথবা উপজেলা শিশুসুরক্ষা কমিটিকে অবহিত করণের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ/বন্ধ করা হয়েছে; ▪ *প্রকল্প সময়ের মধ্যে ৮৮৮ জন শিশুর বাল্যবিবাহ বন্ধ করা হয়েছে;* ▪ *৪৭৯৫ জন শিশুকে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় ঝুঁকি হ্রাসের জন্য রেফার করা হয়েছে;* ▪ *৬৬৬ জন শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা থেকে উদ্ধার করে বিভিন্ন সংস্থায় রেফার করা হয়েছে;* ▪ ২০ টি জেলার মহিলা, শিশু ও যুবরা সচেতনমূলক সেশনের মাধ্যমে অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়েছে; ▪ ৪০ টি শিশু সুরক্ষা নেটওয়ার্ক কমিটি গঠন করা হয়েছে, যারা শিশুদের সুরক্ষা বিষয়ে কাজ করছে, বিশেষ করে বাল্য বিবাহ বন্ধে কাজ করছে; ▪ ২২০ কমিউনিটি ভিত্তিক শিশুসুরক্ষা কমিটি সভা করা হয়েছে এর ফলে কমিউনিটি সচেতন হয়েছে এবং শিশু পাচার, শোষণ, অবহেলা ও নির্যাতন কমে আসছে;
দরিদ্র ও নির্যাতিত পরিবারের মহিলা, শিশু ও যুবদের সামাজিক সুরক্ষা সেবা গ্রহণ বৃদ্ধি করা। ফলে নির্যাতন, বঞ্চনা, এবং শোষণের ঝুঁকি কমে আসবে;	▪ ৬৬৬ জন শিশুকে বিভিন্ন স্থান যেমন-পুলিশের নিকট থেকে, বাস ষ্টেশন, রেল ষ্টেশন, লঞ্চঘাট, বিভিন্ন বাজার, ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম থেকে উদ্ধার করে ডিআইসি ও জরুরি রাত্রিকালিন কেন্দ্রে রেফার করা হয়েছে; ▪ ১২২৩ জন শিশু ও তার পরিবারকে মনো-সামাজিক কাউন্সেলিং করা হয়েছে; ▪ ৪৭৯৫ জন শিশুকে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় রেফার করা হয়েছে; ▪ ৪৩০ জন শিশুকে সেফহোমে রেফার করা হয়েছে; ▪ শিশুদের শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া কমেছে;

	▪ শিশুরা নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাচ্ছে; ▪ শিশু ও পিতা-মাতাদের জন্য একটি প্লাটফর্ম তৈরী হয়েছে যেখানে তারা মনের কথা বলতে পারে; ▪ শিশু নির্যাতন কমেছে;
জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ ও আন্তর্জাতিক চুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আইনি কাঠামো এবং বিশেষ নীতি থেকে সকল শিশু, বিশেষত অধিকতর বঞ্চিত শিশুরা লাভবান হবে	▪ ১৬ জন শিশুকে আইনি সহায়তা দেয়া হয়েছে; ▪ জেলা Probation officer এর মাধ্যমে শিশুদেরকে আইনি সহযোগীতা করা হয়। ফলে অধিকতর বঞ্চিত শিশুরা লাভবান হয়েছে;
প্রকল্প এলাকার জনগনকে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে সহিংসতা, নির্যাতন এবং শোষণ প্রতিরোধ করা	▪ প্রকল্প এলাকায় ৮২ টি যৌথ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং এই সকল কমিটি ২৮৯ টি সভা করেছে; ▪ ৫০টি কেসস্টাডি প্রকাশিত হয়েছে; ▪ ৪০ টি শিশু সুরক্ষা নেটওয়ার্ক কমিটি গঠন করা হয়েছে; ▪ ২২০ সিবিসিপিসি মিটিং করা হয়েছে; ▪ ৫ টি রিসোর্স ডাইরেক্টরি প্রকাশিত হয়েছে; ▪ ২১৪ টি শিশু কল্যান বোর্ড মিটিং, এবং ৪৫৬ কেস কনফারেন্স করা হয়েছে ▪ সভার মাধ্যমে এলাকার জনগনকে সচেতন করেছে। ফলে সহিংসতা, নির্যাতন এবং শোষণ হ্রাস পেয়েছে;

৫.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কার্যক্রম, লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যে সকল কার্যক্রমের পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং এই সকল কাজের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন এবং অর্জন পরিকল্পনাঅনুযায়ি না হওয়ার কারণ নিম্নের সারণিতে উল্লেখ করা হ'ল। এখানে একটি বিষয়ে উল্লেখ্য যে, ড্রপ-ইন-সেন্টার, জরুরি রাত্রিকালিন আশ্রয় কেন্দ্র, শিশুবান্ধব কেন্দ্র এবং উম্মুক্ত বিদ্যালয় থেকে কী কী সেবা দেয়া হবে তা টিপিপিতে উল্লেখ করা হয় হয়েছে। সারণি ৫.৪ এ ইন্ডিকেটর অনুযায়ী দেয়া হয়েছে।

সারণি ৫.৩ : প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জনের অবস্থা ও বিচ্যুতির কারণসমূহ

সেবা/কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	বিচ্যুতির কারণসমূহ
দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য: *২০১৭ সালের জুন মাসের শেষে, UNDAF এর নির্ধারিত ২০ টি জেলার মহিলা, শিশু ও যুব'রা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে। এক্ষেত্রে কার্যকর সামাজিক সুরক্ষা নীতির বাস্তবায়নের ফলে সেবার মান উন্নত হবে। এবং শিশু পাচার, শোষণ, অবহেলা ও নির্যাতন কমে যাবে।*			
দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	৮৫০ জন	২৩৬৩ জন	শিশু আইন ২০১৩ অনুমোদন হওয়ার পর সমাজসেবা সকল অফিসারকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে
পেশাগত সমাজসেবা প্রশিক্ষণ (PSST) মডিউল তৈরী	১	১	৪ সপ্তাহের প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরী করা হয়েছে
মৌলিক সমাজসেবা প্রশিক্ষণ (BSST মডিউল তৈরী	১	১	২ সপ্তাহের প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরী করা হয়েছে
রিসোর্স ডাইরেক্টরি তৈরী ও প্রকাশনা	৫	৫	
কেস ব্যবস্থাপনা ডাটা বেইজ	১	১	
মধ্যমেয়াদী উদ্দেশ্য-১: *দরিদ্র ও নির্যাতিত পরিবারের মহিলা, শিশু ও যুবদের সামাজিক সুরক্ষা সেবা গ্রহণ বৃদ্ধি করা। ফলে নির্যাতন, বঞ্চনা, এবং শোষণের ঝুঁকি কমে আসবে*			
শিশু সুরক্ষা সেবা গ্রহণ	৯৯,৯০০	১০,৭৪৮১	পথশিশু/সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের চাহিদা বেশী ছিল বিধায় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অর্জন বেশী হয়েছে
জরুরি রাত্রিকালিন আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন	৪	৪	
শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা প্রদান	১১,০০০	৪৩৩৪	দাতা সংস্থা থেকে অর্থ পাওয়া যায় নাই
ড্রপ-ইন-সেন্টার স্থাপন	৬	৬	
শিশুবান্ধব কেন্দ্র স্থাপন	২০	২০	
উম্মুক্ত বিদ্যালয়	১০	১০	
কেস স্টাডি তৈরী ও প্রকাশনা	৫০	৫০	
শিশু সুরক্ষা নেটওয়ার্ক তৈরী	৪০	৪০	
নূন্যতম মানসম্পন্ন কেস ব্যবস্থাপনার গাইডলাইন তৈরী	১	১	
রিসোর্স ডাইরেক্টরি প্রকাশিত হয়েছে	৫	৫	
মধ্যমেয়াদী উদ্দেশ্য-২: *জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ ও আন্তর্জাতিক চুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আইনি কাঠামো এবং বিশেষ নীতি থেকে সকল শিশু, বিশেষত অধিকতর বঞ্চিত শিশুরা লাভবান হবে*			
শিশু সুরক্ষা নীতি (Policy) সংসদে উপস্থাপন ও অনুমোদন	১	১	শিশু আইন ২০১৩ সংসদে উপস্থাপন ও অনুমোদন
মধ্যমেয়াদী উদ্দেশ্য-৩: *প্রকল্প এলাকার জনগনকে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে সহিংসতা, নির্যাতন এবং শোষণ প্রতিরোধ করা*			
সিবিসিপিসি মিটিং করা হয়েছে	২৫০	২২০	

৫.৪ প্রকল্পের চলক সমূহ, লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

পথশিশু বা সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠান যেমন: ড্রপ-ইন-সেন্টার স্থাপন, জরুরি রাত্রিকালিন আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন, শিশুবান্ধব কেন্দ্র এবং উন্মুক্ত বিদ্যালয় থেকে যে সকল সেবা পেয়েছে তা নিম্নের ছকে দেখানো হ'ল।

সারণি ৫.৪ চলক সমূহ, লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

# নং	চলক	লক্ষ্য	অর্জন		
			ছেলে	মেয়ে	মোট
১	ডিআইসি তে ক্যাটাগরি-১ শিশুদের ভর্তি (দিন রাত ২৪ ঘন্টা)	৩৬০০	২৪৬৪	৯৪৬	৩৪১০
২	ডিআইসি তে ক্যাটাগরি-২,৩ এবং ৪ শিশুদের ভর্তি (দিনের বেলা)	৬০০	৮৮৫৮	৪৭১৭	১৩৫৭৫
৩	**মোট ডিআইসি সেবা গ্রহণকারী শিশুদের সংখ্যা (১+২)**	**৪২০০**	**১১৩২২**	**৬৫৬৩**	**১৬৯৮৫**
৪	লকার সুবিধা গ্রহণ		৪১৫২	১৮১৯	৫৯৭১
৫	ডিআইসি থেকে পরিবারে পুন:একত্রিকরণ		৬৫৭	৬১২	১২৬৯
৬	ডিআইসি থেকে সমাজে পুন:একত্রিকরণ		-	৬	৬
৭	ডিআইসি থেকে গ্রুপ হোমে পুন:একত্রিকরণ		৮	-	৮
৮	**ডিআইসি থেকে শিশুদের পুন:একত্রিকরণ (৫+৬+৭)**	**৩০০০**	**৬৬৫**	**৬১৮**	**১২৮৩**
৯	ডিআইসি থেকে পরিবারে পুন:একত্রিকরণ (শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা)		১১৩	১১২	২২৫
১০	জন্ম নিবন্ধন করা হয়েছে		১৩৮৩	১১০১	২৪৮৪
১১	প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ		৩৯৫৬	৩১৫৫	৭১১১
১২	রেফারেলের মাধ্যমে উন্নত সেবা গ্রহণ		৯১১	২৮১	১১৯২
১৩	মনো-সামাজিক কাউন্সেলিং গ্রহণ		৩২৭৬	৩১৮২	৬৪৫৮
১৪	রেফারেলের মাধ্যমে মনো-সামাজিক কাউন্সেলিং গ্রহণ		১৫	৬৫	৮০
১৫	উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় ভর্তি করা হয়েছিল		২৫০৬	১৪০৪	৩৯১০
১৬	উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করেছে		২৬৬	৩৯১	৬৫৭
১৭	আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় ভর্তি করা হয়েছে		৫৩৩	৩২৯	৬৫৭
১৮	জীবন দক্ষতামূলক সেশনে অংশগ্রহণ		২৫৯৭	১৮৭৮	৪৪৭৫
১৯	কারিগরি শিক্ষায় অংশগ্রহণ		১৭৮	১৫৯	৩৩৭
২০	বৃত্তিমূলক শিক্ষায় অংশগ্রহণ		৩০৪	১০৮	৪১২
২১	আইনি সহযোগীতা গ্রহণ		১৩	৩	১৬
২২	যৌথ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন		৪১	৪১	৮২
২৩	যৌথ ব্যবস্থাপনা কমিটির মিটিং করা হয়েছে		১৪৬	১৪৩	২৮৯
২৪	শিশুদের সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় রেফার করা হয়েছে		৬	২৩	২৯
২৫	ঝরে পড়া শিশুদের সংখ্যা		২৮০	৪৪	৩২৪
২৬	শিশুদের ফাইল পুন:রায় চালু করা		২৮৫	১৮	৩০৩
২৭	**শিশুবান্ধব স্থান কার্যকর**				
২৮	শিশুবান্ধব কেন্দ্রে শিশু ভর্তি করা হয়েছিল	৫০০০	১৬৭৩৫	১৩৭৯০	৩০৫২৫
২৯	উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় ভর্তি করা হয়েছিল (এবিএল)		১২৫০৫	১২২৪৫	২৪৭৫০
৩০	শিশুবান্ধব স্থান এর উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে গ্রাজুয়েট হয়েছে		২৮৩৮	২৬৮৫	৫৫২৩
৩১	আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় ভর্তি হয়েছে		২০৫৮	২২৫৭	৪৩১৫
৩২	জীবন দক্ষতামূলক সেশনে অংশগ্রহণ		৯৩৭৬	১০৩৭০	১৯৭৪৬
৩৩	জন্মনিবন্ধন করা হয়েছে		৪২১৩	৪৪৪৫	৮৬৫৮
৩৪	প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ		৮৬১৯	৭৯১৮	১৬৫৩৭
৩৫	রেফারেলের মাধ্যমে উন্নত সেবা গ্রহণ		২১০	১০৩	৩১৩
৩৬	মনো-সামাজিক কাউন্সেলিং গ্রহণ		৪৫২৫	৪৩৭৬	৮৯০১
৩৭	রেফারেলের মাধ্যমে মনো-সামাজিক কাউন্সেলিং গ্রহণ				
৩৮	**রেফারেল ও নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে সেবা গ্রহণ** (৩৫+৩৭)		২১০	১০৩	৩১৩

৩৯	কারিগরি শিক্ষায় অংশগ্রহণ		১১৫	১৫১	২৬৬
৪০	বৃত্তিমূলক শিক্ষায় অংশগ্রহণ		১৭৬	৯৭	২৭৩
৪১	ডিআইসিতে রেফার করা হয়েছিল		৪৬৫	১৫৯	৬২৪
৪২	**উন্মুক্ত বিদ্যালয়**				
৪৩	উন্মুক্ত বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল	১২৫০	৪৭০৬	৯২৪	৫৬৩০
৪৪	উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় গ্রাজুয়েট হয়েছিল		১৫৩১	৩০৭	১৮৩৮
৪৫	আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় ভর্তি হয়েছে		৪৯	১৮	৬৭
৪৬	জীবন দক্ষতামূলক সেশনে অংশগ্রহণ		১৬৮৪	২৪৮	১৯৩২
৪৭	**জরুরি রাত্রিকালিন সেবা কেন্দ্র**				
৪৮	জরুরি রাত্রিকালিন সেবা কেন্দ্রে ভর্তি হয়েছিল	১০,০০০	৬৯৬৫	৬৬৮	৭৬৩৩
৪৯	পরিবারে পুন:একত্রিকরণ		৩৩৬	৯৫	৪৩১
৫০	লকার সেবা গ্রহণ		৭৪২৬	১৩৮১	৮৮০৭
৫১	জন্মনিবন্ধন করা হয়েছে		১৩০৪	১৩৪	১৪৩৮
৫২	রেফারেলের মাধ্যমে উন্নত সেবা প্রদান করা হয়েছে		৫২২৭	১১৭	৫৩৪৪
৫৩	রেফারেলের মাধ্যমে মনো:সামাজিক সেবা প্রদান করা হয়েছে		২৮৫২	৬৪	২৯১৬
৫৪	কারিগরি শিক্ষা দেয়া হয়েছে		১০৯	৭৪	১৮৩
৫৫	উন্মুক্ত বিদ্যালয়ে রেফার করা		৪২২১	১১৩	৪৩৩৪
৫৬	জীবন দক্ষতামূলক সেশনে অংশগ্রহণ		৬৯৯৭	১৫৭৬	৮৫৭৩
৫৭	ডিআইসিতে রেফার করা হয়েছে		৯১৫	৩১	৯৪৬
৫৮	**টোল ফ্রি চাইল্ড হেল্পলাইন**				
৫৯	কল গ্রহণ	৬০,০০০	৬৯০৪৪	৩৮৩৩৭	১০৭৪৮১
৬০	শিশু উদ্ধার		২৯৫	৩৭১	৬৬৬
৬১	পরিবারে পুন:একত্রিকরণ		২১৯	২৭১	৪৯০
৬২	কমিউনিটিতে পুন:একত্রিকরণ		-	-	-
৬৩	অন্যান্য সরকারি ও বে-সরকারি সংস্থায় রেফার করা হয়েছিলো		২৬৭৪	২১২১	৪৭৯৫
৬৪	মনো-সামাজিক কাউন্সেলিং		৮৪২	১০৮১	১৯২৩
৬৫	সেফহোম সেবা গ্রহণ		১০৪	৩২৬	৪৩০

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রকল্পের সবলতা (Strength), দুর্বলতা (Weakness), সুযোগ (Opportunity) এবং ঝুঁকি (Threat) সমূহ পর্যালোচনা

বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩৪ শতাংশ শিশু। শিশুর সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে শিশুদের প্রতি বঞ্চনা এবং শোষণের হার দিন দিন বেড়েই চলেছে, যার প্রধান কারণ মানবিক ও অর্থনৈতিক দরিদ্রতা। শিশুদের দরিদ্রতার একটি বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, ৪৬ শতাংশ শিশু জাতীয় দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে। ২৩ শতাংশ শিশু অতিদারিদ্রসীমার নীচে বাস করে এবং ৫৯ শতাংশ শিশু দৈনিক ১.০৮ ডলারের কম (ক্রয় ক্ষমতা) আয়ে জীবননির্বাহ করে। এই সকল দরিদ্র শিশুরা অন্যান্য সচ্ছল শিশু শিশুদের তুলনায় স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, বিশুদ্ধ খাবার পানি, পয়:নিস্কাশন, আশ্রয় ও তথ্য -এই ৭ টি অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই সকল শিশুদের ৭টি অধিকার নিশ্চিত করা সহ শিশুশ্রম, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি প্রতিরোধ ও হ্রাস করার জন্য সিএসপিবি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের কালে সবল, দুর্বল, ঝুঁকি ও সুযোগ সমূহ কী কী ছিল তা আলোচনা করা হলো।

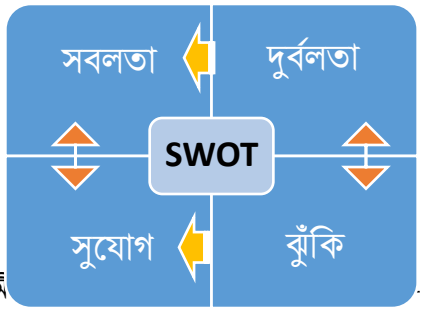

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে কেআইআই সম্পন্ন করা হয়েছে, প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে দলীয় আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন উৎস থেকে সেকেন্ডারী উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এই সমস্ত উপাত্তের ভিত্তিতে প্রকল্পের সবল ও দূর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে।

৬.১ প্রকল্পের সবলতা (Strength): প্রকল্পের সবল দিক সমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো-

- সরকারি , বেসরকারি এবং সমাজসেবা কর্মকর্তা সহ মোট ১২৯১ জন কর্মকর্তা মৌলিক সমাজসেবা প্রশিক্ষণ পেয়েছে;
- সরকারি , বেসরকারি এবং সমাজসেবা কর্মকর্তা সহ মোট ১২০৫ জন কর্মকর্তা পেশাগত সমাজসেবা প্রশিক্ষণ পেয়েছে;
- মৌলিক সমাজসেবা প্রশিক্ষণ ও পেশাগত সমাজসেবা প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য ৪২ জন কর্মকর্তাকে মাষ্টার ট্রেইনার (টিওটি) দেয়া হয়েছে;
- সরকারি প্রথম শ্রেনির কর্মকর্তা ও বেসরকারি সংস্থার ২৬ প্রতিনিধি ব্যবস্থাপনা সমাজসেবা প্রশিক্ষণ পেয়েছে
- ৩৩১ জন মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগন অনলাইন কেস ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ পেয়েছে;
- মোট ৪৩৩৪ জন দু:স্থ ও সামাজিক সুবিধাবঞ্চিত শিশুকে শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে;
- ৪০ টি শিশু সুরক্ষা নেটওয়ার্ক গঠন করা হয়েছে;
- ২২০ টি কমিউনিটি ভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটি গঠন করা হয়েছে;
- ২১৪ জনকে শিশু কল্যান বোর্ডের সদস্যকে পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদন তৈরীর বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত এবং অনুস্বাক্ষরিত;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয় যেমন-সংস্থাপন মন্ত্রণালয় (জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (পুলিশ প্রশাসন) বিভিন্ন কাজে সহযোগীতা করেছে: বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে/বন্ধে, শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তার জন্য শিশু পরিবারকে নির্বাচন করার জন্য কেস কনফারেন্স করা এবং অনুমোদন দেয়া;
- শিশুর সহায়তায় টোল ফ্রি ফোন চাইল্ড হেল্পলাইন যেখানে শিশু বা তার পরিবার ২৪ ঘন্টা সেবা পেতে পারে;
- কেসব্যবস্থাপনা ফর্ম তৈরী এবং ব্যবহার;

৬.২ প্রকল্পের দুর্বলদিকসমূহ (Weakness):

- সময়মত অর্থ ছাড় না করা ফলে শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তায় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম হয়েছে;
- প্রকল্প চলাকালীন সময় অর্থাৎ ৫ বছরে মোট ৬ বার 'জাতীয় প্রকল্প পরিচালক' পরিবর্তন করা হয়েছে;
- প্রকল্প সমাপ্তির পর মনিটরিং ও ফলো-আপের কোন ব্যবস্থা নেই;
- Exit plan ও Logframe নাই;
- প্রকল্পের শুরুর পূর্বে কোন বেইজলাইন জরিপ করা হয়নি;
- শিশুকে পরিবারে পুন:একত্রিকরণের জন্য নিয়ে গেলে অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত অভিভাবক খুঁজে পাওয়া যায় না। দেখা যায় বাবা নেই, মা/বাবা ২য় বিয়ে করেছে। আত্মীয়রা শিশুটিকে গ্রহণ করতে চায় না অথবা গ্রহণ করলেও পরবর্তীতে শিশুটি পরিবার থেকে আবার রাস্তায় চলে আসে;
- শিশুদের পরিবারে দিতে হলে তাকে তৈরী করতে সময় দরকার হয় অথচ অল্প সময়ে ওরিয়েন্টশন দিয়ে পরিবারে পুন:একত্রিকরণ করলে শিশু পরিবারে টিকে থাকে না;

৬.৩ প্রকল্পের সুযোগসমূহ (Opportunity):

- জেলা পর্যায়ে শিশু কল্যান বোর্ড কাজ করছে যার প্রধান হচ্ছে জেলা প্রশাসক;
- উপজেলা পর্যায়ে শিশু সুরক্ষা কমিটি কাজ করছে যার প্রধান হচ্ছে উপজেলা নির্বাহি কর্মকর্তা;
- কমিউনিটি ভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটি কাজ করছে;
- ইউনিসেফ টেকনিক্যাল সহযোগী হিসাবে কাজ করছে;
- সরকারি অফিস ব্যবহার করা হচ্ছে, আলাদা কোন অফিস স্পেস ব্যবহার/ভাড়া লাগছে না;
- শিশুবান্ধব স্কুল, উন্মুক্ত বিদ্যালয় ইত্যাদি স্থান/বাসার ব্যবস্থা করে সিটি কর্পোরেশন সহযোগিতা করছে;

৬.৪ প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ (Threat):

- ইউনিসেফ অর্থ সহায়তা বন্ধ করে দিলে
- হবিগঞ্জ ও সিলেট জেলায় প্রায় সকল উপকারভোগীই গরু ছাগল পালন করেছে। প্রকল্প এলাকায় চা বাগানে ঘাস পাওয়া যায় না অথবা চাষের কোন ব্যবস্থা নাই। এই সকল উপকারভোগীরা গরু পালন থেকে যে পরিমান সুফল পাওয়া দরকার ছিল তা পাচ্ছে না
- যে সকল শিশুকে থানা থেকে রেফার করা হয় সে সকল শিশুকে জরুরি রাত্রীকালিন আশ্রয়স্থলে রাখা চ্যালেঞ্জ হয়ে যায়। কারণ শিশুটি অপরাধের সাথে জড়িত থাকায় অন্য শিশুদের মাঝে তার প্রভাব পড়ে

সপ্তম অধ্যায়
উপকারভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় প্রকল্পের প্রভাব

৭.১ প্রকল্পের প্রভাব

"চাইল্ড সেনসিটিভ সোশ্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রকল্পটি মূলত পাঁচটি কম্পোনেন্ট (ও কিছু সংশ্লিষ্ট সাব-কম্পোনেন্ট সহ) নিয়ে গঠিত সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ পথ শিশুদের বিভিন্ন ধরণের ঝুঁকি হ্রাস করে তাদের অধিকার সুরক্ষিত করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে উপকারভোগী জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে শিশুদের ঝুঁকি নানা ভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং তাদের অধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এ অধ্যায়ে গুনগত ও পরিমানগত উপাত্তের ভিত্তিতে উপকারভোগী শিশুদের অধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্রে প্রকল্পের প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৭.২ প্রকল্পের প্রভাব-গুনগত বিশ্লেষণ

এফজিডি-তে অংশগ্রহণকারী খানার সদস্যের মতানুযায়ী শিশুদের ঝুঁকি হ্রাস এবং সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে এ প্রকল্পের তিনটি প্রভাব হচ্ছে:

- বর্তমানে শিশুরা নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাচ্ছে
- শিশুশ্রম হ্রাস পেয়েছে এবং
- বাল্যবিবাহ হ্রাস পেয়েছে।

এছাড়াও তারা আরো এগারোটি (১১) প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন; যেমন: পুষ্টিকর খাবার খেতে পারছে, ভালো জামা কাপড় পরছে, আয়বর্ধণমূলক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পেয়েছে, ক্ষুদ্র ব্যবসার প্রসার হয়েছে, সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, মানসিক উন্নতি হয়েছে, সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে, জন্মনিবন্ধন সনদ পেয়েছে, জীবন দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে, বাল্যবিবাহ বন্ধ হয়েছে এবং সর্বোপরি শিশুরা পরিবারে বসবাস করতে পারছে। জেলাভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য সারণি ৭.১ এর ৩ নং কলামে উল্লেখ করা হয়েছে।

সিলেট ও বরিশাল জেলায় যুবদের সাথে এফজিডি করার সময় তারা প্রকল্পের শীর্ষ সাতটি (৭) প্রভাব উল্লেখ করেন। যেমন- যুব-মহিলাদের মতে "এখন নিয়মিত স্কুলে যাচ্ছি, অন্যদের সাথে কথা বলতে পারছি, ভালো খেতে পারছি, যৌন নির্যাতনের ঝুঁকি কমে এসেছে, ইভটিজিং কমেছে এবং পরিবার বিবাহের কথা বলে না"।

প্রকল্পের কর্মকর্তারা কেআইআই আলোচনায় শীর্ষ ছয়টি (৬) প্রভাব চিহ্নিত করেছেন। যেমন: শিশুরা নিয়মিত বিদ্যালয়গামী হয়েছে, শিশুশ্রম হ্রাস পেয়েছে, বাল্যবিবাহ হ্রাস পেয়েছে, শিশু পরিবারে বসবাস করছে, শিশু ও তার পরিবার সচেতন হয়েছে, পরিবারের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের কর্মকর্তারা আরও ১৩ টি প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন। এগুলো হলো: পুষ্টিকর খাবার খেতে পারছে, ভালো জামা কাপড় পরছে, আয়বর্ধণমূলক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পেয়েছে, ক্ষুদ্র ব্যবসার প্রসার হয়েছে, সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে, জন্মনিবন্ধন সনদ পেয়েছে, জীবন দক্ষতামূলক শিক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে ও বাল্যবিবাহ বন্ধ হয়েছে, অপরাধমূলক ও সমাজবিরোধী কার্যক্রম হ্রাস পেয়েছে, শিশুদের মাদকে আসক্তি হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া আরো যে সকল প্রভাবের কথা বলেছেন তা'হল: অনেক পরিবার সচ্ছল হয়েছে, আত্মনির্ভরশীল হয়েছে এবং ব্যবসা পরিচালনা করছে। জেলাভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য সারণি ৭.১ এর ৪ নং কলাম দেখুন।

প্রকল্পের শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা গ্রহণকারীদের আরো কিভাবে নিয়মিতভাবে ফলো-আপ করা যায় এবং এ প্রকল্পের কার্যক্রমকে কিভাবে টেকসই করা যায় এ নিয়ে প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। একজন প্রকল্প কর্মকর্তা বলেন,

> *"বর্তমানে, প্রকল্পটি UNDAF এর ২০ জেলায় পরিচালিত হয়েছে। সুতরাং শিশুদের ঝুঁকি নিরুপন করে জেলার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেতে পারে, পাশাপাশি পরিবারের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা যেতে পারে। অপরদিকে, একটি শিশুকে ৩ টি কিস্তির মাধ্যমে টাকা দেয়ার জন্য সময় ১৮ মাসের পরিবর্তে ৩৬ মাস করা প্রয়োজন। এর ফলে শিশু প্রায় ৩৬ মাস নিবিড় পর্যবেক্ষণে থাকবে এবং শর্ত তিনটি ভাঙ্গার কোন সম্ভাবনা থাকবে না। ফলে প্রকল্পটি আরও বেশী টেকসই হবে।"* (মনিটরিং অফিসার, সিএসপিবি)

সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারীদের প্রায় সকল কর্মকর্তা শীর্ষ ছয় (৬) ধরণের প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন। এগুলো হলো: শিশুরা নিয়মিত বিদ্যালয়গামী হয়েছে, শিশুশ্রম হ্রাস পেয়েছে, বাল্য বিবাহ হ্রাস পেয়েছে, শিশুদের জন্মনিবন্ধন হয়েছে, সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শিশু তার পরিবারে বসবাস করছে। এছাড়া আরও ৪টি প্রভাবকে উভয় পক্ষের কেউ না কেউ নিজেদের শীর্ষ ৫ প্রভাবের তালিকায় রেখেছেন: যেগুলো হলো: পরিবারের আয় বেড়েছে, পুষ্টিকর খাবার খেতে পারছে, শিশু ভালো জামা-কাপড় পরছে, পরিবার সচেতন হয়েছে এবং আয়বর্ধণমূলক কর্মকান্ডে যুক্ত হয়েছে।

প্রকল্প থেকে উপকারভোগীরা শর্তযুক্ত আর্থিক সহযোগীতা এবং বিভিন্ন ধরণের সেবা গ্রহনের ফলে উপকারভোগীদের বিশেষ করে শিশুদের উপর যে সকল প্রভাব পড়েছে তা হলো:

> *"আমাদের এই প্রজেক্ট এ অন্তর্ভুক্ত সকল শিশুদের নিরাপত্তা তথা সুরক্ষা দিতে আমরা সক্ষম হয়েছি। স্কুল থেকে ঝরে পড়া শিশুর হার কমে গেছে; শিশুশ্রমে নিয়োজিত হওয়ার হার কমে গেছে, বাল্যবিবাহ শত ভাগ হ্রাস পেয়েছে, অপরাধমূলক ও সমাজবিরোধী কার্যক্রম হ্রাস পেয়েছে, শিশুদের মাদকে আসক্তি ৯৫% হ্রাস পেয়েছে, আর্থিকভাবে অনেক পরিবার সচ্ছল হয়েছে; সমাজে তাদের একটি সম্মানজনক স্থান দাঁড়িয়েছে; শিশুরা তাদের নিজেদের দক্ষতায় নিজেরা আত্মনির্ভরশীল হয়েছে এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছে যেমন-সেলুন/ বিউটি পার্লার, মুদি দোকান, টেইলারিং শপ ইত্যাদি (প্রকল্প* সমন্বয়কারী, অপরাজেয় বাংলাদেশ"।

সুতরাং প্রকল্পের প্রভাব সমূহ একদিকে যেমন শিশু সুরক্ষার কাজ করে অন্যদিকে শিশুর পরিবার আর্থিকভাবে সচ্ছল হয়েছে, শিশুরা মাদক এবং অপরাধ থেকে দূরে আছে।

দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প পরিকল্পনা ও এ প্রকল্পকে কর্মসূচীতে রুপান্তরের ক্ষেত্রে করণীয় বিষয়ে আলাপকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা নানা ধরণের প্রস্তাবণার কথা উল্লেখ করেছিল। যেমন:

> *"মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষনা অনুযায়ী কোন শিশু রাস্তায় থাকবে না, গৃহহীন থাকবে না এবং আউটঅব স্কুল থাকবে না। এ বিষয়ে সরকারিভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম চালু হয়েছে কিন্তু সেসব কার্যক্রম অত্যন্ত অপ্রতুল। তাই স্কুল থেকে ঝরে পড়া, পথে বসবাসরত শিশু এবং বিশেষ শিশুদের জন্য এই ধরনের প্রকল্প সরকারি, বেসরকারি, আধাসরকারি ও দাতাগোষ্ঠীসমূহের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদে এবং আরো বৃহৎ পরিসরে বাস্তবায়ন করা উচিত।"*
> অপরাজেয় বাংলাদেশ, বরিশাল

সুতরাং বাংলাদেশের শিশু পরিস্থিতি বিবেচনা করে আগামীতে কর্মসূচীর পরিকল্পনা করা যেতে পারে। এর ফলে একদিকে যেমন শিশু ও তার পরিবার লাভবান হবে অন্যদিকে প্রকল্পের প্রভাব টেকসই হবে।

প্রকল্পের প্রভাব নির্ণয়ে জেলাভিত্তিক গুনগত উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ উপাত্তের মূল উৎস ফোকাস গ্রুপ আলোচনা ও মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার। কেআইআই বিশ্লেষণে দেখা যায় বরিশাল জেলায় প্রকল্পের প্রভাব লক্ষ্যনীয়: প্রভাবের মধ্যে রয়েছে শিশুশ্রম ও বাল্যবিবাহ হ্রাস, বিদ্যালয়ে যাবার সংখ্যা বৃদ্ধি, আয় বর্ধনমূলক কর্মকান্ড বৃদ্ধি, সচেতনতা বৃদ্ধি, সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, জীবন যাত্রার মনোন্নয়ন, শিশুর পারিবারিক পরিবেশে বসবাস বৃদ্ধি এবং জন্মনিবন্ধন সনদ প্রাপ্তির হার বৃদ্ধি। বরিশালের পর ঢাকা জেলায় গুনগত প্রভাবের লক্ষনীয়: যেমন- শিশুশ্রম ও বাল্যবিবাহ হ্রাস, নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাবার সংখ্যা বৃদ্ধি, আয় বর্ধনমূলক কর্মকান্ড বৃদ্ধি, সচেতনতা বৃদ্ধি, সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, শিশুর পারিবারিক পরিবেশে বসবাস এবং জন্মনিবন্ধন সনদ প্রাপ্তির হার বৃদ্ধি। এরপর রংপুর এবং খুলনা জেলায় প্রায় একই ধরণের প্রভাব দেখা যায়।

সারণি ৭.১ : ফোকাস গ্রুপ ও মূল তথ্যদাতাদের সাথে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের সংক্ষেপ

ক্রম	জেলা ভিত্তিক	অংশগ্রহণকারী বা উত্তরদাতা	
		এফজিডি-তে অংশগ্রহণকারী খানা সমূহের সদস্য	প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ
১	ঢাকা	▪ শিশুরা নিয়মিত বিদ্যালয় যাচ্ছে ▪ বাল্যবিবাহ হ্রাস পেয়েছে ▪ শিশুশ্রম হ্রাস পেয়েছে ▪ জন্মনিবন্ধন হয়েছে ▪ পরিবারের আয় বেড়েছে ▪ অপরাধমূলক কাজের সাথে সংশ্রব হ্রাস পেয়েছে ▪ পরিবারের সদস্যরা আয়বর্ধণমূলক কাজে যুক্ত হচ্ছে ▪ সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে ▪ জীবন দক্ষতামূলক শিক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে ▪ কারিগরি শিক্ষা পেয়েছে ▪ শিশুরা পারিবারিক পরিবেশে বসবাস করছে ▪ রাস্তা থেকে শিশুরা পরিবারে ফিরে এসেছে	▪ শিশুরা বিদ্যালয়গামী হয়েছে ▪ বাল্যবিবাহ হ্রাস পেয়েছে ▪ শিশুশ্রম হ্রাস পেয়েছে ▪ জন্মনিবন্ধন হয়েছে ▪ অপরাধমূলক কাজের সাথে সংশ্রব হ্রাস পেয়েছে ▪ মাদক গ্রহনের প্রবনতা হ্রাস পেয়েছে ▪ সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে ▪ জীবন দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে ▪ আয়ের সাথে যুক্ত হয়েছে ▪ কারিগরি শিক্ষা পেয়েছে ▪ রাস্তা থেকে শিশুরা পরিবারে ফিরে এসেছে
২	চট্রগ্রাম	▪ শিশুরা বিদ্যালয় যাচ্ছে ▪ বাল্যবিবাহ হ্রাস পেয়েছে ▪ শিশুশ্রম হ্রাস পেয়েছে ▪ পরিবারের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ▪ অপরাধমূলক কাজের সাথে সংযুক্তি হ্রাস পেয়েছে ▪ মাদক গ্রহনের প্রবনতা হ্রাস পেয়েছে ▪ পুষ্টিকর খাবার খেতে পারছে ▪ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে ▪ রাস্তা থেকে শিশুরা পরিবারে ফিরে এসেছে	▪ শিশুরা বিদ্যালয়গামী হয়েছে ▪ বাল্যবিবাহ হ্রাস পেয়েছে ▪ শিশুশ্রম হ্রাস পেয়েছে ▪ জন্মনিবন্ধন সনদ পেয়েছে ▪ অপরাধমূলক কাজের সাথে সংযুক্তি হ্রাস পেয়েছে ▪ মাদকের প্রতি আগ্রহ হ্রাস পেয়েছে ▪ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে ▪ শিশুরা পারিবারিক পরিবেশে বাস করছে
৩	বরিশাল	▪ শিশুরা বিদ্যালয়গামী হয়েছে ▪ বাল্যবিবাহ হ্রাস পেয়েছে ▪ শিশুশ্রম হ্রাস পেয়েছে ▪ জন্মনিবন্ধন হয়েছে ▪ পরিবারের আয় বেড়েছে ▪ অপরাধমূলক কাজের সাথে সংশ্রব হ্রাস পেয়েছে ▪ মাদক গ্রহনের প্রবনতা হ্রাস পেয়েছে ▪ পুষ্টিকর খাবার খেতে পারছে ▪ অপেক্ষাকৃত ভালো মানের জামা কাপড় পরতে পারছে ▪ আয়বর্ধণমূলক কর্মকান্ডে যুক্ত হচ্ছে ▪ ক্ষুদ্র ব্যবসার প্রসার ঘটেছে ▪ সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে ▪ মানসিক উন্নতি হয়েছে ▪ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে ▪ জীবন দক্ষতামূলক শিক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে ▪ কারিগরি শিক্ষা পেয়েছে ▪ জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন হয়েছে ▪ রাস্তা থেকে শিশুরা পরিবারে ফিরে গেছে	▪ শিশুরা বিদ্যালয়গামী হয়েছে ▪ বাল্যবিবাহ হ্রাস ▪ শিশুশ্রম হ্রাস পেয়েছে ▪ জন্মনিবন্ধন হয়েছে ▪ পরিবারের আয় বেড়েছে ▪ অপরাধমূলক কাজের সাথে সংশ্রব হ্রাস পেয়েছে ▪ মাদক গ্রহনের প্রবনতা হ্রাস পেয়েছে ▪ পুষ্টিকর খাবার খেতে পারছে ▪ ভাল জামা কাপড় পরতে পারছে ▪ আয়বর্ধণমূলক কর্মকান্ডে যুক্ত হচ্ছে ▪ ক্ষুদ্র ব্যবসার প্রসার ঘটেছে ▪ সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে ▪ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে ▪ জীবন দক্ষতামূলক শিক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে ▪ কারিগরি শিক্ষা আগ্রহ বেড়েছে ▪ জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন হয়েছে ▪ শিশুরা পারিবারিক পরিবেশে বাস করছে
৪	খুলনা	▪ শিশুরা বিদ্যালয়গামী হয়েছে	▪ শিশুরা বিদ্যালয়গামী হয়েছে

		▪ বাল্যবিবাহ হ্রাস পেয়েছে ▪ শিশুশ্রম হ্রাস পেয়েছে ▪ পরিবারের আয় বেড়েছে ▪ পুষ্টিকর খাবার খেতে পারছে ▪ অপেক্ষাকৃত ভালোমানের জামা কাপড় পরতে পারছে ▪ পরিবারের সদস্যরা আয়বর্ধণমূলক কর্মকান্ডে যুক্ত হচ্ছে ▪ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে ▪ শিশুরা পারিবারিক পরিবেশে বসবাস করছে	▪ বাল্যবিবাহ হ্রাস পেয়েছে ▪ শিশুশ্রম হ্রাস পেয়েছে ▪ পুষ্টিকর খাবার খেতে পারছে ▪ অপেক্ষাকৃত ভালোমানের ভাল জামা কাপড় পরতে পারছে ▪ পরিবারের সদস্যরা আয়বর্ধণমূলক কর্মকান্ডে যুক্ত হচ্ছে ▪ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে ▪ জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন হয়েছে ▪ শিশুরা পারিবারিক পরিবেশে বাস করছে
৫	সিলেট	▪ শিশুরা বিদ্যালয়গামী হয়েছে ▪ বাল্যবিবাহ হ্রাস পেয়েছে ▪ শিশুশ্রম হ্রাস পেয়েছে ▪ জন্মনিবন্ধন হয়েছে ▪ পরিবারের আয় বেড়েছে ▪ পুষ্টিকর খাবার খেতে পারছে ▪ অপেক্ষাকৃত ভালোমানের জামা কাপড় পরতে পারছে ▪ ক্ষুদ্র ব্যবসার প্রসার ঘটেছে ▪ মানসিক উন্নতি হয়েছে ▪ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে	▪ শিশুরা বিদ্যালয়গামী হয়েছে ▪ বাল্যবিবাহ হ্রাস পেয়েছে ▪ শিশুশ্রম হ্রাস পেয়েছে ▪ জন্মনিবন্ধন হয়েছে ▪ পরিবারের আয় বেড়েছে ▪ পুষ্টিকর খাবার খেতে পারছে ▪ ভালোমানের জামা কাপড় পরতে পারছে ▪ পরিবারেরর অন্যান্য সদস্যরা আয়বর্ধণমূলক কর্মকান্ডে যুক্ত হচ্ছে ▪ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে
৬	হবিগঞ্জ	▪ শিশুরা বিদ্যালয়গামী হয়েছে ▪ বাল্যবিবাহ হ্রাস পেয়েছে ▪ শিশুশ্রম হ্রাস পেয়েছে ▪ জন্মনিবন্ধন হয়েছে ▪ পরিবারের আয় বেড়েছে ▪ পুষ্টিকর খাবার খেতে পারছে ▪ ভাল জামা কাপড় পরতে পারছে ▪ পরিবারেরর অন্যান্য সদস্যরা আয়বর্ধণমূলক কর্মকান্ডে যুক্ত হচ্ছে ▪ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে ▪ জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন	▪ শিশুরা বিদ্যালয়গামী হয়েছে ▪ বাল্যবিবাহ হ্রাস কমেছে ▪ শিশুশ্রম হ্রাস পেয়েছে ▪ জন্মনিবন্ধন হয়েছে ▪ পরিবারের আয় বেড়েছে ▪ পুষ্টিকর খাবার খেতে পারছে ▪ ভাল জামা কাপড় পরতে পারছে ▪ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা আয়বর্ধণমূলক কর্মকান্ডে যুক্ত হচ্ছে ▪ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে ▪ জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন
৭	রংপুর	▪ শিশুরা বিদ্যালয়গামী হয়েছে ▪ বাল্যবিবাহ হ্রাস পেয়েছে ▪ শিশুশ্রম হ্রাস পেয়েছে ▪ জন্মনিবন্ধন হয়েছে ▪ পরিবারের আয় বেড়েছে ▪ পুষ্টিকর খাবার খেতে পারছে ▪ ভাল জামা কাপড় পরতে পারছে ▪ আয়বর্ধণমূলক কর্মকান্ডে যুক্ত হচ্ছে ▪ ক্ষুদ্র ব্যবসার প্রসার ঘটেছে ▪ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে ▪ জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন হয়েছে ▪ শিশুরা পারিবারিক পরিবেশে বাস করছে	▪ শিশুরা বিদ্যালয়গামী হয়েছে ▪ বাল্যবিবাহ হ্রাস পেয়েছে ▪ শিশুশ্রম হ্রাস পেয়েছে ▪ জন্মনিবন্ধন হয়েছে ▪ পরিবারের আয় বেড়েছে ▪ পুষ্টিকর খাবার খেতে পারছে ▪ ভাল জামা কাপড় পরতে পারছে ▪ পরিবারেরর অন্যান্য সদস্যরা আয়বর্ধণমূলক কর্মকান্ডে যুক্ত হচ্ছে ▪ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে ▪ শিশুরা পারিবারিক পরিবেশে বাস করছে

৭.৩ প্রকল্পের পরিমানগত প্রভাব বিশ্লেষণ

ক. শর্তযুক্ত সহায়তার অর্থ বিনিয়োগ করে আয়ের উপর প্রভাব

সারণি ৭.২ থেকে দেখা যায়, প্রায় তিন-চতুর্থাংশ (৭৩.৬%) উপকারভোগী উত্তরদাতা শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তার অর্থ বিনিয়োগ করেছে, বাকী উত্তরদাতা (২৬.৪%) প্রাপ্ত অর্থ বিনিয়োগ করেনি। বিনিয়োগকারিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক (৭৯.২%) উপকারভোগী বিনিয়োগ করেছে গরু ছাগল পালনে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী হবিগঞ্জ জেলায় (৯৫.৬%) এবং সবচেয়ে কম বরিশাল জেলায় (১৬.৯%)। জেলা ভিত্তিক বিনিয়োগের চিত্র ভিন্ন ভিন্ন যেমন- বরিশালে প্রায় অর্ধেক (৪৯.৮%) সংখ্যক উত্তরদাতা রিক্সা/ভ্যান ক্রয় করেছে, রংপুরে জমি/বাগান ক্রয় করেছে (২৯.৬%)। আবার খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলায় যথাক্রমে ২৫.০% এবং ২০.০% উত্তরদাতা হাঁস মুরগী পালনে বিনিয়োগ করেছে। সারণি থেকে দেখা যায়, বিনিয়োগের চিত্র এক এক এলাকায় এক এক ধরনের হলেও, গরু ছাগল পালন সব এলাকাতেই সামগ্রিকভাবে বেশী।

সারণি ৭.২: উত্তরদাতাদের প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত অর্থের জেলা ভিত্তিক বিনিয়োগের চিত্র (%)

সূচক/নির্দেশক	জেলা												মোট	
	সিলেট		বরিশাল		রংপুর		খুলনা		সাতক্ষীরা		হবিগঞ্জ			
	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা
বিনিয়োগ সম্পর্কে তথ্য														
হ্যাঁ	৬৩.	৪০	১০০	১২	৭৯.৪	৫৪	৩৬.	৪	৪১.৭	৫	৯০.১	৯১	৭৩.৬	২০৬
না	৩৬.	২৩	-	-	২০.৬	১৪	৬৩.৬	৭	৫৮.৩	৭	৯.৯	১০	২৬.৪	৭৪
বিনিয়োগের ক্ষেত্রসমূহ														
গরু/ছাগল ক্রয়	৮৫.	৩৪	১৬.৯	২	৫৭.৪	৩১	৭৫.	৩	৮০.০	৪	৯৫.	৮৭	৭৯.২	১৬১
গাছ রোপন	-	-	-	-	১.৯	১	-	-	-	-	১.১	১	১.০	২
জমি/বাগান ক্রয়	২.৫	১	-	-	২৯.৬	১৫	-	-	-	-	১.১	১	৮.৯	১৭
রিক্সা/ভ্যান ক্রয়	২.৫	১	৪৯.৮	৬	-	-	-	-	-	-	-	-	৩.৫	৭
ক্ষুদ্র ব্যবসা	১০.	৪	৩৩.৩	৪	৫.৬	৩	-	-	-	-	১.১	১	৪.০	১২
ঘর মেরামত	-	-	-	-	৩.৭	২	-	-	-	-	১.১	১	১.৫	৩
সেলাই মেশিন ক্রয়	-	-	-	-	১.৯	১	-	-	-	-	-	-	০.৫	১
হাঁসমুরগি পালন	-	-	-	-	১.৯	১	২৫.	১	২০.০	১	-	-	১.৫	৩
মোট	**১০০.০**	**৪০**	**১০০.০**	**১২**	**১০০.০**	**৫৪**	**১০০.০**	**৪**	**১০০.০**	**৫**	**১০০.০**	**৯১**	**১০০.০**	**২০৬**

খ. শর্তযুক্ত সহায়তার অর্থ বিনিয়োগ থেকে মাসিক গড় আয়

বিনিয়োগ থেকে মাসিক আয় সারণি ৭.৩ এ উল্লেখ করা হলো। সারণি থেকে দেখা যায় ৮২.৩% উপকারভোগী শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তার অর্থ বিনিয়োগ করে মাসে ২০০০ টাকা বা এর কম আয় করছে, এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী খুলনা জেলায় (১০০%) এবং সবচেয়ে কম বরিশাল জেলায় (৩৩.৩%)। অপরদিকে, ৬.৮% উপকারভোগী মাসে ২০০১-৪০০০ টাকা আয় করেন, এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বরিশাল জেলায় (১৬.৭%)। সবচেয়ে বেশী পরিমান টাকা (৬,০০১ টাকা বা এর বেশী) আয় করে ৪.২% উত্তরদাতা, যারা সকলেই বরিশাল জেলার উপকারভোগী।

সারণি ৭.৩: উত্তরদাতাদের বিনিয়োগকৃত অর্থ থেকে মাসিক আয়ের শতকরা বন্টন

সূচক	জেলা												মোট	
	সিলেট		বরিশাল		রংপুর		খুলনা		সাতক্ষীরা		হবিগঞ্জ			
	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা
বিনিয়োগকৃত অর্থ থেকে মাসিক আয়														
≥২০০০	৭৫.০	৩০	৩৩.৩	৪	৯৬.২	৫২	১০০	৪	১০০	৫	৮৯.০	৮১	৮২.৩	১৭৬
২০০১-৪০০০	১২.৫	৫	১৬.৭	২	-	-	-	-	-	-	১১.০	১০	৬.৮	১৭
৪০০১-৬০০০	১২.৫	৫	২৫.০	৩	৩.৮	২	-	-	-	-	-	-	৬.৭	১০
৬০০১≥ টাকা	-	-	২৫.০	৩	-	-		-	-	-	-	-	৪.২	৩
মোট (%)	**১০০.০**	**৪০**	**১০০.০**	**১২**	**১০০.**	**৫৪**	**১০০.০**	**৪**	**১০০.০**	**৫**	**১০০.০**	**৯১**	**১০০.০**	**২০৬**

গ. শিশু সুরক্ষার উপর প্রভাব

জেলা ভিত্তিক স্কুল থেকে ঝরে পড়ার তথ্য লেখচিত্র ৭.১ উল্লেখ করা হলো । সামগ্রিকভাবে ১৪.৮% উপকারভোগী পরিবারের শিশুরা বিদ্যালয়ে যায় না। এদের মধ্যে এই সংখ্যা সবচেয়ে বেশী রংপুর জেলায় (১৭.৮%) এবং সবচেয়ে কম বরিশাল জেলায় (১২.৩%)। অন্যদিকে, এক-তৃতীয়াংশের বেশী (৩৭.২%) সংখ্যক উপকারভোগী-নন পরিবারের শিশুরা বর্তমানে বিদ্যালয়ে যায় না। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী হবিগঞ্জ জেলায় (৩৯.৩%) এবং সবচেয়ে কম বরিশাল জেলায় (৩৫.৫%)।

লেখচিত্র ৭.১: উপকারভোগী ও উপকারভোগী নন শিশুদের জেলাভিত্তিক স্কুল থেকে ঝরে পড়ার চিত্র (%)

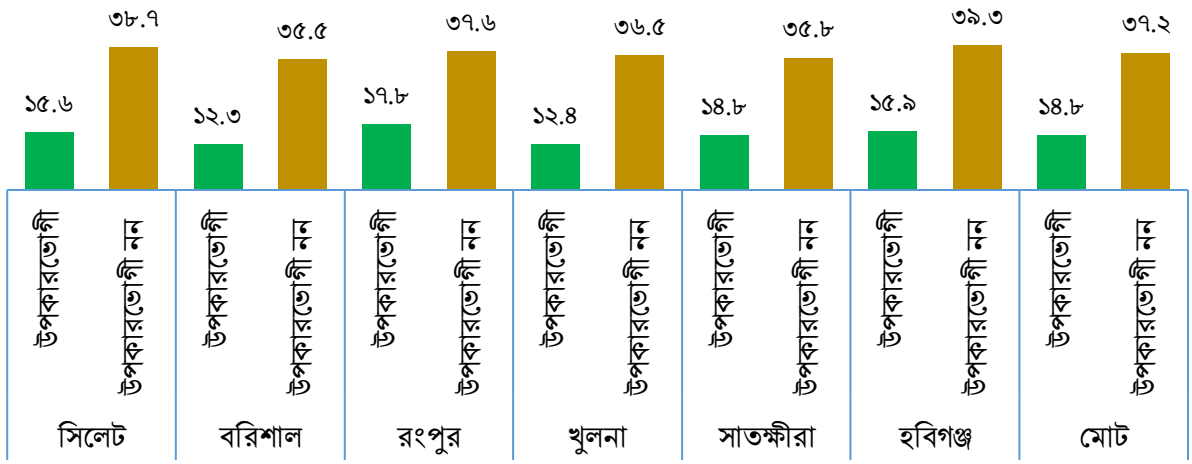

ঘ. শিশুশ্রম সম্পর্কিত তথ্য

লেখচিত্র ৭.২ বিশ্লেষণে দেখা যায়, সামগ্রিকভাবে, ১১.৩% উপকারভোগী উত্তরদাতা স্বীকার করেছেন যে তাদের সন্তান/পোষ্য বর্তমানে শিশুশ্রমে নিযুক্ত আছে। এই হার সবচেয়ে বেশী সিলেট জেলায় (১৪.৭%) এবং সবচেয়ে কম বরিশাল জেলায় (৮.৮%)। অন্যদিকে, এক-তৃতীয়াংশের বেশী (৩৫.৬%) উপকারভোগী-নন উত্তরদাতারা বলেছেন তাদের সন্তান/পোষ্য বর্তমানে শিশু শ্রমে নিয়োজিত। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী হবিগঞ্জ জেলায় (৩৭.৭%) এবং সবচেয়ে কম বরিশাল জেলায় (৩৩.৪%)।

লেখচিত্র ৭.২: উপকারভোগী ও উপকারভোগী নন শিশুদের জেলাভিত্তিক শিশুশ্রমের চিত্র (%)

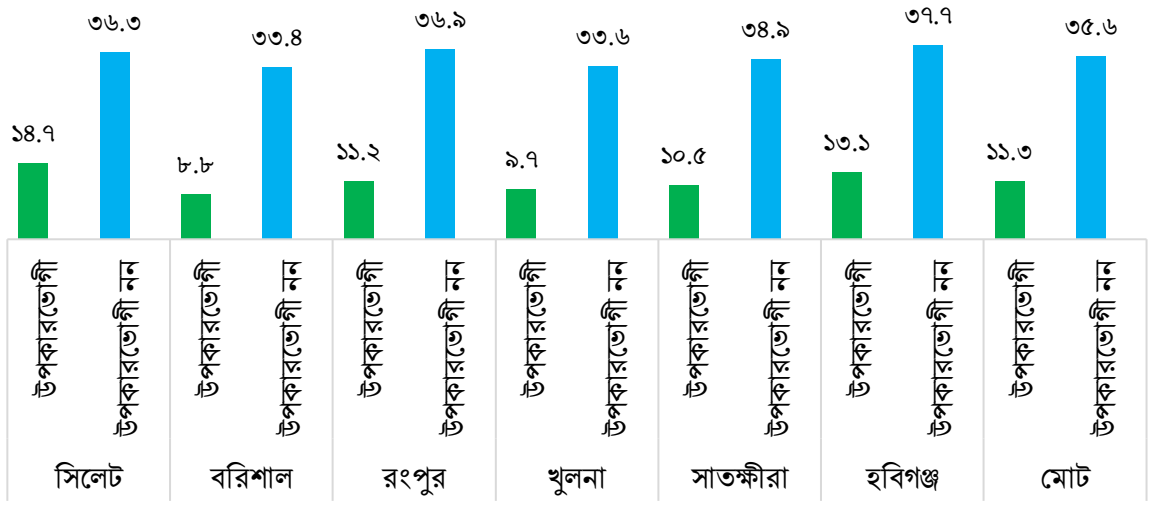

ঙ. বাল্যবিবাহ

বাল্যবিবাহের সামগ্রিক চিত্র লেখচিত্র ৭.৩ উপস্থাপন করা হলো। সামগ্রিকভাবে ১১.২% উপকারভোগী পরিবারের সন্তান/পোষ্যকে শিশু বয়সে (১৮ বছরের কম বয়সে) বিয়ে দিয়েছেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক হবিগঞ্জ জেলায় (১৪.৭%) এবং সবচেয়ে কম বরিশাল জেলায় (৮.১%)। অপরদিকে, এক-তৃতীয়াংশের বেশী উপকারভোগী-নন স্বীকার করেছেন যে তাদের সন্তান/পোষ্যকে বাল্যবিবাহ দিয়েছেন। এই হার সবচেয়ে বেশী হবিগঞ্জ জেলায় (৩৭.০%) এবং সবচেয়ে কম বরিশাল জেলায় (৮.১%)।

লেখচিত্র ৭.৩: উপকারভোগী ও উপকারভোগী নন শিশুদের জেলাভিত্তিক বাল্যবিবাহের চিত্র (%)

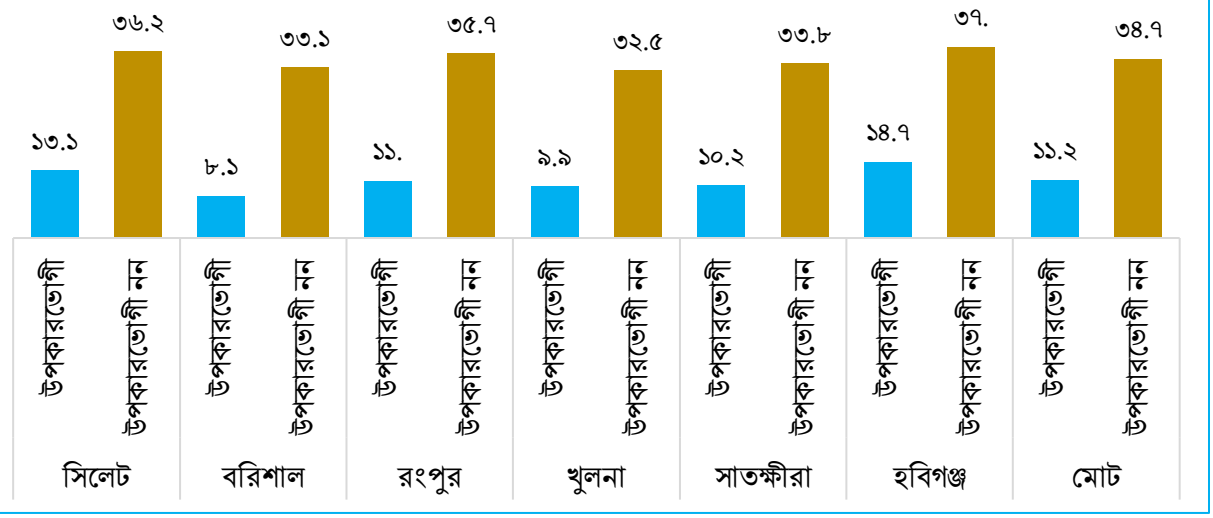

চ. ডাটা ট্রায়াংগুলেশন:

প্রভাব মূল্যায়নের জন্য মিশ্র পদ্ধতি অবলম্বন করে বিভিন্ন শ্রেনির উত্তরদাতাদের নিকট থেকে পরিমানগত ও গুনগত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। উত্তরদাতাদের সাথে আলোচনা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, শর্তযুক্ত অর্থ বিনিয়োগ করায় তাদের আয় বেড়েছে। অপরদিকে, শিশুশ্রম, বাল্যবিবাহ, যৌননির্যাতন হ্রাস পেয়েছে এবং বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং বিশ্লেষণ থেকে বলা যায় প্রকল্পটি শিশু সুরক্ষার উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে-সারণি ৭.৪।

সারণি ৭.৪ ডাটা ট্রায়াংগুলেশন

প্রধান ফলাফল	জরিপ ডাটা	ফোকাসগ্রুপ আলোচনা	মূল তথ্যদাতাদের সাথে আলোচনা
আয় উপর প্রভাব	৭৩.৬% উত্তরদাতা বলেছেন শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তার অর্থ বিনিয়োগ করার ফলে পূর্বের তুলনায় তাদের আয় বেড়েছে	শিশুরা মাতা-পিতা ও আইনি অভিভাবকদের সাথে আলোচনায় জানা যায়, শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তার অর্থ বিনিয়োগ করার ফলে তাদের আয় বেড়েছে	মূল তথ্যদাতাদের সাথে আলোচনায় জানা যায়, যে সকল পরিবার এই টাকা পেয়েছে তারা অনেকেই এই টাকা বিভিন্ন ভাবে বিনিয়োগ করেছে এবং বিনিয়োগ থেকে আয় করছে এবং পূর্বে থেকে বর্তমানে আয় বেড়েছে
শিশুশ্রম হ্রাস	উপকারভোগী পরিবারের শিশুদের মধ্যে শিশুশ্রমের হার ১১.৩% এবং উপকার পায়নি এমন পরিবারে শিশুদের মধ্যে এই হার ৩৫.৬%	অভিভাবকদের সাথে আলোচনার সময় তারা জানান যে, বর্তমানে তাদের সন্তানেরা কোন কাজ করে না।	উত্তরদাতারা আলোচনাকালে জানান, যে সকল পরিবার টাকা পেয়েছে তাদেরকে বিভিন্ন সময়ে ফলো-আপ করতে গিয়ে দেখেছে শিশু কোন কাজে নিয়োজিত নাই।
শিশু বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার হার কমেছে	উপকারভোগী পরিবারের শিশুদের মধ্যে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার হার ১৪.৮% এবং উপকার পায়নি এমন পরিবারে শিশুদের মধ্যে এই হার ৩৭.২%	শিশুর অভিভাবকদের সাথে আলোচনার সময় তারা বলেছেন যে, বর্তমানে তাদের সন্তানেরা নিয়মিত বিদ্যালয়ে যায় এবং পড়াশুনা করছে।	পরিবার ফলো-আপ করে জানা যায়, যে সকল পরিবার টাকা পেয়েছে তাদেরকে শিশুরা নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাচ্ছে বলে তথ্যদাতারা জানান।
বাল্য বিবাহ হ্রাস পেয়েছে	উপকার পেয়েছে এমন পরিবারের শিশুদের মধ্যে বাল্য বিবাহের হার ১১.২% এবং উপকার পায়নি এমন পরিবারে শিশুদের মধ্যে এই হার ৩৪.৭%	শিশুর অভিভাবকদের সাথে আলোচনার সময় স্বীকার করেছেন যে, বর্তমানে তারা বাল্যবিবাহের কুফল বুঝতে পেরেছেন। তাদের সন্তানদের আর বাল্যবিবাহ দিবেন না ।	আলোচনার সময় উত্তরদাতারা জানান, যে সকল পরিবার টাকা পেয়েছে তাদের প্রায় সকলের সাথে এবং শিশুদের সাথে আমাদের যোগাযোগ আছে। ফলো-আপের রিপোর্ট অনুসারে বলা যায় বাল্য বিবাহ অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।
যৌন নির্যাতন হ্রাস	উপকারভোগী পরিবারের শিশুদের মধ্যে যৌন নির্যাতন এর হার ৪০.৭% কমেছে	শিশুদের আলোচনার সময় তারা জানান যে, বর্তমানে তাদের যৌন নির্যাতন হার কমেছে। অপরদিকে অভিভাবকদের সাথে আলোচনার সময় তারা একইমত প্রকাশ করেন।	শিশুদের পরিবার পরিদর্শন করে এবং পরিবারের সাথে আলোচনায় জানা যায় শিশুদের যৌন নির্যাতন হার আগের তুলনায় কমেছে। তারা আরো জানান যে এলাকাতে শিশু সুরক্ষা কমিটি এ বিষয়ে কাজ করছে।
জীবনদক্ষতা বেড়েছে	যে সকল শিশুরা বিভিন্ন ধরণের সেবা পেয়েছে তাদের মধ্যে প্রায় সকল (১০০%) যুব মহিলা জীবন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।	শিশুর অভিভাবকদের সাথে আলোচনার সময় তারা জানান যে, বর্তমানে তাদের সন্তানেরা সমস্যা মোকাবিলা করতে পারে, বিদ্যালয়ে যাতায়াতে তেমন সমস্যা হয় না।	যুবরা জীবন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ গ্রহনের ফলে তারা নিজেরাই অনেক সমস্যা মোকাবিলা করতে পারছে।

ছ. বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহনের ফলে প্রভাব সমূহ

অনেক উপকারভোগী শিশুরা ডিআইসি, শিশু বান্ধব কেন্দ্র, উন্মুক্ত বিদ্যালয় এবং জরুরি রাত্রিকালিন আশ্রয় কেন্দ্র থেকে সেবা গ্রহণ করেছে। কিন্তু তারা কোন শর্তযুক্ত সহায়তা পায়নি। এ সকল শিশু দের উপর যে প্রভাব পড়েছে তা নিম্নে সারণিতে উল্লেখ করা হলো:

সারণি ৭.৪ থেকে দেখা যায় যে, ৬৬.২% উপকারভোগীরা বলেছেন তাদের সন্তান/পোষ্য সমবয়সীদের সাথে চলাফেরা করতে পারছে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উপকারভোগীরা বলেছেন তাদের সন্তান বর্তমানে পড়াশুনা করছে এবং নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। উত্তরদাতাদারা অন্যান্য যে সকল প্রভাবের কথা বলেছেন তা হলো: সমস্যা মোকাবিলা করতে পারে (৬৩.২%); সচেতন হয়েছে (৫৭.৭%); অপরাধমূলক কাজ থেকে বিরত আছে (৫৭.৭%); বাল্য বিবাহ থেকে রক্ষা পেয়েছে (৫০.১%); পরিবারকে কাজে সহযোগীতা করতে পারছে (৫২.৯%); যৌন নির্যাতনের ভয় নাই (৪০.৭%); এবং মাদক গ্রহণ থেকে বিরত আছে (২৯.৪%)।

সারণি ৭.৫: জেলাভিত্তিক উত্তরদাতাদের সন্তান/পোষ্যের উপর কী কী প্রভাব পড়েছে তার শতকরা বন্টন

চলক	বিভাগীয় শহর						সর্বমোট	
	ঢাকা		চট্টগ্রাম		বরিশাল			
	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন
মোট ()	**n=২৩১**	**n=১১৫**	**n=৯৮**	**n=৪৯**	**n=৫৫**	**n=২৮**	**n=৩৮৪**	**n=১৯২**
সেবা পাবার ফলে শিশুদের উপর কী কী প্রভাব সম্পর্কে তথ্য								
অপরাধমূলক কাজ থেকে বিরত	৬৭.১	১৩.৬	৫৪.৩	১৪.৬	৫১.৯	১৯.৫	৫৭.৭	
মাদক থেকে বিরত	৩৯.৩	১১.২	২১.৭	১২.১	২৭.১	২১.৩	২৯.৪	
যৌন নির্যাতনের হ্রাস পেয়েছে	৪৭.৪	১৩.৭	৩১.১	১১.৬	৪৩.৫	১৭.৬	৪০.৭	
সমস্যা মোকাবিলা করতে পারে	৬৭.৩	১২.৮	৬৯.২	১১.৪	৫৩.২	১৮.৬	৬৩.২	
বর্তমানে পড়াশুনা করছে	৬৩.৫	২৩.৩	৮১.১	১৯.৫	৪৭.৪	৩৭.৩	৬৪.০	
বাল্য বিবাহ থেকে রক্ষা পেয়েছে	৪৯.৪	৭.০	৪৩.৭	৬.২	৫৭.২	১৫.০	৫০.১	
পরিবারের সম্মান বেড়েছে	৪৩.৩	৩.৩	৪১.২	৫.১	৫২.১	৬.২	৪৫.৫	
সমবয়সীদের সাথে চলাফেরা	৬৪.৩	১১.১	৭৭.৮	১২.২	৫৬.৪	২১.১	৬৬.২	
পরিবারকে কাজে সহযোগীতা	৫২.২	২৩.৯	৪৭.২	২৭.৯	৫৯.৩	৩৭.৩	৫২.৯	
সচেতন হয়েছে	৫৭.৪	১৯.৬	৪৬.২	২১.৬	৬৯.১	২৯.৫	৫৭.৭	
মোট	**১০০**	**১০০**	**১০০**	**১০০**	**১০০**	**১০০**	**১০০**	**১০০**

৭.৪ প্রকল্পের প্রাসঙ্গিকতা

বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩৪ শতাংশ শিশু। শিশুর সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে শিশুদের প্রতি বঞ্চনা এবং শোষণের হার দিন দিন বেড়েই চলেছে, যার প্রধান কারণ মানবিক ও অর্থনৈতিক দরিদ্রতা [১]। শিশুদের দরিদ্রতার একটি বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, ৪৬% শিশু জাতীয় দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে, এবং ২৩% শিশু অতিদারিদ্রসীমার নীচে বাস করে এবং ৫৯% শিশু দৈনিক ১.০৮ ডলারের কম (ক্রয় ক্ষমতা) আয়ে জীবননির্বাহ করে। এই দরিদ্র শিশুরা অন্যান্য সচ্ছল শিশুদের তুলনায় স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, বিশুদ্ধ খাবার পানি, পয়:নিষ্কাশন, আশ্রয় ও তথ্য -এই ৭ টি অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে দিন দিন বাড়ছে পথশিশুদের সংখ্যা, অপরদিকে বেড়ে চলেছে শিশুশ্রম, বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া শিশুর সংখ্যা এবং বাল্যবিবাহ। এমন একটি পরিস্থিতিতে ইউনিসেফ এর কারিগরি সহযোগীতায় শিশু অধিকার সুরক্ষা করা এবং সেবাদানকারিদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার "চাইল্ড সেনসিটিভ সোশ্যাল প্রটোকশন ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। প্রকল্পটি পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন যৌক্তিক এবং খুব প্রাসঙ্গিক ছিল । অপরদিকে, এই সকল সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের অবস্থা বিবেচনা করে যে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয় তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ছিল, যেমন: শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা, পথ শিশুদের জন্য নিরাপদ থাকা ও খাবার ব্যবস্থা, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, বিনোদনের ব্যবস্থা, জীবন দক্ষতামূলক শিক্ষা, জন্মনিবন্ধন, আইনি সহায়তা এবং পরিবারে পুন:একত্রীকরণ ইত্যাদি।

৭.৫ কার্যকারিতা

প্রকল্পের কার্যক্রম দুইভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে যেমন: শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা ও অন্যান্য সেবা- পথশিশুদের জন্য নিরাপদ থাকার ব্যবস্থা, খাবার ব্যবস্থা, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, বিনোদনের ব্যবস্থা, জীবন দক্ষতামূলক শিক্ষা, জন্মনিবন্ধন, আইনি সহায়তা এবং পরিবারে পুন:একত্রীকরণ ইত্যাদি। যে সকল উপকারভোগী (শিশু ও পরিবার) এই দুই ধরণের সেবা পেয়েছে তাদের সাথে ফোকাস গ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে জানা যায়, শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা পাবার ফলে তাদের শিশুরা বর্তমানে পড়াশুনা করছে, তাদের মধ্যে বাল্য বিবাহ দেয়ার ইচ্ছা কমেছে এবং ১৮ বছরের আগে কোন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে না দেয়ার ব্যাপারে একধরণের সংকল্প বোধ তৈরী হয়েছে। প্রকল্পের ফলে শিশুর পরিবারে ভালো খাবার খেতে পারছে। শিশুরা নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাচ্ছে এবং তারা জন্মনিবন্ধন করতে সক্ষম হয়েছে। সর্বোপরি, তাদের বিভিন্ন ধরণের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করার প্রবনতা এবং সুরক্ষিত ভাবে বসবাস করছে।

৭.৬ দক্ষতা

প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে, জাতীয় প্রকল্প পরিচালকগন স্বল্প সময়ের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করার ফলে প্রকল্পর কাজের গতিশীলতা হ্রাস পায়। তবে কোন কোন প্রকল্প পরিচালকগন দীর্ঘ সময় দায়িত্বে থাকার ফলে প্রকল্পের অর্জন ফলপ্রসু হয়েছে। প্রকল্পের দুই ধরণের বাজেটের (রাজস্ব ও প্রকল্প সাহায্য) প্রায় ৯৯% খরচ হয়েছে। প্রকল্প কর্মকর্তাবৃন্দ মৌলিক সমাজসেবা প্রশিক্ষণ (বিএসএসটি) এবং পেশাগত সমাজসেবা প্রশিক্ষণ (পিএসএসটি) পেয়েছেন। এসব কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে জানা যায়, প্রকল্প শুরুর দিকে সমাজকর্মী কম ছিল এবং এ ধরনের কাজে তাদের দক্ষতাও কম ছিল। প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর, বর্তমানে, তাদের কাজের দক্ষতা বেড়েছে। প্রকল্পের প্রাথমিক অবস্থায় জরিপের মাধ্যমে শিশুর ঝুঁকি মূল্যায়ন করা হতো, ফলে বেশী সময়ের প্রয়োজন হতো। কিন্তু, পরবর্তীতে কেস ম্যানেজমেন্ট এর মাধ্যমে শিশুর ঝুঁকি মূল্যায়ন হচ্ছে ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে শিশু নির্বাচন করা হয়েছে। এরপর কেস কনফারেন্স এর মাধ্যমে শিশুর অভিভাবক ও সমাজকর্মী যৌথভাবে শিশুটির জন্য ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা তৈরী করেন। এ প্রকল্পের শর্তযুক্ত সহায়তা প্রদান করা হয়। বিশ্লেষণে দেখা যায় শিশু নির্বাচন পদ্ধতি শক্তিশালী হয়েছে।

৭.৭ প্রকল্পের টেকসই দিকসমূহ

শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা শিশু সুরক্ষার জন্য একটি প্রধান কার্যক্রম। শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে তিনটি শর্ত শিশুর পরিবারকে মেনে চলতে হয়েছে, যেমন- শিশুকে বিয়ে দেয়া যাবে না, নিয়মিত বিদ্যালয়ে পাঠাতে হবে, এবং তাদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিযুক্ত করা যাবে না। পাশাপাশি, পথশিশুদের জন্য উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্তির পর আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় রেফার/ভর্তিতে সহায়তা করা, কারিগরি শিক্ষা প্রদান করা, জীবন দক্ষতামূলক শিক্ষা প্রদান করা ও জন্মনিবন্ধন এবং পরিবারে পুন:একত্রীকরণ নিশ্চিত করা ইত্যাদি। তিনটি মাধ্যমে উপকারভোগীদের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে যেমন: খানা জরিপ, ফোকাস গ্রুপ আলোচনার এবং মূল তথ্যদাতাদের সাথে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে। উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় শিশু বর্তমানে পরিবারের সাথে বসবাস করছে অর্থাৎ শিশুরা বর্তমানে আর পথে/কর্মস্থলে অবস্থান করে না। শিশুরা বর্তমানে নিয়মিত বিদ্যালয়ে যায়, তারা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিযুক্ত নাই। তবে পরিবারকে তারা মাঝে মাঝে পরিবারিক কাজে সহায়তা করে। শিশুদের মধ্যে বাল্য বিবাহের ঝুঁকি হ্রাস পেয়েছে। অপরদিকে, শিশুরা বিশেষ করে যুবরা সচেতন হয়েছে এবং নিজেরাই সমস্যা মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছে। শিশুর পরিবারের সদস্যরা জানায়, সমাজে তাদের মর্যাদা বেড়েছে, শিশুরা বিভিন্ন ঝুঁকি ও এর কুফল সম্পর্কে পূর্বের চেয়ে সচেতন হয়েছে। ভবিষ্যতে পরিবার তাদের শিশুকে নিয়মিত বিদ্যালয়ে পাঠাবে, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে পাঠানো থেকে বিরত থাকবে ও বাল্যবিবাহ নিরুৎসাহিত করবে। অর্থাৎ বলা যায় শিশুরা বর্তমানে সুরক্ষিত। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য সমূহ অর্জন হয়েছে যা টেকসই পথের গতিকে ত্বরান্বিত করে।

৭.৮ আর্থ-সামাজিক অবস্থায় প্রভাব

চাইল্ড সেনসিটিভ সোশ্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য উপকারভোগী ও উপকারভোগী-নন (কন্ট্রোল গ্রুপ) নারী ও পুরুষদের নিকট থেকে গুনগত ও সংখ্যাগত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য ৯৯৬ জন পিতা-মাতা/অভিভাবকদের নিকট থেকে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে, এদের মধ্যে ২৮০ জন উপকারভোগী যারা শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা পেয়েছে, ৩৮৪ জন উপকারভোগী যারা শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা পায়নি কিন্তু অন্যান্য সেবা পেয়েছে এবং ৩৩২ জন উত্তরদাতা যারা কোন উপকার পায়নি।

আর্থ-সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নের জন্য মোট ৯ টি উদ্দেশ্যকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমত: আর্থ-সামাজিক অবস্থা;বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, বৈবাহিক অবস্থা, বসবাসের স্থান, ছেলে মেয়ের সংখ্যা, আয়ের সাথে যুক্ত পরিবারের সদস্য, আয়ের উৎস, বর্তমানে মাসিক আয় ও ব্যয় এবং পূর্বের আয় ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত: শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত তথ্য যেমন- শিশুর বয়স, লিঙ্গ, বর্তমানে পড়াশুনার অবস্থা, বৈবাহিক অবস্থা, বিয়ে হলে যখন বিয়ে হয়েছিল তখন বয়স কত ছিল, বর্তমানে শিশু/পোষ্যর শিশুশ্রম সম্পর্কে তথ্য। এবং তৃতীয়ত: বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে সেবা গ্রহণ যেমন-ডিআইসি, উম্মুক্ত বিদ্যালয়, জরুরী রাত্রিকালীয় নিরাপদ আশ্রয়, শিশুবান্ধব স্পেস/স্থান ইত্যাদি থেকে সেবা গ্রহণ সম্পর্কিত তথ্য।

এ সংক্রান্ত তথ্য পরবর্তী অংশে নিম্নলিখিতভাবে দেখানো হলো:

- আর্থ-সামাজিক অবস্থার তথ্য
- শিশু সুরক্ষা সম্পর্কিত তথ্য
- প্রকল্প সেবা সম্পর্কে তথ্য
- শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা সম্পর্কে তথ্য
- বিভিন্ন সেবা সম্পর্কে তথ্য
- অন্যান্য

এই উপ-অধ্যায়ে শর্তযুক্ত সহায়তা পেয়েছে এবং যারা পায় নাই এমন উত্তরদাতাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা আলোচনা করা হয়েছে যেমন-বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, বৈবাহিক অবস্থা, বসবাসের স্থান, আয়ের উৎস, পরিবারের লোকসংখ্যা, বর্তমানে মাসিক আয় ও ব্যয় এবং পূর্বের আয় ইত্যাদি।

লিঙ্গ ভিত্তিক বন্টন

লেখচিত্র ৭.১ এবং ৭.২ থেকে দেখা যায়, উপকারভোগী নারীদের শতকরা হার পুরুষের হারের প্রায় তিন গুন। অর্থাৎ নারী শতকরা ৭৩.২% এবং পুরুষ ২৬.৮%। অপরদিকে উপকারভোগী-নন এমন উত্তরদাতাদের মধ্যে নারী ও পুরুষ সংখ্যা ৭৮.৬% এবং ২১.৪%।

লেখচিত্র ৭.৪: উপকারভোগী উত্তরদাতার লিঙ্গ ভিত্তিক শতকরা হার

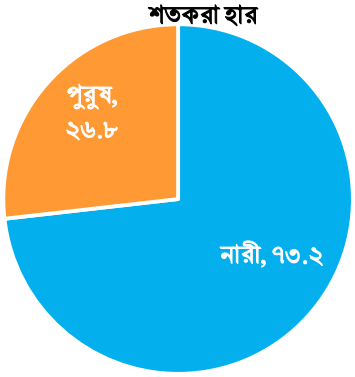

লেখচিত্র ৭.৫: উপকারভোগী নন উত্তরদাতার লিঙ্গ ভিত্তিক শতকরা হার

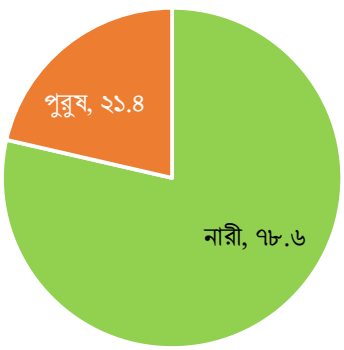

সারণি ৭.৫: জেলা ভিত্তিক খানা সদস্যদের লিঙ্গ বন্টন (%)

সূচক	জেলা												মোট	
	সিলেট		বরিশাল		রংপুর		খুলনা		সাতক্ষীরা		হবিগঞ্জ			
	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন
	n=৭০	n=৩৫	n=১২	n=৬	n=৭১	n=৩৫	n=১১	n=৬	n=১২	n=৬	n=১০৪	n=৫২	n=২৮০	n=১৪০
উত্তরদাতার লিঙ্গ														
নারী	৮২.৯	৭৪.৩	৭৫	৫০	৯১.৫	৯১.৪	৬৩.৬	৮৩.৬	৬৬.৭	১০০	৫৫.৮	৭৩.১	৭৩.২	৭৮.৬
পুরুষ	১৭.১	২৫.৭	২৫	৫০	৮.৫	৮.৬	৩৬.৪	১৬.৭	৩৩.৩		৪৪.২	২৬.৯	২৬.৮	২১.৪
মোট (%)	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**

বয়স ভিত্তিক বন্টন

উপকারভোগীর বয়সের বন্টন লেখচিত্র ৭.৬ এ উল্লেখ করা হলো। চিত্র থেকে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশী সংখ্যক উপকারভোগীদের (২৮.৯%) বয়স ৫১ বছর এবং এর বেশী। দ্বিতীয় অবস্থানে আছে ২২.৯% উত্তরদাতা যাদের বয়স ৩৬-৪০ বছর। সবচেয়ে কম সংখ্যক উত্তরদাতা (৪.১%) এদের বয়স ৩০ বছর এবং এর কম।

উপকারভোগী-নন মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক উত্তরদাতার (২২.৯%) বয়স ৩৬-৪০ বছর। দ্বিতীয় স্থানে আছে ১৯.৩ শতাংশ উত্তরদাতা যাদের বয়স ৫০ বছর এবং এর বেশী। সবচেয়ে কম সংখ্যক উত্তরদাতার সংখ্যা ১১.৪ শতাংশ এদের বয়স ৩০ বছর এবং এর কম।

লেখচিত্র ৭.৬: উত্তরদাতাদের বয়স ভিত্তিক শতকরা বন্টন

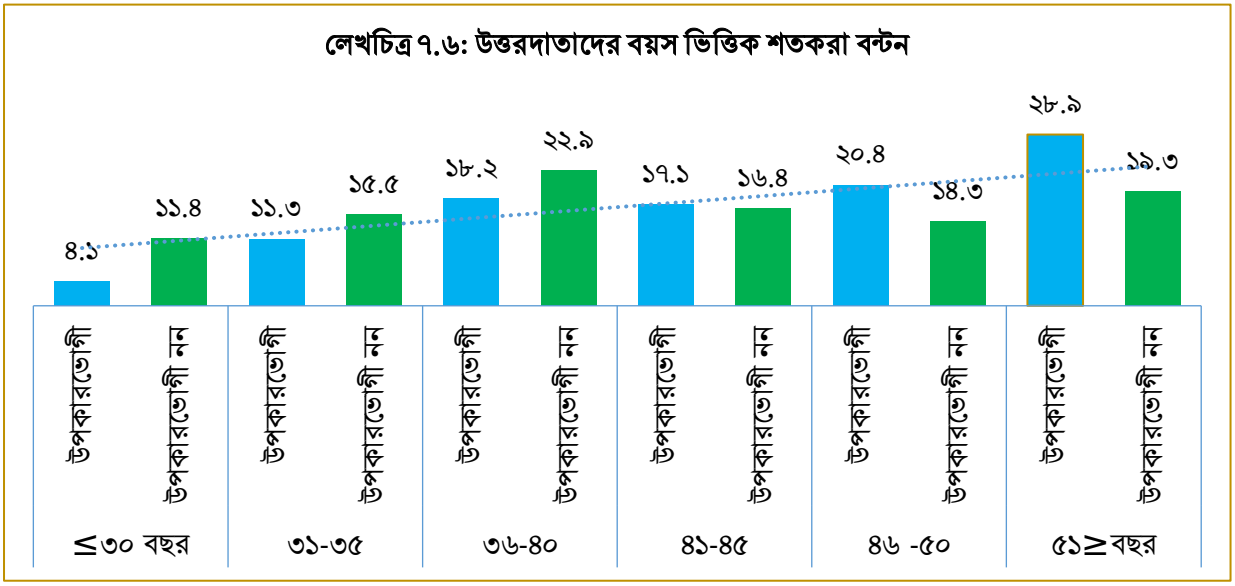

সারণি ৭.৬: জেলা ভিত্তিক উত্তরদাতাদের বয়সের শতকরা বন্টন

সূচক	জেলা												মোট	
	সিলেট		বরিশাল		রংপুর		খুলনা		সাতক্ষীরা		হবিগঞ্জ			
	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন
মোট (n)	**n=৭০**	**n=৩৫**	**n=১২**	**n=৬**	**n=৭১**	**n=৩৫**	**n=১১**	**n=৬**	**n=১২**	**n=৬**	**n=১০৪**	**n=৫২**	**n=২৮০**	**n=১৪০**
উত্তরদাতার বয়স														
≤৩০ বছর	২.৯	১১.৪	-	-	৫.৭	১৪.৩	৯.১	১৬.৭	৮.৩	৩৩.৩	২.৯	৭.৭	৪.১	১১.৪
৩১-৩৫	২৭.১	২৮.৬	৮.৩	১৬.৭	৫.৬	১৭.১	-	১৬.৭	-	-	৭.৭	৭.৭	১১.৩	১৫.৫
৩৬-৪০	১৮.৬	৩৭.১	৪১.৭	৩৩.৩	১১.৩	১৭.১	১৮.২	৩৩.৩	১৬.৭	-	২০.২	১৭.৩	১৮.২	২২.৯
৪১-৪৫	১২.৯	১১.৪	৮.৩	১৬.৭	১২.৭	১৪.৩	২৭.৩	৩৩.৩	২৫.০	১৬.৭	২২.১	১৯.২	১৭.১	১৬.৪
৪৬ -৫০	১৫.৭	৮.৬	১৬.৭	৩৩.৩	২৩.৯	১১.৪	১৮.২	-	২৫.০	১৬.৭	২১.২	১৯.২	২০.৪	১৪.৩
৫১≥বছর	২২.৯	২.৯	২৫.০	-	৪০.৮	২৫.৭	২৭.৩	-	২৫.০	৩৩.৩	২৬.০	২৮.৮	২৮.৯	১৯.৩
গড় বয়স	৪৩.০	৩৭.৩	৪৩.০	৪১.০	৪৮.১	৪২.১	৪৪.৩	৩৬.৩	৪৪.৫	৩৯.৮	৪৫.৪	৪৪.৫	৪৫.৩	৪১.৪
মোট (%)	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**

শিক্ষাগত যোগ্যতা

উভয় শ্রেনির উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্য সারণি ৭.৩ এ উল্লেখ করা হলো। তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সামগ্রিকভাবে উপকারভোগীদের অর্ধেকের ও বেশী (৫১.৮%) উত্তরদাতা কখনো স্কুলে যায়নি। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী রংপুরে (৫৬.৩%) এবং সবচেয়ে কম খুলনায় (২৭.৩%)। দুই-পঞ্চমাংশের বেশী (৪০.৮%) উপকারভোগীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ৫ম শ্রেনি পাশ। উপকারভোগীদের প্রায় ৩.৯ শতাংশ অষ্টম শ্রেনি পাশ, ২.৯ শতাংশ এস.এস.সি পাশ এবং মাত্র ০.৪ শতাংশ এইচ.এস.সি পাশ করেছে।

অন্যদিকে, কখনো স্কুলে যায়নি এমন উত্তরদাতার সংখ্যা উপকারভোগীদের মধ্যে ৫১.৮% এবং উপকারপায়নি তাদের মধ্যে ৪২.১%। উল্লেখ্য, অষ্টম এবং তদুর্ধ শ্রেণিতে শিক্ষাগত যোগ্যতার হার উপকারভোগীদের মধ্যে কম। উপকারভোগীদের মধ্যে ৭.২%, অপরদিকে উপকারভোগী নন এদের মধ্যে ১৯.৩%।

সারণি ৭.৭: জেলা ভিত্তিক উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতার শতকরা বন্টন

সূচক	জেলা												মোট	
	সিলেট		বরিশাল		রংপুর		খুলনা		সাতক্ষীরা		হবিগঞ্জ			
	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন
মোট (n)	**n=৭০**	**n=৩৫**	**n=১২**	**n=৬**	**n=৭১**	**n=৩৫**	**n=১১**	**n=৬**	**n=১২**	**n=৬**	**n=১০৪**	**n=৫২**	**n=২৮০**	**n=১৪০**
শিক্ষাগত যোগ্যতা														
প্রাইমারি স্কুল পাশ	৪১.৪	৩৪.৩	৬৬.৭	৩৩.৩	৩৬.৬	৪৫.৭	৪৫.৫	৩৩.৩	৪১.৭	৫০.০	৩৯.৪	৩৬.৫	৪০.৭	৩৮.৬
অষ্টম শ্রেনি পাশ	১.৪	১৪.৩	-	১৬.৭	৪.২	১৪.৩	১৮.২	-	১৬.৭	১৬.৭	২.৯	৯.৬	৩.৯	১২.৪
এস.এস.সি পাশ	১.৪	২.৯	-	-	১.৪	২.৯	৯.১	১৬.৭	৮.৩	১৬.৭	৩.৮	১.৯	২.৯	৩.৩
এইচ.এস.সি পাশ	-	৫.৭	-	১৬.৭	১.৪	২.৯	-	১৬.৭	-	-	-	-	০.৪	৩.৬
কখনো স্কুলে যায় নাই	৫৫.৭	৪২.৯	৩৩.৩	৩৩.৩	৫৬.৩	৩৪.৩	২৭.৩	৩৩.৩	৩৩.৩	১৬.৭	৫২.৯	৫১.৯	৫১.৮	৪২.১
মোট (%)	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**

বৈবাহিক অবস্থার তথ্য

সামগ্রিকভাবে উপকারভোগীদের অর্ধেকের বেশী (৫১.১%) উত্তরদাতা বিধবা বা বিপত্নিক। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সিলেট জেলায় (৫৮.৬%) এবং সবচেয়ে কম সংখ্যক সাতক্ষীরা জেলায় (৩৩.৩%)। অন্যদিকে, দুই-পঞ্চমাংশের বেশী (৪১.১%) উপকারভোগীরা বর্তমানে বিবাহিত। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বরিশাল জেলায় (৫৮.৩%), এবং সবচেয়ে কম সিলেট জেলায় (২৭.১%)। এখানে উল্লেখ্য যে সিলেট জেলায় ১৪.৩ শতাংশ উত্তরদাতা তালাকপ্রাপ্ত।

অপরদিকে কন্ট্রোল গ্রুপের মধ্যে অর্ধেক (৫০%) বর্তমানে বিবাহিত। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশীরভাগ বরিশাল জেলায় ১০০ শতাংশ এবং সবচেয়ে কম হবিগঞ্জ জেলায় (২৫%)। তালাকপ্রাপ্ত সবচেয়ে বেশী খুলনা জেলায় (১৬.৭%), সারণি-৭.৮।

সারণি ৭.৮: জেলা ভিত্তিক উত্তরদাতাদের বৈবাহিক অবস্থার শতকরা বন্টন

সূচক	জেলা												মোট	
	সিলেট		বরিশাল		রংপুর		খুলনা		সাতক্ষীরা		হবিগঞ্জ			
	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন
মোট (n)	**n=৭০**	**n=৩৫**	**n=১২**	**n=৬**	**n=৭১**	**n=৩৫**	**n=১১**	**n=৬**	**n=১২**	**n=৬**	**n=১০৪**	**n=৫২**	**n=২৮০**	**n=১৪০**
বৈবাহিক অবস্থা														
অবিবাহিত	-		-		-		৯.১		১৬.৭		১.০		১.৪	-
বর্তমানে বিবাহিত	২৭.১	৮৫.৭	৫৮.৩	১০০	৪৬.৫	৪০.০	৪৫.৫	৫০.০	৪১.৭	৬৬.৭	৪৪.২	২৫.০	৪১.১	৫০.০
বিধবা/বিপত্নিক	৫৮.৬	৮.৬	৪১.৭	-	৪৯.৩	৫৪.৩	৩৬.৪	৩৩.৩	৩৩.৩	৩৩.৩	৫১.৯	৭১.২	৫১.১	৪৫.০
তালাকপ্রাপ্ত	১৪.৩	৫.৭	-	-	৪.২	৫.৮	৯.১	১৬.৭	৮.৩	-	২.৯	৩.৮	৬.৪	৫.০
মোট (%)	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**

উত্তরদাতার বসবাসের স্থান সম্পর্কে তথ্য

উত্তরদাতার বসবাসের স্থান সারণি ৭.৯ এ উল্লেখ করা হলো। উপকারভোগীদের তিন-পঞ্চমাংশের বেশী (৬৪.৪%) ভাড়া বাড়িতে বসবাস করে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সিলেট ও হবিগঞ্জ জেলায় (১০০%)। তথ্য সংগ্রহের সময় এলাকা পরিদর্শণ এবং দলীয় আলোচনায় জানা যায়, এরা সকলেই চা বাগানের শ্রমিক। বাগানের মালিক এদের জন্য থাকার ব্যবস্থা করেছে। সামান্য কিছু অর্থের বিনিময়ে (বিদ্যুত বিল সহ) মালিকদের দেয়া ঘরেই বাস করে। এক-তৃতীয়াংশের বেশী সংখ্যক উপকারভোগী নিজ বাড়িতে বাস করে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক রংপুর জেলায় (৯৫.৭%) এবং সবচেয়ে কম বরিশাল জেলায় (৬৬.৭%)। এখানে উল্লেখ্য যে বস্তিতে বসবাসকারীর সংখ্যা বেশী (১৬.৭%) বরিশাল জেলায়।

অপরদিকে কন্ট্রোল গ্রুপের সবচেয়ে বেশী ভাড়া বাড়িতে বসবাস করে (৬৫.৭%)। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংখ্যা (১০০%)সিলেট এবং হবিগঞ্জ জেলায় । প্রায় এক-তৃতীয়াংশ (৩২.১%) উত্তরদাতা নিজ বাড়িতে বসবাস করে। এই সংখ্যা সবচেয়ে বেশী রংপুর জেলায় (৯৭.১%), এবং সবচেয়ে কম খুলনা জেলায় (৮৩.৩%) ।

সারনি ৭.৯: জেলা ভিত্তিক উত্তরদাতার বসবাসের স্থানের শতকরা বন্টন

সূচক	জেলা												মোট	
	সিলেট		বরিশাল		রংপুর		খুলনা		সাতক্ষীরা		হবিগঞ্জ			
	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন
মোট (n)	**n=৭০**	**n=৩৫**	**n=১২**	**n=৬**	**n=৭১**	**n=৩৫**	**n=১১**	**n=৬**	**n=১২**	**n=৬**	**n=১০৪**	**n=৫২**	**n=২৮০**	**n=১৪০**
বসবাসের স্থান														
রাস্তায়	-	-	-	-						-	১.১		০.৪	
বস্তিতে	-	-	১৬.৭	১০০		২.৯		১৬.৭		-	-	১.৯	০.৭	২.২
নিজ বাড়ী	-	-	৬৬.৭	-	৯৫.৭	৯৭.১	৯০.৯	৮৩.৩	৯১.৭	১০০	১.০	-	৩৪.৫	৩২.১
ভাড়া বাড়ী	১০০	১০০	১৬.৭	-	৪.৩	-	৯.১	-	৮.৩	-	৯৯.০	৯৮.১	৬৪.৪	৬৫.৭
মোট (%)	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**

উত্তরদাতার গড় সন্তান সংখ্যা

লেখচিত্র ও সারণি থেকে দেখা যায়, সামগ্রিকভাবে উপকারভোগীদের গড় সন্তান সংখ্যা উপকারভোগী নন এদের গড় সন্তান সংখ্যার চেয়ে বেশী অর্থাৎ উপকারভোগীদের (জীবিত) সন্তানের গড় ৩ জন এবং উপকারভোগী নন এদের গড় সন্তান সংখ্যা ২.৭৬ জন। গড় সন্তান সংখ্যা সবচেয়ে বেশী বরিশাল জেলায় (৩.৯২ জন) এবং সবচেয়ে কম সাতক্ষীরায় (১.৯২ জন) । সবচেয়ে বেশী সংখ্যক উত্তরদাতাদের (৪৬.৮%) সন্তান সংখ্যা ৩-৪ জন। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক (৫৩.৪%) উপকারভোগী হবিগঞ্জ জেলায় এবং সবচেয়ে কম সাতক্ষীরা জেলায় (২৫%) । দুই-পঞ্চমাংশের চেয়ে কম সংখ্যক উত্তরদাতার (৩৯.৬%) সন্তান সংখ্যা ২ জন এবং এর কম। এদের মধ্যে বেশী সংখ্যক খুলনা জেলায় (৭২.৭%) এবং সবচেয়ে কম বরিশাল জেলায় (৩৩.৩%)।

উপকারভোগী নন, এদের সবচেয়ে বেশী সংখ্যক উত্তরদাতাদের সন্তান সংখ্যা ৩-৪জন। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক (৫৭.১%) সিলেট জেলায়। সবচেয়ে কম সংখ্যক রংপুর জেলায় (৩৭.১%)। জেলা ভিত্তিক সবচেয়ে বেশী সংখ্যক (৫ এবং এর বেশী) সন্তান রংপুর জেলায় (২৪.৩%) উপকারভোগীদের মাঝে। এবং দ্বিতীয় স্থানে আছে সিলেট জেলা (১৪.৩%)। উপকারভোগী নন, এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক সাতক্ষীরা জেলায় (১৬.৭%)।

চিত্র ৭.৭: উত্তরদাতাদের গড় সন্তান সংখ্যা

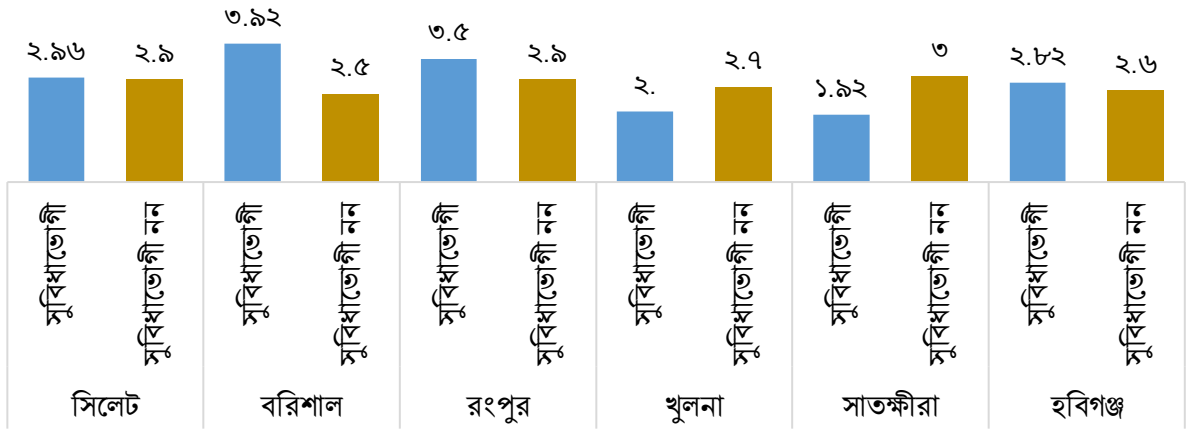

বর্তমানে পরিবারের মাসিক আয়

উপকারভোগীদের পরিবারের মাসিক আয় সারণি ৯.১১ উল্লেখ করা হলো। সারণি থেকে দেখা যায় যে উপকারভোগীদের পরিবারের মাসিক গড় আয় হলো ৭,১৯৩ টাকা। অন্যদিকে উপকারভোগী নয় এমন পরিবারের মাসিক গড় আয় ৬,৩২৬ টাকা। অর্থাৎ উপকারভোগী পরিবারের গড় মাসিক আয় ৭১৯৩-৬৩২৬ বা ৮৬৭ টাকা (১৩.৭%) বেশী। উপকারভোগী পরিবারের গড় আয় সবচেয়ে বেশী ৮,০৫৭ টাকা রংপুর জেলায় এবং সবচেয়ে কম খুলন জেলায়-৫৫০১ টাকা। উপকারভোগী-নন এমন পরিবারের সবচেয়ে বেশী গড় আয় খুলনা জেলায়-৭,৯১৬ টাকা এবং সবচেয়ে কম গড় আয় রংপুর জেলায়-৫,৯৪২ টাকা।

সারণি ৭.১১: জেলা ভিত্তিক উত্তরদাতা পরিবারের মাসিক আয় অনুযায়ী শতকরা বন্টন

সূচক	জেলা												মোট	
	সিলেট		বরিশাল		রংপুর		খুলনা		সাতক্ষীরা		হবিগঞ্জ			
	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন
মোট (n)	**n=৭০**	**n=৩৫**	**n=১২**	**n=৬**	**n=৭১**	**n=৩৫**	**n=১১**	**n=৬**	**n=১২**	**n=৬**	**n=১০৪**	**n=৫২**	**n=২৮০**	**n=১৪০**
পরিবারের মাসিক আয়														
≤৩০০০ টাকা	১.৪	-		-	৭.০	২০.০		-		১৬.৭	১.৯	৯.৬	২.৯	৯.৩
৩০০১-৫০০০	৪১.৪	২৮.৬	১৬.৭	১৬.৭	২১.১	৩১.৪	৫৪.৫	৩৩.৩	৫০.০	-	৩৫.৬	৫৩.৮	৩৩.৯	৩৭.১
৫০০১-৮০০০	৩২.৯	৫১.৪	২৫.০	৫০.০	৩১.০	১৭.১	৪৫.৫	১৬.৭	৫০.০	৩৩.৩	৩২.৭	১১.৫	৩৩.২	২৫.৭
৮০০১-১০০০০	১২.৯	১৭.১	৫০.০	৩৩.৩	২২.৫	২২.৯		৩৩.৩		৫০.০	১২.৫	৯.৬	১৫.৭	১৮.৬
≥১০০০১টাকা	১১.৪	২.৯	৮.৩	-	১৮.৩	৮.৬		১৬.৭		-	১৭.৩	১৫.৪	১৪.৩	৯.৩
গড় আয়	৬৪৯৯	৬৬৪৪	৮০৪১	৭৩৫০	৮০৫৭	৫৯৪২	৫৫০১	৭৯১৬	৫৭৮৩	৬৬৫০	৭৩৯৪	৬০২৯	৭১৯৩	৬৩২৬
মোট (%)	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**

বর্তমানে পরিবারের মাসিক ব্যয়

উপকারভোগী পরিবারের মাসিক গড় ব্যয় হলো ৬,০৮১ টাকা। অন্যদিকে উপকারভোগী নয় এমন পরিবারের মাসিক গড় ব্যয় ৫,৪৮১ টাকা। উপকারভোগী পরিবারের ব্যয় জেলা ভিত্তিক বন্টন থেকে দেখা যায় যে সবচেয়ে বেশী গড় ব্যয়-৭,৩৭৫ টাকা এবং সবচেয়ে কম গড় ব্যয় খুলনা জেলায়-৫,৩৬৪ টাকা। উপকারভোগী নয় এমন পরিবারের গড় ব্যয় সবচেয়ে বেশী বরিশাল জেলায়-৭,২২৭ টাকা এবং সবচেয়ে কম গড় ব্যয় হবিগঞ্জ জেলায় (৪,৮১৬ টাকা)।

সারণি ৭.১২: জেলা ভিত্তিক উত্তরদাতা পরিবারের মাসিক ব্যয়ের শতকরা বন্টন

সূচক	জেলা												মোট	
	সিলেট		বরিশাল		রংপুর		খুলনা		সাতক্ষীরা		হবিগঞ্জ			
	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন
মোট (n)	**n=৭০**	**n=৩৫**	**n=১২**	**n=৬**	**n=৭১**	**n=৩৫**	**n=১১**	**n=৬**	**n=১২**	**n=৬**	**n=১০৪**	**n=৫২**	**n=২৮০**	**n=১৪০**
পরিবারের মাসিক ব্যয়														
≤৩০০০ টাকা	১৮.৬	-		-	৯.৯	৩৭.১	-	১৬.৭	-	১৬.৭	১২.৫	৪০.৪	১১.৮	২৫.৭
৩০০১-৫০০০	৩২.৯	২৮.৬	১৬.৭	১৬.৭	৩৩.৮	১১.৪	৪৫.৫	-	৪১.৭	-	৩১.৭	২৫.০	৩২.৯	২০.০
৫০০১-৮০০০	৩৪.৩	৫৭.১	৪১.৭	৬৬.৭	৪৩.৭	৩৭.১	৫৪.৫	৬৬.৭	৫৮.৩	৬৬.৭	৩৯.৪	১৯.২	৪০.৭	৩৯.৩
৮০০১-১০০০০	১০.০	১৪.৩	৪১.৭	১৬.৭	৭.০	৮.৬		-		১৬.৭	৯.৬	১১.৫	৯.৬	১২.৪
≥১০০০১টাকা	৪.৩	-	-	-	৫.৭	৫.৭		১৬.৭			৬.৭	৩.৮	৫.০	২.৬
গড় ব্যয়	৫৫৯৬	৬১৮৪	৭৩৭৫	৭২২৭	৫৯৮৬	৫১৫০	৫৩৬৪	৬৫৮৩	৫৪৫৮	৬২২৫	৬৪৭২	৪৮১৬	৬০৮১	৫৪৮১
মোট (%)	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**

শিশুর সাথে উত্তরদাতার সম্পর্ক

তথ্য থেকে দেখা যায় সবচেয়ে বেশী উত্তরদাতা বলেছেন তাদের শিশু/পোষ্য মায়েদের সাথে বাস করে। মায়ের সাথে বসবাস করে এই হার সবচেয়ে বেশী সিলেট জেলায় (৮১.৪%) এবং সবচেয়ে কম রংপুর জেলায়-৪৫.৫%। উপকার পায়নি এমন পরিবারের শিশুরা প্রায় ৭০.৮% মায়ের সাথে বাস করে; এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সাতক্ষীরা জেলায় এবং সবচেয়ে কম বরিশাল জেলায় ৪৯.৪%।

সারণি ৭.১৪: জেলা ভিত্তিক উত্তরদাতা শিশুর সাথে সম্পর্ক অনুযায়ী শতকরা বন্টন

সূচক	জেলা												মোট	
	সিলেট		বরিশাল		রংপুর		খুলনা		সাতক্ষীরা		হবিগঞ্জ			
	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন
মোট (n)	**n=৭০**	**n=৩৫**	**n=১২**	**n=৬**	**n=৭১**	**n=৩৫**	**n=১১**	**n=৬**	**n=১২**	**n=৬**	**n=১০৪**	**n=৫২**	**n=২৮০**	**n=১৪০**
শিশুটির সাথে সম্পর্ক														
মা	৮১.৪	৭৪.৩	৬৬.৭	৪৯.৮	৫৩.৫	৭৯.৪	৪৫.৫	৬৬.৭	৫০.০	৮৩.৩	৪৯.০	৬৪.০	৫৮.৯	৭০.৮
মা-বাবা	১৪.৩	২৫.৭	১৬.৭	৫১.২	৭.০	৫.৯	২৭.৩	৩৩.৩	২৫.০	৩৩.৩	৩৫.৬	২৪.০	২১.৪	২০.৪
অভিভাবক	৪.৩		-		৩৮.০	১৪.৭	-		-		১৫.৪	১২.০	১৬.৪	৮.৮
দাদা/দাদি	-		১৬.৭		১.৪		২৭.৩		২৫.০		-		৩.২	
মোট (%)	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**

প্রকল্প থেকে সহযোগীতার তথ্য

প্রকল্প থেকে যে সকল সহযোগীতা পেয়েছে তা সারণি ৭.১৫ দেখানো হলো। এখানে সবাই শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা পেয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে ৯৫.৪ শতাংশ উত্তরদাতা ঋণের তিনটি কিস্তি পেয়েছে। অপরদিকে ২.৯ শতাংশ উত্তরদাতা মাত্র প্রথম কিস্তি এবং ১.৮ শতাংশ ১ম ও ২য় কিস্তি পেয়েছে। এরা কেউই তৃতীয় কিস্তি পায় নি।

ঋণের সকল কিস্তি পায়নি কেন এমন প্রশ্নের উত্তরে অর্ধেকের বেশী সংখ্যক উত্তরদাতা (৫২.৪%) স্বীকার করেছে যে শিশুকে বিয়ে দিয়েছি তাই পরবর্তী কোন কিস্তি পাইনি। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী হবিগঞ্জ জেলায় (৬৬.৭%) এবং সবচেয়ে কম রংপুর জেলায় (৩৩.৩%)। অপরদিকে, অর্ধেকের কম সংখ্যক উত্তরদাতা (৪৭.৩%) বলেছে শিশু পড়াশুনা করেনি তাই সকল কিস্তি পাইনি। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী রংপুর জেলায় (৬৬.৭%) এবং সবচেয়ে কম হবিগঞ্জ জেলায় (৩৩.৩%)।

সারণি ৭.১৬: জেলা ভিত্তিক উত্তরদাতা পরিবার প্রকল্প থেকে সেবা গ্রহনের শতকরা বন্টন

সূচক	জেলা												মোট	
	সিলেট		বরিশাল		রংপুর		খুলনা		সাতক্ষীরা		হবিগঞ্জ			
	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা
মোট (n)	**n=৭০**	**n=৩৫**	**n=১২**	**n=৬**	**n=৭১**	**n=৩৫**	**n=১১**	**n=৬**	**n=১২**	**n=৬**	**n=১০৪**	**n=৫২**	**n=২৮০**	**n=১৪০**
সেবার ধরণ														
শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা	১০০		১০০		১০০		১০০		১০০		১০০		১০০	
কিস্তির পরিমান														
প্রথম কিস্তি	৪.৩	৩	-		৪.২	৩	-		-		১.৯	২	২.৯	৮
২য় কিস্তি	৫.৭	৪	-		-		-		-		১.০	১	১.৮	৫
৩য় কিস্তি	৯০.০	৬৩	১০০	১২	৯৫.৮	৬৮	১০০	১১	১০০	১২	৯৭.১	১০১	৯৫.৪	২৬৭

মোট (%)	১০০	৭০	১০০	১২	১০০	৭১	১০০	১১	১০০	১২	১০০	১০৪	১০০	২৮০
সকল কিস্তি না পাওয়ার কারণ														
শিশুকে বিয়ে দিয়েছি	৫৭.১	৪			৩৩.৩	১					৬৬.৭	২	৫২.৪	৭
শিশু পড়াশুনা করছে না	৪২.৯	৩			৬৬.৭	২					৩৩.৩	১	৪৭.৬	৬
মোট	**১০০.০**	**৭**	**১০০.০**		**১০০.০**	**৩**					**১০০.০**	৩	**১০০.০**	১৩

অর্থ সহায়তা পায়নি কিন্তু অন্যান্য সেবা পেয়েছে

এই উপ-অধ্যায়ে যে সকল উত্তরদাতা বিভিন্ন ধরনের সেবা (ডিআইসি, উন্মুক্ত বিদ্যালয়, শিশুবান্ধব কেন্দ্রের সেবা এবং জরুরি রাত্রিকালিন আশ্রয়) পেয়েছে এবং যারা কোন সেবা পায় নাই তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার আলোচনা করা হয়েছে যেমন- বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, বৈবাহিক অবস্থা, বসবাসের স্থান, আয়ের উৎস, পরিবারের লোকসংখ্যা, বর্তমানে মাসিক আয় ও ব্যয় এবং পূর্বের আয় ইত্যাদি।

লিঙ্গ ভিত্তিক বন্টন:

লেখচিত্র ৭.১০ ও ৭.১১ থেকে দেখা যায়, উপকারভোগীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী নারী (৯২.৭%) এবং পুরুষ মাত্র ৭.৩ শতাংশ। জেলা অনুযায়ী সবচেয়ে বেশী পুরুষ উপকারভোগী বরিশাল জেলায় (১০০%) এবং নারী চট্রগ্রাম জেলায় (২১.৪%)। সবচেয়ে কম উত্তরদাতা চট্রগ্রাম জেলায় (৭৮.৬%)। অন্যদিকে, কন্ট্রোল গ্রুপের মধ্যে বেশী উত্তরদাতা (৮৭.৫%) নারী এবং মাত্র ১২.৫ শতাংশ পুরুষ। জেলা অনুযায়ী সবচেয়ে বেশী পুরুষ উপকারভোগী নন বরিশাল জেলায় (১০০%) এবং সবচেয়ে কম ঢাকা জেলায় (৩.০%)। সবচেয়ে কম উত্তরদাতা ঢাকা জেলায় (৮১.৭%)। (সারনি ৭.১)।

লেখচিত্র ৭.১০: উপকারভোগী নারী ও পুরুষ উত্তর দাতার অনুপাত

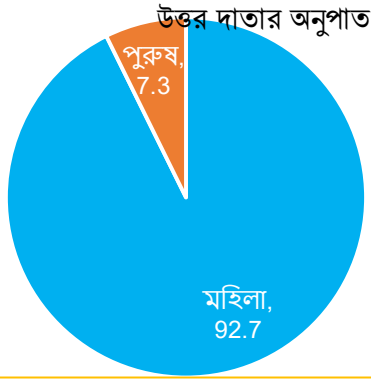

লেখচিত্র ৭.১১: উপকারভোগী নন এমন নারী ও পুরুষ উত্তরদাতার অনুপাত

বৈবাহিক অবস্থা

উপকারভোগী উত্তরদাতার বয়সের বন্টন লেখচিত্র ২ এ দেখানো হলো। লেখচিত্র থেকে দেখা যায়, বেশী উপকারভোগীদের প্রায় এক তৃতীয়াংশের (২৮.৯) বয়স ৫১ বছর এবং এর বেশী। এদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে আছে ২২.৯ শতাংশ উত্তরদাতা যাদের বয়স ৩৬-৪০ বছর। সবচেয়ে কম সংখ্যক উত্তরদাতার (৪.১%) বয়স ৩০ বছর এবং এর কম।

কন্ট্রোল গ্রুপের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক উত্তরদাতার (২২.৯%) বয়স ৩৬-৪০ বছর। দ্বিতীয় স্থানে আছে ১৯.৩ শতাংশ উত্তরদাতা যাদের বয়স ৫০ বছর এবং এর বেশী। সবচেয়ে কম সংখ্যক উত্তরদাতার সংখ্যা ১১.৪ শতাংশ এবং এদের বয়স ৩০ বছর এবং এর কম।

সারণি ৭.১৮ জেলা অনুযায়ী বয়স ভিত্তিক উত্তরদাতা সদস্যদের বন্টন (%)

চলক	বিভাগীয় শহর						সর্বমোট	
	ঢাকা		চট্রগ্রাম		বরিশাল			
	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন
মোট (n)	**n=২৩১**	**n=১১৫**	**n=৯৮**	**n=৪৯**	**n=৫৫**	**n=২৮**	**n=৩৮৪**	**n=১৯২**
উত্তরদাতাদের বয়সের তথ্য								
≤৩০ বছর	০০	৫.২	২.০	২.০	০০	৩.৬	**০.৫**	**৪.২**
৩১-৩৫	৩.৫	১৩.০	১৪.৩	৬.১	১২.৭	২৫.০	**৭.৬**	**১৩.০**
৩৬-৪০	১০.৪	১৭.৪	১২.২	১৮.৪	১৪.৫	১৪.৩	**১১.৫**	**১৭.২**
৪১-৪৫	১৭.৩	২০.৯	১৫.৩	২৬.৫	২৫.৫	২৫.০	**১৮.০**	**২২.৯**
৪৬ -৫০	৬৮.৮	৪৩.৫	৫৬.১	৪৬.৯	৪৭.৩	৩২.১	**৬২.৫**	**৪২.৭**
মোট	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**

শিশু সুরক্ষা বিষয়ে তথ্য

উত্তরদাতার সন্তান/পোষ্যের পড়াশুনা, শিশুশ্রম ও বাল্যবিবাহ ভিত্তিক শতকরা বন্টন সারণি ৭.১৯ দেখানো হলো। সারণি থেকে দেখা যায়, অর্ধেকের বেশী সংখ্যক (৬৬.৮%) বলেছেন তাদের সন্তান/পোষ্য বর্তমানে পড়াশুনা করছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বরিশাল বিভাগীয় সিটিতে (৭১.৬%) এবং সবচেয়ে কম ঢাকা বিভাগীয় সিটিতে (৬৩.৫০%)।

পুনরায়, বেশী সংখ্যক (৬৬.৫%) বলেছেন তাদের সন্তান/পোষ্য বর্তমানে শিশুশ্রমে নিযুক্ত নাই। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক বরিশাল জেলায় (৭৫.৪%) এবং সবচেয়ে কম ঢাকায় (৬১.৩%)।

অপরদিকে, সবচেয়ে বেশী সংখ্যক উপকারভোগী বলেছেন তাদের সন্তান/পোষ্য বর্তমানে অবিবাহিত (৬৯.১%), এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক বরিশাল বিভাগীয় শহরে (৭১.১%) এবং সবচেয়ে কম চট্রগ্রাম বিভাগীয় শহরে (৬৭.৫%)।

সারণি ৭.১৯: জেলা ভিত্তিক উত্তরদাতার সন্তান/পোষ্য পড়াশুনা, শিশুশ্রম ও বাল্যবিবাহ ভিত্তিক শতকরা বন্টন

চলক	বিভাগীয় শহর						সর্বমোট	
	ঢাকা		চট্রগ্রাম		বরিশাল			
	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন
মোট (n)	**n=২৩১**	**n=১১৫**	**n=৯৮**	**n=৪৯**	**n=৫৫**	**n=২৮**	**n=৩৮৪**	**n=১৯২**
পড়াশুনার তথ্য								
বর্তমানে বিদ্যালয়ে যায়	৬৫.১	৫৩.৩	৬৩.৫	৫৬.৪	৭১.৬	৫৮.৩	৬৬.৮	৫৬.০
বর্তমানে বিদ্যালয়ে যায় না	৩৪.৯	৪৬.৭	৩৬.৫	৪৩.৬	২৮.৪	৪১.৭	৩২.২	৪৪.০
শিশুশ্রম সম্পর্কে তথ্য								
বর্তমানে শিশুশ্রমে নিয়োজিত নাই	৬১.৩	৫৭.৪	৬২.৭	৫৬.৫	৭৫.৪	৬৮.১	৬৬.৫	৬০.৬
বর্তমানে শিশুশ্রমে নিয়োজিত	৩৮.৯	৪২,৬	৩৭.৩	৪৩.৫	২৪.৬	৩১.৯	৩৩.৫	৩৯.৪
বাল্যবিবাহ								
বাল্যবিবাহ হয় নাই	৬৮.৭	৬১.৮	৬৭.৫	৬০.৬	৭১.১	৬৪.৭	৬৯.১	৬২.৩৬
বাল্যবিবাহ হয়েছে	৩১.৩	৩৮.২	৩২.৫	৩৯.৪	২৮.৯	৩৫.৩	৩০.৯	৩৭.৬৪
মোট	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**	**১০০.০**

প্রকল্প থেকে সেবা গ্রহণের তথ্য

উপকারভোগী উত্তরদাতার সন্তান/পোষ্যদের সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে কী কী ধরণের সেবা পেয়েছে তার তথ্য সারণি ৭.২০ দেখানো হলো। শতভাগ উত্তরদাতা বলেছেন তাদের সন্তান/পোষ্য পড়াশুনা করেছে, জীবন দক্ষতামূলক শিক্ষা গ্রহণ করেছে, বিশ্রাম ও বিনোদন সেবা পেয়েছে। অন্যদিকে, অর্ধেকের বেশী সংখ্যক উত্তরদাতা (৬৮.২%) বলেছেন তাদের শিশুরা মনো-সামাজিক কাউন্সেলিং সেবা পেয়েছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক বরিশাল বিভাগীয় সিটিতে (৭৮.২%) এবং

সবচেয়ে কম চট্রগ্রাম বিভাগীয় সিটিতে (৫৯.৩%)। অপরদিকে, অর্ধেকের বেশী (৫৯.৬%) উত্তরদাতা স্বীকার করেছেন যে তাদের সন্তান/পোষ্য স্বাস্থ্য সেবা পেয়েছে। এই হার সবচেয়ে বেশী বরিশালে (৬৯.৬%) এবং সবচেয়ে কম চট্রগ্রামে (৫৩.৬%)। উপকারভোগী নন এমন উত্তরদাতারা বলেছেন তাদের সন্তান/পোষ্য এনজিও বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছে (৪৯.১%) এবং ২০.০% জীবন দক্ষতামূলক শিক্ষা পেয়েছে। শতভাগ বলেছে তাদের শিশুরা বিশ্রাম ও বিনোদন এবং কাউন্সিলিং সেবা পায় নাই। মাত্র ১০.৮% বলেছে তাদের সন্তানের জন্মনিবন্ধন হয়েছে।

সারণি ৭.২০: জেলা অনুযায়ী সেবা কেন্দ্র থেকে সেবা গ্রহণ ভিত্তিক শতকরা বন্টন

চলক	বিভাগীয় শহর						সর্বমোট	
	ঢাকা		চট্রগ্রাম		বরিশাল			
	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন
মোট (n)	**n=২৩১**	**n=১১৫**	**n=৯৮**	**n=৪৯**	**n=৫৫**	**n=২৮**	**n=৩৮৪**	**n=১৯২**
ডিআইসি, উন্মুক্ত বিদ্যালয়, জরুরী রাত্রিকালীন আশ্রয় কেন্দ্র থেকে সেবা সম্পর্কে তথ্য								
শিক্ষা	১০০	৪৭.৯	১০০	৪৮.২	১০০	৫১.৩	১০০	৪৯.১
বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা	৫৫.৭	১৭.৬	৫৩.৫	১৯.২	৬৯.৬	২৩.৩	৫৯.৬	২০.০
জীবন দক্ষতামূলক শিক্ষা	১০০	১৭.৭	১০০	২১.৩	১০০	২২.৯	১০০	২০.৬
কাউন্সেলিং	৬৭.১	-	৫৯.৩	-	৭৮.২	-	৬৮.২	-
বিনামূল্যে খাবার	৩২.৩	-	২৭.৫	-	৪১.৬	-	৩৩.১	-
বিশ্রাম	১০০	-	১০০	-	১০০	-	১০০	-
বিনোদন	১০০	২১.৩	১০০	১৯.৮	১০০	২৩.৮	১০০	২১.৬
জন্মনিবন্ধন	২৩.২	৯.২	২৯.৫	১০.৩	২১.৩	১৩.১	২৪.৭	১০.৮
মোট	**১০০**	**১০০**	**১০০**	**১০০**	**১০০**	**১০০**	**১০০**	**১০০**

সেবা গ্রহনের ফলে প্রভাব সমূহ

তথ্য থেকে দেখা যায় যে ৬৬.২% উপকারভোগী বলেছেন তাদের সন্তান/পোষ্য সমবয়সীদের সাথে চলাফেরা করতে পারছে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উপকারভোগী বলেছেন তাদের সন্তান বর্তমানে পড়াশুনা করছে। এর পরেই আছে যথাক্রমে: সমস্যা মোকাবিলা করতে পারে (৬৩.২%); সচেতন হয়েছে (৫৭.৭%); অপরাধমূলক কাজ থেকে বিরত আছে (৫৭.৭%); বাল্য বিবাহ থেকে রক্ষা পেয়েছে (৫০.১%); পরিবারকে কাজে সহযোগীতা করতে পারছে (৫২.৯%);যৌন নির্যাতনের ভয় নাই (৪০.৭%); এবং মাদক থেকে বিরত আছে (২৯.৪%)। উপকার পায়নি এমন পরিবারের মধ্যে এই সংখ্যা সবচেয়ে বেশী বর্তমানে পড়াশুনা করছে (২৬.৭%) এবং কম পরিবারের সম্মান বেড়েছে (৪.৮%)।

সারণি ৭.২১: জেলা অনুযায়ী উত্তরদাতা সন্তান/পোষ্যর উপর কী কী প্রভাব পড়েছে তার শতকরা বন্টন

চলক	বিভাগীয় শহর						সর্বমোট	
	ঢাকা		চট্রগ্রাম		বরিশাল			
	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন	উপকারভোগী	উপকারভোগী নন
মোট (n)	**n=২৩১**	**n=১১৫**	**n=৯৮**	**n=৪৯**	**n=৫৫**	**n=২৮**	**n=৩৮৪**	**n=১৯২**
সেবা পাবার ফলে শিশুদের উপর কী কী প্রভাব সম্পর্কে তথ্য								
অপরাধমূলক কাজ থেকে বিরত	৬৭.১	১৩.৬	৫৪.৩	১৪.৬	৫১.৯	১৯.৫	৫৭.৭	১৫.৯
মাদক থেকে বিরত	৩৯.৩	১১.২	২১.৭	১২.১	২৭.১	২১.৩	২৯.৪	১৪.৮
যৌন নির্যাতনের হ্রাস পেয়েছে	৪৭.৪	১৩.৭	৩১.১	১১.৬	৪৩.৫	১৭.৫	৪০.৭	১৪.৩
সমস্যা মোকাবিলা করতে পারে	৬৭.৩	১২.৮	৬৯.২	১১.৪	৫৩.২	১৮.৬	৬৩.২	১৪.২
বর্তমানে পড়াশুনা করছে	৬৩.৫	২৩.৩	৮১.১	১৯.৫	৪৭.৪	৩৭.৩	৬৪.০	২৬.৭
বাল্য বিবাহ থেকে রক্ষা পেয়েছে	৪৯.৪	৭.০	৪৩.৭	৬.২	৫৭.২	১৫.০	৫০.১	৯.৪
পরিবারের সম্মান বেড়েছে	৪৩.৩	৩.৩	৪১.২	৫.১	৫২.১	৬.২	৪৫.৫	৪.৮
সমবয়সীদের সাথে চলাফেরা	৬৪.৩	১১.১	৭৭.৮	১২.২	৫৬.৪	২১.১	৬৬.২	১৪.৮
পরিবারকে কাজে সহযোগীতা	৫২.২	২৩.৯	৪৭.২	২৭.৯	৫৯.৩	৩৭.৩	৫২.৯	২৯.৭
সচেতন হয়েছে	৫৭.৪	১৯.৬	৪৬.২	২১.৩	৬৯.১	২৯.৫	৫৭.৭	৩৭.৬
মোট	**১০০**	**১০০**	**১০০**	**১০০**	**১০০**	**১০০**	**১০০**	**১০০**

অষ্টম অধ্যায়
পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ

পর্যবেক্ষণসমূহ:

- **প্রকল্প অনুমোদন:** চাইল্ড সেনসিটিভ সোশ্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ প্রকল্পটি PCAR প্রকল্পের ধারাবাহিক একটি প্রকল্প। PCAR প্রকল্প ডিসেম্বর ২০১১ শেষ হলে জানুয়ারী ২০১২ থেকে প্রকল্পটি যাতে শুরু হতে পারে সে ব্যাপারে ইউনিসেফ এর শিশু সুরক্ষা বিভাগের প্রধান সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়কে অবহিত করে (ref:Unicef/CP/TPP/CAR/RP/2011-02)। ইউনিসেফ এর শিশু সুরক্ষা বিভাগের প্রধান সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়কে ৭ ফেব্রুয়ারী ২০১২ পত্রের মাধ্যমে কারিগরি প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুমোদনের জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু মন্ত্রণালয় থেকে ২২ মে ২০১২ তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদন করা হয়। ফলে জানুয়ারি থেকে জুন মোট ৬ মাস প্রকল্প শুরু হতে বিলম্ব হয়েছে।

- **প্রকল্পের সংশোধণ ও অনুমোদন:** প্রকল্পের কারিগরি প্রস্তাবনা ও প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR-পিসিআর) বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে দেখা যায়, মূল টিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমান ছিল ১২৫৪৬.৮০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে জিওবি'র পরিমান ৩৯.২৪ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১২৫০৭.৫৬ লক্ষ টাকা। প্রথম সংশোধনের পর জিওবি ০.৩৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয় এবং প্রকল্প সাহায্য সমপরিমান ছিল। দ্বিতীয় সংশোধনের পর জিওবি অতিরিক্ত ৮.৭ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়। প্রকল্পটির মেয়াদ যেহেতু ৬ মাস বৃদ্ধি করা হয়েছে, সুতরাং প্রকল্প পরিচালকের বেতন বাবদ জিওবি ব্যয় বাড়ানো হয়েছে। অপরদিকে প্রকল্প সাহায্য ৬০৯৭.৯ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ৪৮.৬০% টাকা হ্রাস করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, প্রকল্পটির ২য় সংশোধন অনুমোদন হয় ২৩ ফেব্রয়ারী ২০১৭, যা প্রকল্পকালীন সময়ের মধ্যে নয়, বর্ধিত সময়ে করা হয়েছে।

- **পার্টনার এনজিওদের অর্থ ছাড়করণ:** কারিগরি প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুসারে (পৃ-৩৩) পার্টনার এনজিও তাদের মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক এবং বাৎসরিক আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতির প্রতিবেদন বিভাগীয় সমন্বয়কারী ও জাতীয় প্রকল্প পরিচালক এর নিকট অনুমোদনের জন্য জমা দিবেন। পরবর্তীতে, পার্টনার এনজিও তাদের বিল ভাউচার আর্থিক সমন্বয়ের জন্য ইউনিসেফ এ উপস্থাপন করা হত। কিন্তু বিগত ২০১৩ সালে বিভাগীয় সমন্বয়কারী পদটি বিলুপ্ত হবার পর ইউনিসেফ সরাসরি পার্টনার এনজিওদের আর্থিক ব্যয় সমন্বয় করে থাকে।

- **শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা:** মূল কারিগরি প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুযায়ী ১১,০০০ শিশু পরিবারকে শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা দেয়ার পরিকল্পনা করা হয় এবং সে অনুযায়ী বাজেটে বরাদ্দ রাখা হয়। ১ম সংশোধিত কারিগরি প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুসারে এই সংখ্যা বৃদ্ধি করে ১৬,০০০ শিশু পরিবারকে শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা দেয়ার পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু ২য় সংশোধণ অনুযায়ী মাত্র ৪৩৩৪ শিশু পরিবারকে শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা দেয়া হয়। সুতরাং ১১,৬৬৬ জন শিশু পরিবার শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

- **প্রকল্প পরিচালক:** জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত মোট ৬ জন প্রকল্প পরিচালক নিযুক্ত হয়েছেন। এদের মধ্যে একজন বিভিন্ন মেয়াদে তিনবার দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রথম প্রকল্প পরিচালক জুলাই ২০১২ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ (৩ মাস) পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেছেন। পরবর্তীতে অন্য একজন ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ হতে ৫ নভেম্বর ২০১২ (২ মাস) দায়িত্ব পালন করেন। এর পর, প্রথম প্রকল্প পরিচালক পুন:রায় ৫ নভেম্বর ২০১২ দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। তিনি উপসচিব থেকে যুগ্ম সচিবে পদায়ন হন এবং তৃতীয়বারের মত ফেব্রুয়ারী ২০১৫ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে, একজন প্রকল্প পরিচালক মাত্র ১ মাস দায়িত্বে ছিলেন। সবশেষ, প্রকল্প পরিচালক মার্চ ২০১৫ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত দায়িত্বে ছিলেন। প্রকল্প পরিচালকগনের দায়িত্ব পালনের সময়কাল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কোন কোন প্রকল্প পরিচালক দায়িত্ব পালন করেছেন: ২ মাস এবং ৩ মাস, মনে হয় দায়িত্ব গ্রহণ করে প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু করার পূর্বেই চলে গেছেন।

- **মনিটরিং:** প্রকল্পের এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনের সময় দেখা যায়, যে সকল উপকারভোগী নগদ অর্থ সহায়তা পেয়েছে তাদেরকে নগদ অর্থ সহায়তা গ্রহনের সময় তিনটি শর্ত মেনে চলার অঙ্গীকার করা হয়েছিল যেমন-নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিতি, বাল্যবিবাহ না দেয়া এবং শিশুশ্রমে নিয়োজিত না করা; প্রকল্প সমাপ্তির পর এ বিষয়ে মনিটরিং এর কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

- **টোল ফ্রি ফোন চাইল্ড হেল্পলাইন:** অক্টোবর ২০১৬ থেকে জুন ২০১৭ সময়ে ১০,৭,৪৮১ শিশু পরিবারকে টোল ফ্রি ফোন চাইল্ড হেল্পলাইনের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের সেবা দেয়া হয়েছে। উক্ত কল সেন্টারে ১০ টি লাইন/চ্যানেল রয়েছে। সরকারি ও সাপ্তাহিক ছুটির দিনসহ ২৪ ঘন্টাই কল সেন্টারের কার্যক্রম চালু থাকে। টোল ফ্রি ফোন চাইল্ড হেল্পলাইনের শর্ট কোড-১০৯৮ এর মাধ্যমে বাল্যবিবাহ, শিশু শিশুশ্রম, শিশু নির্যাতন, শিশু পাচার ও শিশু অধিকার লংঘন সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণকরত: শিশু অধিকার ও শিশুর সামাজিক সুবিধা নিশ্চিত করণের নিমিত্তে সার্বক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় সেবা ও পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে।

- **কেস ম্যানেজমেন্ট:** বর্তমানে অন-লাইন কেসম্যানেজমেন্ট পদ্ধতির (process) কাজ চলছে এবং জুন'১৯ এর মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কাজ শুরু হবে। সুতরাং ভবিষ্যতে কেস ম্যানেজমেন্ট এর আওতায় বাংলাদেশের ঝুঁকিপূর্ণ জেলার শিশুদের ঝুঁকি ও তাদের প্রয়োজন নিরুপণ করে প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরী ও বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। অপরদিকে, সমাজসেবা অধিদফতর এর আওতায় শিশুদের নিয়ে যেসকল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে তা কেস ম্যানেজমেন্ট এর আওতায় আনা যেতে পারে, ফলে প্রকল্পগুলো সুসংগঠিত হবে এবং নীতি নির্ধারকগন একটি স্থান থেকে সকল ধরণের তথ্য পেতে সক্ষম হবেন। প্রকল্পের সাফল্য, অগ্রগতি এবং প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে অতিদ্রুত তথ্য ও উপাত্ত জানতে পারবে। যা একটি প্রতিষ্ঠানিক রুপ পাবে।

- **বিনাখরচে পড়াশুনার ব্যবস্থা করা:** প্রকল্পের আওতায় শিশুরা প্রাথমিক বিদ্যালয় সমাপ্ত করে মাধ্যমিক শ্রেনিতে ভর্তি হতে গেলে ভর্তি ফি ও বেতন দিতে হয় যা পরিবারের জন্য বোঝা হিসাবে দেখা দেয়। ফলে এই সকল শিশুরা আবার পড়াশুনা থেকে ঝরে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে।

- **কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করা:** যে সকল শিশুদের বয়স ১৪ বছর বা এর বেশী সে সকল শিশুদের জন্য কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা এবং কারিগরি শিক্ষা শেষে স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে যিনি বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে এবং ভবিষ্যতে চাকুরির সুযোগ তৈরী করে দিবেন।

- **কারিগরি প্রকল্প প্রস্তাবনা:** প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হবার পর বা প্রকল্প চলাকালিন সময়ে প্রকল্প কার্যক্রম প্রত্যাহার করার প্রয়োজন হলে Exit Plan অনুসরণ করে করা হয়। প্রকল্পের Exit Plan প্রকল্পের প্রস্তাবনা তৈরীর সময় করা হয়। এই প্রকল্প প্রস্তাবনায় Exit Plan নাই। অপরদিকে প্রকল্প প্রস্তাবনায় Logframe নেই। যার মাধ্যমে প্রকল্পের অগ্রগতি ও উপকারভোগীদের উপর প্রভাব পরিমাপ করা যায়। এ'ছাড়া প্রকল্প শুরুর পূর্বে বেইজলাইন জরিপ ও প্রকল্প সমাপ্ত জরিপ করার পরিকল্পনা করা হয়নি।

সুপারিশমালা

প্রকল্পের প্রধান কাজসমূহের প্রভাব সামগ্রিক সবলতা, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ বিশ্লেষণ শেষে নিম্নলিখিত সুপারিশমালা প্রদান করা হলো:

- প্রকল্পটি শিশু সুরক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছে, বিশেষ করে বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম ও বিভিন্ন প্রকার নির্যাতন হ্রাস এবং নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী গ্রহনের উদ্যোগ নিতে পারে;
- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ইউনিসেফ এর সাথে আলোচনার মাধ্যমে মূল বা সংশোধিত কারিগরি প্রকল্প প্রস্তাবনা দ্রুত অনুমোদন, অঙ্গীকারকৃত অর্থ ছাড়ের ব্যবস্থা এবং পার্টনার এনজিওদের বিলভাউচার টিপিপি অনুসারে সমন্বয় করার ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করবে;
- প্রকল্পকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রদান। যদি তা সম্ভব না হয় তবে বিকল্প হিসাবে সহকারী প্রকল্প পরিচালকের ‘পদ’ সৃষ্টি ও নিয়োগের ব্যবস্থা করা যেতে পারে;
- UNDAF এর আওতাধীন ২০ জেলায় ব্যতিত অন্যান্য জেলার শিশুদের ঝুঁকি নিরুপন করে শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কিস্তির টাকা ১৮ মাসের পরিবর্তে ৩৬ মাস পর্যন্ত প্রদান করা যেতে পারে;
- চাইল্ড হেল্পলাইন সমাজসেবা অধিদফতরের আওতায় নেয়া এবং রাজস্ব বাজেটের মাধ্যমে ব্যয় নির্বাহ করা প্রয়োজন;
- সমাজসেবা অধিদফতর শিশুদের নিয়ে যে সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন করে তা কেস ম্যানেজমেন্ট এর আওতায় এনে ঝুঁকিপূর্ণ জেলার শিশুদের ঝুঁকি নিরুপণ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যেতে পারে;
- প্রকল্পভূক্ত শিশুদের বিনাখরচে পড়াশুনা করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে;
- শর্তযুক্ত অর্থ প্রাপ্তদের প্রতিমাসে অথবা তিন মাস পর পর ফলো-আপ করা করা প্রয়োজন;
- ভবিষ্যতে এ জাতীয় প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরীর সময় Exit Plan ও Logframe তৈরী করা এবং বেইজলাইন ও প্রকল্প শেষে মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখা;
- ১৪ বছর বা এর বেশী বয়সের শিশুদের জন্য কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা এবং কারিগরি শিক্ষা শেষে স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে;
- পার্টনার এনজিওদের সাথে প্রত্যেক বছর চুক্তি করার প্রয়োজন হলে সে ব্যাপারে পূর্বপ্রস্তুতি নিতে হবে। এনজিওদের পরিদর্শন পর পরিদর্শন প্রতিবেদন পার্টনার এনজিওকে প্রদান করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে;

উপসংহার: বালাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে “চাইল্ড সেনসিটিভ সোশ্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ” প্রকল্পটি সুবিধাবঞ্চিত, দু:স্থ, অবহেলিত, আইনের সাথে সংঘর্ষে জড়িত কিংবা আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদের সুরক্ষায় বিশেষ অবদান রাখছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে শিশু সুরক্ষায় যে সকল প্রভাব পড়েছে তা মূল্যায়নের পাশাপাশি বিভিন্ন সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রভাব মূল্যায়নের মাধ্যমে চিহ্নিত সমস্যা সমূহ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ইউনিসেফ এর সাথে আলোচনার মাধ্যমে কারিগরি প্রকল্প প্রস্তাবনা দ্রুত অনুমোদন, অঙ্গীকারকৃত অর্থ ছাড়ের ব্যবস্থা এবং পার্টনার এনজিওদের বিলভাউচার টিপিপি অনুসারে সমন্বয় করার ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করলে মাঠ পর্যায়ে কাজের গতি আরো বেশী ত্বরান্বিত হবে এবং বেশী সংখ্যক শিশুর সুরক্ষা সেবা নিশ্চিত হবে। প্রকল্পটি টেকসই করণের লক্ষ্যে দক্ষ জনবল তৈরী পাশাপাশি নিয়মিত মনিটরিং ও ফলো-আপের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন যাতে নগদ অর্থ সহায়তা প্রাপ্তরা শর্তসমূহ অনুসরণ করে। ফলে বালাদেশের সকল সুবিধা বঞ্চিত শিশু সুরক্ষা সেবার আওতায় আসার ক্ষেত্রে প্রকল্পটি বিশেষ অবদান রাখবে।

তথ্যপঞ্জি

১. Bangladesh Bureau of Statistices (BBS) (2012): Population *and* Housing Census 2011, Dhaka:BBS

২. National Institute of Population Research and Training (NIPORT), Mitra and Associates, and ICF International. 2016. Bangladesh Demographic and Health Survey 2014. Dhaka, Bangladesh, and Rockville, Maryland, USA: NIPORT, Mitra and Associates, and ICF International.

৩. National Institute of Population Research and Training (NIPORT), Mitra and Associates, and Macro International. 2009. Bangladesh Demographic and Health Survey 2007. Dhaka, Bangladesh and Calverton, Maryland, USA: National Institute of Population Research and Training, Mitra and Associates, and Macro International.

৪. UNICEF (2009), Situation Assessment and Analysis of Children and Women in Bangladesh, Dhaka: UNICEF

৫. UNICEF (2016) Monitoring Results for Equity System (MoRES) Level 2 Monitoring Report, Dhaka: UNICEF

পরিশিষ্ট -১

কেসস্টাডি

কেস স্টাডি-১

মুন স্বপ্ন দেখে একজন আদর্শবান সেবিকা হবার, মানুষের সেবা করার এবং অসহায় ও দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ানোর। স্বপ্ন দেখে ছোট বোনকে শিক্ষিত করে শিক্ষক বানাবে। মুন, ১৬ বছরের এক বালিকা, পিতা মৃত. মাঈনউদ্দিন প্যাদা, মাতা- মাহাফুজা বেগম, গ্রাম-স্টেডিয়াম কলোনী, ডাকঘর-বরিশাল, থানা-বরিশাল।

মুনের বাবার মৃত্যুর পর মা দ্বিতীয় বিবাহ করে। মা ও সৎ বাবার পরিবারেই বসবাস করছিল ওরা দুই বোন। সৎ বাবা বিনা কারণে ওর মায়ের সাথে প্রায়ই ঝগড়া করত এমনকি গায়ে হাত দিত। এক পর্যায়ে ওর সৎ বাবা ওদের ভরণপোষনের দায়িত্ব না নেয়ার কথা জানায়। নিরুপায় হয়ে ওর মা ওদেরকে ঘর থেকে বের করে দেয়। জোছনা রাতের মুন তখন অমাবস্যার মুনে পরিনত হয়। ঠিকানা হয় রাস্তায়। স্রোতের শেওলার মত ভাসতে ভাসতে একদিন মুন ঠিকানা পায় ড্রপ-ইন-সেন্টারে (বালিকা)।

সেন্টার থেকে নিরাপদ আশ্রয়, খাদ্য, চিকিৎসা, বিনোদন, জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষন, কারিগরী প্রশিক্ষন (সেলাই), জন্ম নিবন্ধন ও মনো-সামাজিক সহায়তা গ্রহন করতে থাকে মুন। ব্যাপ্টিষ্ট মিশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ৮ম শ্রেনী পর্যন্ত পড়েছে।

মুন এর সাথে কাউন্সেলিং করার এক পর্যায়ে নানা-নানির সাথে থাকার আগ্রহ প্রকাশ করলে তার মতামতের ভিত্তিতে নানির পরিবার প্রাক পরিদর্শন করা হয়। নানা-নানি দায়িত্ব নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

এরপর শিশুটি যেন পরিবারে সুরক্ষিত থাকে তার জন্য একটি কমিউনিটি কেয়ার কমিটি গঠন করা হয়।

গত ০২/০৩/২০১৫ তারিখ শিশু মুনকে প্রকল্পের সমাজকর্মী কোতয়ালি মডেল থানার ডিউটি অফিসার এর উপস্থিতিতে জিডির মাধ্যমে তার নানির নিকট হস্তান্তর করা হয়।

মুনের পরিবার ফলোআপ করে জানা যায়, নানা-নানির পরিবার খুবই দরিদ্র এবং নানা বাশেঁর সাজি তৈরী করে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। ছোট মামা অন্যের দোকানে মোবাইল সার্ভিসিং এর কাজ করেন। মুনের লেখাপড়া চলমান রাখা ও জীবনমান উন্নয়নের জন্য প্রকল্প থেকে তার নানিকে শর্ত যুক্ত অর্থ সহায়তা দেওয়া হয়। প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় কিস্তির টাকা দিয়ে ছোট মামা মোবাইল সার্ভিসিং এর দোকান দিয়েছে।

শিশু মুন বর্তমানে শহিদ আলতাফ স্মৃতি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় থেকে ২০১৯ সালে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে। নানা-নানি বৃদ্ধ এবং অসুস্থ্য। মামা পরিবারের ভরণপোষন এর দায়িত্ব নিয়েছেন। মুন নানা-নানির পরিবারে ভাল আছে।

কেসস্টাডি-২

মোঃ সোহাগ, ১৬ বছর এক তরুণ, পিতা-মৃত মোঃ মুন্সী, মা- শাহীনূর বেগম, গ্রাম-আলীপুর, ডাকঘর-দশমিনা, থানা - দশমিনা, জেলা- পটুয়াখালী

সোহাগের বাবার মৃত্যুর পর মা ২য় বিবাহ করে ঢাকায় থাকে। সোহাগ তার ভাই সহ চাচা-চাচীর সাথে গ্রামে থাকে। সোহাগের ছোট ভাই ২য় শ্রেনিতে পড়ে। চাচা কৃষি কাজ করেন। সোহাগ তার নানা নানীর কাছে কিছুদিন থাকার পর নানা তাকে কাজ করতে বলে, তাই সে বাড়ি থেকে কাউকে কিছু না বলে পথে চলে আসে।

শিশু সোহাগ ১৪/১২/২০১৩ তারিখ জরুরী রাত্রীকালীন আশ্রয়কেন্দ্রে অর্ন্তভূক্ত হয়। সে সেন্টার থেকে নিরাপদ আশ্রয়, খাদ্য, চিকিৎসা, বিনোদন, জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষন, মনো-সামাজিক সহায়তা গ্রহন করেছে। সোহাগ সেন্টারে থেকে উদ্বাস্তু আদর্শ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩য় শ্রেনি পর্যন্ত পড়েছে ।

সোহাগ চাচা-চাচীর সাথে থাকার আগ্রহ প্রকাশ করলে তার মতামতের ভিত্তিতে শিশুটির চাচার পরিবার প্রাক পরিদর্শন করা হয়। চাচা-চাচীর সোহাগের দায়িত্ব নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন।
এরপর শিশুটি যেন পরিবারে সুরক্ষিত থাকে তার জন্য একটি কমিউনিটি কেয়ার কমিটি গঠন করা হয়।

গত ১১/০৫/২০১৬ তারিখ শিশু সোহাগকে প্রকল্পের সমাজকর্মী দশমিনা থানার ডিউটি অফিসার এর উপস্থিতিতে জিডির মাধ্যমে তার চাচার নিকট হস্তান্তর করা হয়।

শিশুর পরিবার ফলোআপ করে জানা যায়, চাচার পরিবার খুবই দরিদ্র এবং সে কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। তাই সোহাগের লেখাপড়া চলমান রাখা ও জীবনমান উন্নয়নের জন্য প্রকল্প থেকে তার চাচাকে শর্ত যুক্ত অর্থ সহায়তা দেওয়া হয় ।

প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দিয়ে একটি গরু ক্রয় করেছে, কৃষি কাজে ব্যয় এবং শিশুর শিক্ষায় ব্যয় করছে । ৩য় কিস্তির অর্থসহায়তা পেয়ে একটি রিক্সা ক্রয় করেছে।

সোহাগ বর্তমানে খালিসা খালি নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসায় ষষ্ঠ শ্রেনিতে পড়ে। শিশুর ফলোআপ কালে শিক্ষকের সাথে কথা বলে জানতে পারা যায় সোহাগ লেখাপড়ায় ভাল এবং সে নিয়মিত মাদ্রাসায় যায়।

সোহাগ বড় হয়ে একজন আদর্শবান শিক্ষক হতে চায়।

কেসস্টাডি-৩

১৬ বছরের এক যুবক বেলাল । আয়ের একটা অংশ পথশিশুদের কল্যানে দান করবে, স্বপ্ন দেখে বেলাল। বর্তমানে সে বরিশাল শহরে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ছাত্র। সমাজের আর দশটা শিশুর মত এখন স্বপ্ন দেখে বেলাল। এক সময় স্বপ্ন দেখা ভুলে গিয়েছিল বেলাল। চাইল্ড সেনসিটিভ সোশ্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) প্রকল্পের মাধ্যমে আবার সুন্দর আগামির স্বপ্ন দেখে বেলাল।

মা মারা যাবার পর বাবা আরেক মহিলাকে বিয়ে করে আমাকে ছেড়ে চলে গেলে আমি রাস্তায় চলে আসি এবং তখন থেকেই আমি রাস্তার শিশু" এই প্রকল্প সাহায্যই আমাকে পরিবারে ফিরিয়ে দিয়েছে। আমি আবার আমার বোনকে পেয়েছি

হেলাল এর বাড়ী বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার, মাধবপাশা ইউনিয়ন এর অন্তর্গত রহমতপুর গ্রাম। বাবার নাম রইচ মোল্লা এবং মায়ের নাম আমিনা বেগম। তিন ভাই বোনের মধ্যে হেলাল সবার ছোট। হেলালের বাবা কৃষি কাজ করতো। ওর পরিবার কোন মতে দু'বেলা দু মুঠো খেয়ে চলে যেত। বড় দু'বোনের বিয়ে হয়ে যায়। হঠাৎ কোন এক অজ্ঞাত রোগে হেলালের মা আক্রান্ত হলে বরিশাল মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়। ওর মায়ের চিকিৎসার জন্য ধান চাষের জমিটুকু বিক্রি করে হেলালের বাবা। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না। হেলালকে চার বছর বয়সে রেখেই ওর মা না ফেরার দেশে চলে যায়। হেলালের বাবা ওর মায়ের মৃত্যুর মাস খানেক পরই দ্বিতীয় বিয়ে করে এবং হেলালকে রেখে নতুন স্ত্রীকে নিয়ে শহরে পাড়ি জমায়। হেলালের আশ্রয় হয় তার বড় বোনের বাসায়। কিন্তু ঐ যে দরিদ্রতা। সেখানে ওর বোন এবং দুলাভাইর মাঝে সব সময় ঝগড়া লেগেই থাকত। এই অবস্থায় দূর্বিসহ হয়ে পড়ে ৭ বছরের হেলালের জীবন। কি করবে, কি করা উচিৎ ইত্যাদি কোন কিছুই না ভেবে একদিন সকলের অগোচরে বাসে উঠে বরিশাল চলে আসে। কাজ নেয় একটি ছোট হোটেলে থালা প্লেট ধোয়ার। হঠাৎ একদিন একটি গ্লাস ভেঙ্গে ফেলে, আর তখনেই শারিরিক ও মানসিক নির্যাতন শুরু হয় এবং অবশেষে তাকে হোটেল থেকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়া হয়। চারিদিকে অন্ধকার দেখছে হেলাল। বেশ তো ভালোই ছিল দু বেলা পেটপুরে খেতে তো পারত। হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলো হেলাল, এখন কোথায় যাবে। এমন সময় কালাম নামের এক ৮-৯ বছরের ছেলে ওকে অপরাজেয় বাংলার "জরুরি রাত্রি কালিন সেবা কেন্দ্রে" নিয়ে আসে। তখন থেকেই বদলে যেতে থাকে ওর জীবন।

অপরাজেয় বাংলার আপা ভাইয়াদের সংস্পর্শে আসার পর বদলে যেতে থাকে ওর জীবন। এখানে পরিচয় হয় ওর মত অনেক শিশুদের সাথে। শুরু হয় পড়াশুনা, খেলাধুলা, ছবি আঁকা, গল্পবলা এবং একসাথে ঘুমাতে যাওয়া। এভাবেই চলতে থাকে হেলালের জীবন। পড়াশুনার পাশাপাশি হেলালের কাছে জানতে চায় ওর পরিবারে কে কে আছে এবং কোথায় থাকে ইত্যাদি। অপরাজেয় বাংলার আপা ভাইয়ারা হেলালের বোনের সাথে যোগাযোগ করে। হঠাৎ একদিন হেলাল দেখতে পায় তার বড়বোন তাদেরই কেন্দ্রে। বোনকে দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে হেলাল। হেলালের পরিবারকে শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা দেয়া হয়। এই সহায়তা থেকে প্রাপ্ত প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দিয়ে একটি গরু ক্রয় করেছে, ৩য় কিস্তির টাকা দিয়ে একটি সেলাই মেশিন কিনেছে এবং বাকি টাকা কৃষি কাজে ব্যয় করেছে। হেলাল সেলাই মেশিনের কাজ করে যা আয় করে তার দ্বারা ওর পড়াশুনার খরচ মিটে যায়। বর্তমানে হেলাল বরিশাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এর ১ম বর্ষের ছাত্র।

কেসস্টাডি-৪

কিশোরী মেঘলার এখন হাসিমুখ

শিশু: মেঘলা
বয়স: ১৫ বৎসর
পিতার নাম: মৃত জাহাংগীর
মাতার নাম: ফাইমা বেগম

বর্তমান ঠিকানা:
গোবর চাকা
ওয়ার্ড নং-১৮, সিটি কর্পোরেশন, খুলনা

শিশু মেঘলা গোবর চাকা মেইন রোড, ১৮নং ওয়ার্ডের একটি বস্তিতে ছোট ভাইসহ দাদীর সাথে বসবাস করে। শিশুর বাবা মৃত জাহাংগীর, মাতা ফাইমা বেগম। শিশুর বাবা সাটারিং মিস্ত্রির লেবার ছিল। একদিন কাজ করার সময় শিশুর বাবা হঠাৎ চারতলা থেকে পড়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হয়। তখন শিশুর বয়স ছিল মাত্র ২ বৎসর ৬ মাস এবং ছোট ভাইয়ের বয়স ১ বৎসর। বাবার মৃত্যুর ৪০ দিন পর শিশুর মা মেঘলা ও ছোট ভাইকে দাদীর কাছে রেখে পুণরায় বিয়ে করে অন্যত্র চলে যায়। ফলে তাদের জীবনে অন্ধকার নেমে আসে। তারা মায়ের আদর-যত্ন থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে মা তাদের আর কোন খোঁজ-খবর নেয়নি।

অসহায় মেঘলা দাদীর কাছে বড় হতে থাকে। দাদী মায়া বেগম এর বয়স প্রায় ৬০বছর। বৃদ্ধ দাদী অন্যের বাসায় কাজ করে মেঘলা ও তার ভাইকে কোন রকমে আধা পেট খাইয়ে মানুষ করেছে। দরিদ্রতার কারণে দাদীর পক্ষে নাতী-নাতনীদের ভরণ-পোষন ও লেখাপড়া খরচ চালানো কষ্টকর হয়ে পড়েছে। অভাব অনটনের কারণে লেখাপড়া শুরু করতে অনেক দেরি হয়ে যায় মেঘলার। কোন রকমে ৪র্থ শ্রেনি পর্যন্ত পড়ার পর শিশুর দাদীর অসুস্থ্যতার কারণে বন্ধ হয়ে যায়।

দাদীর শারীরিক অসুস্থ্যতার কারণে মেঘলাকে লেখাপড়া বন্ধ করে পেটের দায়ে অন্যের বাসা-বাড়িতে কাজ করতে যেতে হয়। ফলে মেঘলার লেখাপড়া করে বড় হওয়ার স্বপ্নটা ভেঙ্গে যায়। এভাবে চলার পর ৩ বৎসর পর মেঘলার দাদী তাকে পুণরায় স্কুলে ভর্তি করে দেয়। শিশু ক্লাশে বড় বলে সহপাঠিরা তাকে মেনে নিতে পারে না, তাকে নানা রকম কটুক্তি করে। ফলে সে প্রায়ই মন ভার করে থাকতো। বর্তমানে সে ৫ম শ্রেনীতে পড়ে।

মেঘলা দেখতে ভালো হওয়ায় তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় এলাকার লোকেরা, কিন্তু মেঘলার দাদীর ইচ্ছা তাকে অল্প বয়সে বিয়ে দিবে না, লেখাপড়া করাবে।

মেঘলার লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ দেখে এলাকার এক সমাজ সেবক গফফার বাবু সমাজসেবা অধিদফতরের সিএসপিবি প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক সহযোগিতার ব্যবস্থা করে দেন। আর্থিক সহযোগিতা পেয়ে মেঘলার হারিয়ে যাওয়া স্বপ্ন পুণরায় ফিরে পায়। লেখাপড়া শিখে বড় হবে, নিজে চাকুরী করে ছোট ভাই ও দাদীর মুখে হাসি ফুটাবে এমনটাই তার প্রত্যাশা। মেঘলা বাল্যবিবাহ করতে চায় না।

কেসস্টাডি-৫

শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক) যশোর এ সিএসপিবি প্রকল্পের আওতায় কর্মরত সাইকোসোস্যাল কাউন্সিলর মো:মুশফিকুর রহমানের সাফল্য কাহিনীর নমুনা কেস স্টাডি:

আসাদুল (ছদ্মনাম) ছোটবেলাতে তার মা-বাবাকে হারিয়েছে। সে গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে তার বোনের বাড়িতে থাকত। ১১ বছর বয়সী আসাদুল একটি চুরির মামলাতে অভিযুক্ত হয়ে ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক) যশোর এ আসে। সে কোন মোবাইল নম্বর বলতে পারেনা এবং তার বোনের বাড়ির ঠিকানা ও বলতে পারেনা। এক বছর পেরিয়ে গেলেও কেউ তার খোজঁ করেনি এবং কোর্ট থেকেও কোন হাজিরা আসেনি। প্রতিষ্ঠানের সহকারী পরিচালক সিএসপিবি প্রকল্পের সাইকোসোস্যাল কাউন্সিলর মোঃ মুশফিকুর রহমান নিকট কেসটি হস্তান্তর করেন। তিনি এই কেসটি দায়িত্ব পাবার পর আসাদুলের সাথে একাধিকবার দীর্ঘসময় কথা বলেন। তিনি আসাদুলের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রনয়ন করেন। তার পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি অতি দ্রুত তিনটি কাজ সম্পন্ন করেন। এগুলো হলো- (১) ১ বছরের বেশি সময় কোর্টে না যাওয়ায় কোর্টের কাছে হাজিরার তারিখ চেয়ে চিঠি প্রেরণ (২) আসাদুলের আইনগত সহায়তা প্রদানের জন্য লিগ্যাল এইড, গাইবান্ধাতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রেরণ (৩) তার অভিভাবককে খুঁজে বের করা। প্রথম দুইটি কাজ সম্পন্ন করার পর তৃতীয় কাজের যখন অগ্রগতির হচ্ছিলনা তখন আসাদুলের কাছে তার এলাকার এক মেম্বারের নামের সুত্র ধরে আমি নিজেই গাইবান্ধায় সুন্দরগঞ্জের হলদিগ্রাম ইউনিয়নে যাই। সুন্দরগঞ্জের সমাজসেবা অফিসার ২ জন ইউনিয়ন সমাজকর্মীকে এই কাজে সহায়তার জন্য প্রেরণ করেন। সকলে মিলে সারাদিন খোঁজাখুজির করে অবশেষে আসাদুলের দুলাভাইয়ের খোঁজ পাওয়া গেল। তার বোন ও দুলাভাই আসাদুলের বেঁচে থাকার কথা শুনে আনন্দে কেঁদে ফেলেন, তাৎক্ষনিকভাবে আসাদুলের সাথে তাদের কথা বলানো হয়। পরবতীতে সরকারী খরচে আইনজীবী নিয়োগের মাধ্যমে আসাদুলের জামিনের ব্যবস্থা করা হয়। ২০১৭ সালের ২৫ জুলাই প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মচারীর মাধ্যমে জামিন প্রাপ্ত আসাদুলকে তার বোন দুলাভাইয়ের কাছে হস্তান্তর করা হয়। সাইকোসোশ্যাল কাউন্সিলর মোঃ মুশফিকুর রহমান তার অভিভাবকের সাথে কথা বলে আসাদুলকে স্কুলে ভর্তি করার ব্যবস্থা করেন। আমরা তার সুন্দর সাফল্য কামনা করছি।

পরিশিষ্ট -২

স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা

স্থানীয় পর্যায় কর্মশালা

স্থানীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালার ফলাফল পর্যালোচনা:

সভাপতি: মো: জনাব কাজী জাহাঙ্গীর আলম
প্রধান অতিথি: মো: কামরুজ্জামান, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বিশেষ অতিথি: জনাব মোশারফ হোসেন, পরিচালক, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি),
স্থান: সেইন্ট বাংলাদেশ, বরিশাল
তারিখ: মার্চ ২০১৯
আয়োজনে: আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
সহযোগীতায়: উন্নয়ন ধারা

অনুষ্ঠান সূচি

১০.০০-১০.৩০	: রেজিস্ট্রেশন
১০.৩০-১০.৩৫	: অতিথিদের আসন গ্রহণ
১০.৩৫-১০.৪৫	: স্বাগত বক্তব্য
১০.৪৫-১১.০০	: কর্মশালার কার্যক্রম উপস্থাপন
১১.০০-১১.৩০	: মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন
১১.৩০-১২.৩০	: মুক্ত আলোচনা
১২.৩০-১২.৪৫	: প্রধান অতিথির বক্তব্য
১২.৪৫-০১.০০	: সভাপতির বক্তব্য

চাইল্ড সেনসিটিভ স্যোশাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কার্যক্রমের (শর্ত) অনুযায়ী স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেনির স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা। এই কর্মশালার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন শ্রেনি ও পেশার মানুষের নিকট থেকে সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব সম্পর্কে জানা এবং ভবিষ্যতে করণীয় শীর্ষক মতামত গ্রহণ করা। প্রকল্পের উদ্দেশ্যকে বিবেচনায় রেখে ৪ মার্চ ২০১৯ তারিখ সকাল ১১ ঘটিকায় বরিশালস্থ "সেইন্ট বাংলাদেশ" এর সভা কক্ষে স্থানীয় পর্যায়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: কামরুজ্জামান, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোশারফ হোসেন, পরিচালক, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি), এবং কর্মশালার সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সেইন্ট বাংলাদেশ এর নির্বাহি পরিচালক, জনাব কাজী জাহাঙ্গীর আলম। এ ছাড়া সভায় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, স্কুল শিক্ষক, বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) প্রতিনিধি, প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, শর্তযুক্ত সহায়তা গ্রহণকারী পিতামাতা/অভিভাবক, পথ শিশু ও যুব'রা ইত্যাদি।

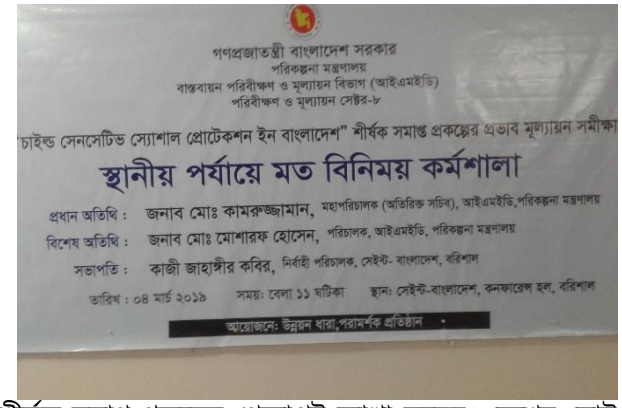

কর্মশালার শুরুতে পরিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করা হয়। কর্মশালায় শুভেচ্ছা বক্তব্য উপস্থাপন করেন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এর পরিচালক মো: মোশারফ হোসেন। তিনি তার বক্তব্যে চাইল্ড সেনসিটিভ স্যোশাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের পরিচিতি এবং প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ও সমাপ্ত কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করেন।

কর্মশালায় বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এর পরিচালক মো: মোশারফ হোসেন চাইল্ড সেনসিটিভ স্যোশাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রেক্ষাপট ব্যাখা করেন। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩৪ শতাংশ শিশুদের দরিদ্রতার একটি বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, ৪৬ শতাংশ শিশু জাতীয় দরিদ্রসীমার নীচে বাস করে। ২৩ শতাংশ শিশু অতিদরিদ্রসীমার নীচে বাস করে এবং ৫৯ শতাংশ শিশু দৈনিক ১.০৮ ডলারের কম (ক্রয় ক্ষমতা) আয়ে জীবননির্বাহ করে। এই সকল দরিদ্র শিশুরা অন্যান্য (স্বচ্ছল) শিশুদের তুলনায় স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, বিশুদ্ধ খাবার পানি, পয়:নিস্কাশন, আশ্রয় ও তথ্য -এই ৭ টি অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

তিনি জানান-এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল- শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা, শিশুর সহায়তায় টোল ফ্রি ফোন-চাইল্ড হেল্পলাইন, সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ প্রদান, অনলাইন কেস ম্যানেজমেন্ট, শিশুদের বিশেষ করে পথ শিশুদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ড্রপ-ইন-সেন্টার, জরুরি অবস্থায় রাত্রিকালিন নিরাপদ আশ্রয়, শিশু বান্ধব স্থান এবং উম্মুক্ত বিদ্যালয় পরিচালনা করা। তিনি আরো বলেন-আমাদের "মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর হাত ধরে সকল শিশু যাবে ঘরে"। এই প্রকল্পের শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা দেয়ার ফলে পরিবারটি আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হবে এবং ফলে শিশু/পোষ্যকে বিদ্যালয়ে দিতে হবে, শিশু শ্রমে দেয়া যাবে না এবং শিশু/পোষ্যকে বাল্যবিবাহ দেয়া যাবে না। তিনি সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে তার মূল্যবান বক্তব্য শেষ করেন।

পরামর্শক দলের সদস্য ও উন্নয়ন ধারার নির্বাহী প্রধান মো: সাঈদুর রহমান কর্মশালা পরিচালনা করেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্যের পর বিষয় ভিত্তিক মুক্ত আলোচনা শুরু করা হয়। কর্মশালায় উপস্থিত সকলেই স্বত:স্ফুর্ত অংশগ্রহণ করেন। প্রকল্পের ইতিবাচক দিকগুলো সম্পর্কে আলোচকগনের মতামত নিম্নে দেয়া হলো-

- উপস্থিত সকলে একমত "চাইল্ড সেনসিটিভ স্যোশাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা পাবার ফলে পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা এসেছে, শিশু/পোষ্যকে নিয়মিত বিদ্যালয়ে যেতে পারছে, প্রাইভেট শিক্ষক দিয়েছি, পুষ্টিকর খাবার দিতে পারছি
- পলাশ নামে একটি শিশু বলেন প্রকল্পটি হলো "পথ শিশুদের পথ থেকে মূল স্রোতের সাথে অর্থাৎ সভ্য লোকের সমাজের সাথে সম্পৃক্ত করে" তাই আমরা আজ পলিটেকনিক কলেজে পড়াশুনা করছি
- যুব'রা বলে "আমরা পূর্বে (প্রকল্প শুরুর আগে) কথা বলতে পারতাম না এমন কি কেউ খারাপ কথা বললে প্রতিবাদ করতে পারতাম না কিন্তু এখন কথা বলতে পারি এবং প্রতিবাদ করতে পারি" আমাদের জীবনে এই ভাবে প্রকল্পের প্রভাব পড়েছে
- কর্মশালায় উপস্থিত কয়েকজন অভিভাবক বলেন "পূর্বে আমরা ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতাম যেমন-ইট ভাঙ্গা, মাটি কাটা এবং রাস্তা মেরামত করা, কিন্তু বর্তমানে ঐ সকল কাজ ছেড়ে দিয়েছি"
- অপরাজেয় বাংলার প্রতিনিধি ফেরদৌসি বলেন-পথ শিশুরাই বর্তমানে কেন্দ্রে শিক্ষক হিসাবে কাজ করছে" এই প্রকল্প যে পথশিশুদের জীবনের উপর প্রভাব পড়েছে এটাই তার প্রমান
- প্রকল্পের শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তার অর্থ বিনিয়োগ করার ফলে উপকারভোগী পরিবার কর্মমুখী হয়েছে এবং এর ফলে পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা এসেছে

ভবিষ্যত কর্মকৌশল তৈরি করার জন্য যে সকল সুপারিশ করা হয় তা নিম্নে দেয়া হলো-

- প্রকল্পটি দীর্ঘমেয়াদী করা যাতে প্রত্যেকটি শিশুকে নিয়ে আলাদা পরিকল্পনা করা যায়
- ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের জন্য শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা চালু রাখতে হবে
- পুন:একত্রীকরণ অথবা শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা প্রদানকারি পরিবারকে নিয়মিত ফলো-আপের ব্যবস্থা করতে হবে
- যে সকল শিশুরা মাধ্যমিক পর্যায়ে স্কুলে ভর্তি হতে যায় তাদের নিকট থেকে স্কুলের বেতন ও ভর্তি ফি নেয়া হয়, এই ধরনের পরিবারের জন্য এটা একটা বোঝা। সুতরাং যে সকল শিশুরা এই প্রকল্পের আওতায় থাকবে তাদের ১০০% ভাগ উপ-বৃত্তির আওতায় আনা প্রয়োজন তবেই শিশুশ্রম, বাল্যবিবাহ এবং স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হার হ্রাস পাবে
- পারিবারিক কাউন্সেলিং করার ব্যবস্থা করা
- মেয়েদের সেল্টার হোমের ব্যবস্থা করা কারণ ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা বেশী ঝুঁকিপূর্ণ
- টার্গেট এর পরিবর্তে প্রকল্পের গুনগত মানে বেশী গুরুত্ব দেয়া উচিৎ
- অপরাধ করা শিশুদের জন্য কোন সেল্টার হোম নাই, শিশুটি অপরাধ করেছে জানলে কেউ গ্রহণ করতে চায় না এমনকি পরিবার ও গ্রহণ করতে চায় না। অপরদিকে মাদকাসক্ত শিশুকে ও কেউ গ্রহণ করতে চায় না। এই সকল শিশুদের পরিবারে ফেরৎ দিলে পরিবার থেকে এই সকল শিশুরা আবার রাস্তায় চলে আসে, সুতরাং এদের জন্য আলাদা সেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

পরিশিষ্ট -৩

কর্মপরিকল্পনা

কর্মপরিকল্পনা

ক্রমিক নং	বিষয়	কার্যক্রমের সময় (মাস ভিত্তিক) ২০১৮-২০১৯																
		ডিসেম্বর	জানুয়ারি				ফেব্রুয়ারি				মার্চ				এপ্রিল			
১	সমীক্ষা পরিকল্পনা ও পরামর্শক দলের সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন																	
২	মাঠ পর্যায়ে প্রশ্নমালা প্রাক-যাচাই																	
৩	প্রশ্নমালা চূড়ান্তকরণ ও ইনসেপশন রিপোর্ট প্রণয়ন																	
৪	টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক ইনসেপশন রিপোর্টের উপর সুপারিশ প্রদান																	
৫	স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক ইনসেপশন রিপোর্ট অনুমোদন																	
৬	প্রশিক্ষণ,সরেজমিন পর্যবেক্ষণ ও মাঠ পর্যায়ে উপাত্ত সংগ্রহ																	
৭	উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রমের তদারকি																	
৮	KII &FGD পরিচালনা করা																	
৯	স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা পরিচালনা করা																	
১০	সংগৃহীত উপাত্ত সম্পাদনা																	
১১	ডাটা এন্ট্রি ও যাচাইকরণ																	
১২	টেবুলেসন সম্পন্ন করা																	
১৩	ডাটা বিশ্লেষণ করা																	
১৪	১ম খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিল																	
১৫	খসড়া প্রতিবেদন টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা																	
১৬	টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশের আলোকে খসড়া প্রতিবেদন সংশোধন ও চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন দাখিল																	
১৭	জাতীয় পর্যায়ের সেমিনারে চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন ও মতামত সংগ্রহ																	
১৮	সেমিনারের মতামতের ভিত্তিতে খসড়া প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল																	

পরিশিষ্ট -৪

প্রকল্প কার্যক্রমের ফটো

শিশুরা পড়াশুনা করছে

শিশুরা গল্প শুনছে

শিশুরা খেলাধুলা করছে

শিশুরা বিনোদন করছে

মেয়ে শিশুরা খেলাধুলা করছে

ছেলে শিশুরা খেলাধুলা করছে

শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা দ্বারা কৃষি খামার করছে

শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা দ্বারা গরু কিনেছে

জীবন দক্ষতার শিক্ষা সেশন

শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা দ্বারা দোকান করছে

শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা দ্বারা গরু কিনেছে

শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা দ্বারা দোকান করছে

পরিশিষ্ট -৫

ডাটা সংগ্রহের টুলস

সংযুক্তি-১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

আইডি নং | | | | |

চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন এর
আর্থ-সামাজিক জরিপ প্রশ্ন পত্র *(উপকারভোগী)*

সম্মতি পত্র

পরিচিতি ও গবেষণার উদ্দেশ্য বর্ণনা

আচ্ছালামু আলাইকুম/নমস্কার
আমি ----------।"উন্নয়ন ধারা" নামক একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে এসেছি। উন্নয়ন ধারা, বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী এবং আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে গবেষণা/জরিপ কার্য পরিচালনা করে আসছে। সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয়ের অধীন একটি জরিপ কার্যক্রমের জন্য এসেছি। আপনারা অবগত আছেন যে, ঝুঁকি পূর্ণ শিশুদের সুরক্ষার জন্য ইউনিসেফ ও বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহায়তায় "চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ-২য় পর্যায় (সিএসপিবি)" শীর্ষক প্রকল্প ২০১২ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এর পক্ষ থেকে বাস্তবায়িত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য আপনাদের এলাকায় এসেছি।

গোপনীয়তা এবং সম্মতি: আমরা এই সাক্ষাতকারে উক্ত প্রকল্পের বিভিন্ন ধরণের সেবা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, শিশু শ্রম এবং বাল্য বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে কিছু জানতে চাইব।

আপনার প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে এবং এই তথ্য সংগ্রহ করতে আমাদের আনুমানিক এক ঘন্টা সময় লাগবে। জরিপে অংশগ্রহনের জন্য আপনাকে কোন প্রকার জোর করা হবে না এবং আমরা আশা করছি আপনি স্বেচ্ছায় প্রশ্নোত্তর দিতে সম্মত হবেন কেননা এই বিষয়ে আপনার মতামত আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি কোন উত্তর না দিতে চাইলে আমাদেরকে বলবেন আমরা পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাব। এই জরিপে আমাদেরকে সহায়তা করার জন্য আমরা আপনাকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আপনার কি এই জরিপ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন আছে? আমরা কি তাহলে শুরু করতে পারি ?

আমি কি আপনার সাক্ষাৎকার শুরু করতে পারি? হ্যাঁ----------1
না ----------2

সাক্ষাত প্রদানকারীর স্বাক্ষর _____ মোবাইল নম্বর: | | | | | | | | | | | |

জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর: | | | | | | | | | | | | | |

সাক্ষাত গ্রহনের তারিখ | | | | | | | | |
দিন | মাস | বছর

সাক্ষাতের বিষয়ে আপনার সম্মতির জন্য প্রকল্পের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ।

সাক্ষাৎকার শুরুর সময়	
গ্রাম:	উপজেলা:
জেলা:	বিভাগ:
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম:	তদারককারীর নাম:
স্বাক্ষর:	স্বাক্ষর:

পরামর্শক সংস্থা:

উন্নয়ন ধারা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

১. আর্থ-সামাজিক বিষয়ে তথ্য:

ক্রমিক #	প্রশ্ন	উত্তর সহ কোড	নির্দেশনা
১০১	উত্তর দাতার লিঙ্গ *(প্রশ্ন করার প্রয়োজন নেই, দেখে লিখুন)*	মহিলা 1 পুরুষ 2 হিজড়া 3	
১০২	দয় করে আপনার বয়স বলুন (প্রয়োজনে জাতীয় পরিচয় পত্র দেখে নিশ্চিত হোন)	(পূর্ণ বয়স লিখুন) ----------বছর	
১০৩	আপনি কোন শ্রেনি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন?	প্রাইমারী স্কুল পাশ (৫ম শ্রেনি) 1 অষ্টম শ্রেনি পাশ 2 এসএসসি পাশ 3 এইচ এস সি 4 বিএ/মাস্টার্স পাশ 5 কখনো স্কুলে যাই নাই 6	
১০৪	বর্তমানে আপনার বৈবাহিক অবস্থা কি? (একটি মাত্র উত্তর হবে)	অবিবাহিত 1 বর্তমানে বিবাহিত 2 বিধবা/বিপত্নিক 3 তালাক প্রাপ্ত/প্রাপ্তা 4 অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)----------	
১০৫	বর্তমানে আপনি/আপনার পরিবার কোথায় থাকেন ?	রাস্তায় 1 বস্তিতে 2 নিজ বাড়িতে 3 ভাড়া বাড়ি (টিন/বিল্ডিং) 4 অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)----------	
১০৬	আপনার সন্তান সংখ্যা কত?	----------জন	
১০৭	আপনার স্বামী/স্ত্রী কি কোন কাজের সাথে জড়িত যা থেকে টাকা আয় হয়।	হ্যাঁ 1 না 2	
১০৮	আপনি কি কোন কাজের সাথে জড়িত যা , থেকে টাকা আয় হয়।	হ্যাঁ 1 না 2	
১০৯	আপনার পরিবারের আর কে কে আয়ের সাথে জড়িত? *(যেখান থেকে টাকা আসে)* *(একাধিক উত্তর হতে পারে এবং একাধিক ছেলে মেয়ে হতে পারে)*	ছেলে 1 মেয়ে 2 ছেলের বউ 3 মেয়ের জামাই 4 অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)----------	

১১০	আপনার স্বামীর/স্ত্রীর আয়ের প্রধান উৎস কি? (একটি মাত্র উত্তর হবে)	কৃষি 1 দিন মজুর 2 বর্গা চাষি 3 রিক্সা/ভ্যন চালক 4 মেকানিক্স 5 চা বাগানের শ্রমিক 6 অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)----------	
১১১	আপনার আয়ের প্রধান উৎস কি? (একটি মাত্র উত্তর হবে)	কৃষি 1 দিন মজুর 2 বর্গা চাষি 3 গৃহ পরিচারিকা 4 মেকানিক্স 5 চা বাগানের শ্রমিক 6 অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)----------	
১১২	বর্তমানে আপনার পরিবারের মাসিক আয় কত? *(সকলের মাসিক আয় এক সাথে হবে)*	----------টাকা	
১১৩	বর্তমানে আপনার পরিবারের মাসিক ব্যয় কত? *(সকলের মাসিক ব্যয় এক সাথে হবে)*	----------টাকা	
১১৪	এই প্রকল্পের আওতায় শর্তযুক্ত আর্থিক সহায়তা পাবার পূর্বে পরিবারের আয় কত ছিল *(যদি শর্তযুক্ত সহায়তা না পেয়ে থাকে তবে এই প্রশ্ন প্রযোজ্য হবে না)*	----------টাকা	

২. শিশু সুরক্ষা সম্পর্কিত তথ্য:

২০১ দয়া করে আপনার শিশু/পোষ্যরদের তথ্য দিন?

(সকল প্রশ্নের উত্তর ভালো ভাবে লিখুন কোন প্রশ্ন বাদ দেয়া যাবে না)

ক্রমিক নং	বয়স	লিঙ্গ	পড়াশুনা করে কি ?	কোন শ্রেনি পর্যন্ত পড়েছে/পড়ছে	বিবাহিত/ অবিবাহিত	বিবাহিত হলে, যখন বিয়ে হয়েছিল তখন বয়স কত ছিল ?	কাজে জড়িত কি না (আয় হয়)	কাজ করলে কি কাজ করে
১								
২								
৩								
৪								

৫								

ক্রমিক #	প্রশ্ন	উত্তর সহ কোড	নির্দেশনা
২০২	শিশুদের সাথে আপনার সম্পর্ক কি?	মা 1 বাবা 2 অভিভাবক 3 দাদা/দাদি 4 মামা/মামি 5 অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)-------	
২০৩	বর্তমানে কাজের সাথে জড়িত শিশু /পোষ্য কোথায় থাকে (২০১ নম্বর প্রশ্নের সাথে মিলিয়ে নিন,)	মা-বাবার সাথে 1 আত্মীয়ের বাসায় 2 কর্মস্থলে 3 অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)----------	
২০৪	শিশুটি বিবাহিত হলে কেন বিয়ে দিয়েছেন? একাধিক উত্তর হতে পারে (২০১ নম্বর প্রশ্নের সাথে মিলিয়ে নিন)	---------- ----------	

৩. প্রকল্প সেবা সম্পর্কে তথ্য:

ক্রমিক #	প্রশ্ন	উত্তর সহ কোড	নির্দেশনা
৩০১	আপনি/আপনার পরিবার এই প্রকল্প থেকে কি কি সেবা পেয়েছেন?	শর্তযুক্ত আর্থিক সহায়তা 1 প্রশিক্ষণ/ট্রেনিং 2 রাত্রিকালীন নিরাপদ আশ্রয় 3 চাইল্ড হেল্প লাইন 4 মনো-সামাজিক সেবা 5 আইনি সহযোগিতা 6 অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)----------	৩০৮
৩০২	আপনি টাকা পেয়ে থাকলে মোট কত টাকা পেয়েছেন?	১ম কিস্তি ----------টাকা 1 ২য় কিস্তি----------টাকা 2 ৩য় কিস্তি----------টাকা 3	৩০৭
৩০৩	এই টাকা পেতে আপনার কোন সমস্যা হয়েছিল কি?	হ্যাঁ 1 না 2	
৩০৪	এই টাকা দিয়ে আপনি কি আয় বর্ধনমূলক কোন কাজে বিনিয়োগ করেছেন কি ?	হ্যাঁ 1 না 2 →	৩০৮
৪০৫	হ্যাঁ হলে কি কাজে বিনিয়োগ করেছেন?	----------	
৩০৬	বর্তমানে এই বিনিয়োগ থেকে মাসে কত টাকা আয় হয়?	----------টাকা	

৩০৭	১ম কিস্তি ও ২য় কিস্তি পেলে কেন ৩য় কিস্তি পাননি?	শিশুকে বিয়ে দিয়েছি 1 শিশুকে বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করেছি 2 শিশুকে কজে/ শিশুশ্রমে দিয়েছি 3 অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)----------	
৩০৮	এই সকল সেবা পেতে আপনার কোন সমস্যা হয়েছে কি না ?	হ্যাঁ 1 না 2 অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)----------	
৩০৯	আপনার শিশু/পোষ্য কি এই প্রকল্প থেকে কোন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন?	হ্যাঁ 1 না 2	→ ৩১১
৩১০	হ্যাঁ হলে, এই প্রশিক্ষণের ফলে আপনার শিশু/পোষ্যের কি উপকার হয়েছে ?	---------- ----------	
৩১১	আপনার শিশু/পোষ্য কি শিশুর সহায়তায় টোল ফ্রি ফোন-চাইল্ড হেল্পলাইন থেকে কোন সেবা নিয়েছে কি না?	হ্যাঁ 1 না 2 অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)----------	→ ৩১৪
৩১২	হ্যাঁ হলে, কী কী সেবা পেয়েছে/কী কারনে ফোন করেছিল?	----------	
৩১৩	এই সেবা পাবার ফলে আপনার শিশু/পোষ্যের কি উপকার/লাভ হয়েছে ?	---------- ----------	**শর্তযুক্ত সহায়তা পেলে- ৩২৫ যান**
৩১৪	আপনার শিশু/পোষ্য কি **ড্রপ-ইন-সেন্টার** থেকে কোন সেবা গ্রহণ করেছে?	হ্যাঁ 1 না 2	→ ৩১৭
৩১৫	হ্যাঁ হলে, কী কী সেবা পেয়েছে ? (একাধিক উত্তর হবে)	পড়াশুনা করে 1 খেলাধুলা করে 2 টিফিন পায় (খাবার পায়) 3 কাজ শিখতে পারে 4 অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)----------	
৩১৬	এই সেবা পাবার ফলে আপনার শিশু/পোষ্যের কি উপকার হয়েছে ?	লিখতে পারে 1 কারিগরি কাজ শিখেছে 2 ভালো ভাবে কথা বলতে পারে 3 কবিতা/ছড়া বলতে পারে 4 সচেতন হয়েছে 5 অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)----------	
৩১৭	আপনার শিশু/পোষ্য কি জরুরি অবস্থায় রাত্রিকালিন নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্র থেকে সেবা পেয়েছে	হ্যাঁ 1 না 2 অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)----------	→ ৩২০
৩১৮	হ্যাঁ হলে, কী কী সেবা পেয়েছে ?	রাতে নিরাপদে থাকতে পেরেছে 1 খাবার পেয়েছে 2 অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)----------	

৩১৯	এই সেবা পাবার ফলে আপনার শিশু/পোষ্যের কি উপকার হয়েছে ?	---------- ----------	
৩২০	আপনার শিশু/পোষ্য কি শিশুবান্ধব পরিবেশ/স্পেস এ নিয়মিত যায়?	হ্যাঁ 1 না 2	→ ৩২৩
৩২১	হ্যাঁ হলে, কী কী সেবা পেয়েছে ?	খেলাধুলা করে 1 গল্প করতে পারে 2 অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)----------	
৩২২	এই সেবা পাবার ফলে আপনার শিশু/পোষ্যের কি উপকার হয়েছে ?	শিশুরা হাসি খুশি থাকে 1 মন ভালো থাকে 2 অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)----------	
৩২৩	আপনার শিশু/পোষ্য নিয়মিত উন্মুক্ত বিদ্যালয় যায়?	হ্যাঁ 1 না 2	→ ৩২৫
৩২৪	এই সেবা পাবার ফলে আপনার শিশু/পোষ্যের কি উপকার হয়েছে ?	হ্যাঁ 1 না 2 অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)----------	
৩২৫	আপনার শিশু কি কোন কমিটির সদস্য?	হ্যাঁ 1 না 2	না হলে শেষ করুন
৩২৬	হ্যাঁ হলে কোন কোন কমিটির সদস্য	শিশু সুরক্ষা নেটওয়ার্ক 1 শিশু কল্যান বোর্ড 2 অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)----------	
৩২৭	এই সকল কমিটির সদস্য হবার ফলে শিশু/পোষ্যের কি কোন উপকার হয়েছে?	হ্যাঁ 1 না 2 অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)----------	না হলে → শেষ করুন
৩২৮	হ্যাঁ হলে কি কি উপকার হয়েছে?	---------- ----------	

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী:

প্রশ্নত্রটি পুনরায় পরীক্ষা করুন। কোন প্রশ্নের উত্তর বাদ গিয়ে থাকলে উত্তরদাতাকে আবার ও জিজ্ঞাসা করুন এবং উত্তরসমূহ সঠিকভাবে এসেছে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হোন। পরিশেষে সাক্ষাৎকার গ্রহণে মূল্যবান সময় দেয়ার জন্য উত্তরদাতাকে আবারও ধন্যবাদ জানান।

সংযুক্তি-২

আইডি নং				

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন এর
আর্থ-সামাজিক জরিপ প্রশ্ন পত্র *(প্রকল্পের উপকারভোগী নন)*

সম্মতি পত্র

পরিচিতি ও গবেষণার উদ্দেশ্য বর্ণনা

আচ্ছালামু আলাইকুম/নমস্কার

আমি ----------।"উন্নয়ন ধারা" নামক একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে এসেছি। উন্নয়ন ধারা, বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী এবং আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে গবেষণা/জরিপ কার্য পরিচালনা করে আসছে। সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত সমাজকল্যাণ মন্ত্রণলয়ের অধীন একটি জরিপ কার্যক্রমের জন্য এসেছি। আপনারা অবগত আছেন যে, ঝুঁকি পূর্ণ শিশুদের সুরক্ষার জন্য ইউনিসেফ ও বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহায়তায় "চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ-২য় পর্যায় (সিএসপিবি)" শীর্ষক প্রকল্প ২০১২ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এর অধীন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এর পক্ষ থেকে বাস্তবায়িত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য আপনাদের এলাকায় এসেছি।

গোপনীয়তা এবং সম্মতি: আমরা এই সাক্ষাতকারে আপনার সন্তান/পোষ্য সম্পর্ক কিছু জানতে চাইব।

আপনার প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে এবং এই তথ্য সংগ্রহ করতে আমাদের আনুমানিক এক ঘন্টা সময় লাগবে। জরিপে অংশগ্রহনের জন্য আপনাকে কোন প্রকার জোর করা হবে না এবং আমরা আশা করছি আপনি স্বেচ্ছায় প্রশ্নোত্তর দিতে সম্মত হবেন কেননা এই বিষয়ে আপনার মতামত আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি কোন উত্তর না দিতে চাইলে আমাদেরকে বলবেন আমরা পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাব। এই জরিপে আমাদেরকে সহায়তা করার জন্য আমরা আপনাকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আপনার কি এই জরিপ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন আছে? আমরা কি তাহলে শুরু করতে পারি ?

আমি কি আপনার সাক্ষাৎকার শুরু করতে পারি? হ্যাঁ----------1

না ----------2

সাক্ষাত প্রদানকারীর স্বাক্ষর _____ মোবাইল নম্বর: | | | | | | | | | | | |

জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর: | | | | | | | | | | | | | | |

সাক্ষাত গ্রহনের তারিখ | | | | | | | | |
দিন | মাস | বছর

সাক্ষাতের বিষয়ে আপনার সম্মতির জন্য প্রকল্পের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ।

সাক্ষাৎকার শুরুর সময়	
গ্রাম:	উপজেলা:
জেলা:	বিভাগ:
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম:	তদারককারীর নাম:
স্বাক্ষর:	স্বাক্ষর:

পরামর্শক সংস্থা:

উন্নয়ন ধারা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

১. আর্থ-সামাজিক বিষয়ে তথ্য:

ক্রমিক #	প্রশ্ন	উত্তর সহ কোড	নির্দেশনা
১০১	উত্তর দাতার লিঙ্গ *(প্রশ্ন করার প্রয়োজন নেই, দেখে লিখুন)*	মহিলা 1 পুরুষ 2 হিজড়া 3	
১০২	দয়া করে আপনার বয়স বলুন (প্রয়োজনে জাতীয় পরিচয় পত্র দেখে নিশ্চিত হোন)	(পূর্ণ বয়স লিখুন) ----------বছর	
১০৩	আপনি কোন শ্রেনি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন?	প্রাইমারী স্কুল পাশ (৫ম শ্রেনি) 1 অষ্টম শ্রেনি পাশ 2 এসএসসি পাশ 3 এইচ এস সি 4 বিএ/মাস্টার্স পাশ 5 কখনো স্কুলে যাই নাই 7	
১০৪	বর্তমানে আপনার বৈবাহিক অবস্থা কি? (একটি মাত্র উত্তর হবে)	অবিবাহিত 1 বর্তমানে বিবাহিত 2 বিধবা/বিপত্নিক 3 তালাক প্রাপ্ত/প্রাপ্তা 4 অন্যান্য (নিদিষ্ট করুন)----------	
১০৫	বর্তমানে আপনি/আপনার পরিবার কোথায় থাকেন ?	রাস্তায় 1 বস্তিতে 2 নিজ বাড়িতে 3 ভাড়া বাড়িতে (টিন/বিল্ডিং) 4 অন্যান্য (নিদিষ্ট করুন)----------	
১০৬	আপনার সন্তান সংখ্যা কত?	----------জন	
১০৭	আপনার স্বামী কি কোন কাজের সাথে জড়িতযা থেকে টাকা আয় হয়। ,	হ্যাঁ 1 না 2	
১০৮	আপনি কি কোন কাজের সাথে জড়িত যা , থেকে টাকা আয় হয়।	হ্যাঁ 1 না 2	
১০৯	আপনার পরিবারের কে কে আয়ের সাথে জড়িত? (যেখান থেকে টাকা আসে)	ছেলে 1 মেয়ে 2 ছেলে বউ 3 মেয়ে জামাই 4 অন্যান্য (নিদিষ্ট করুন)----------	

১১০	আপনার স্বামীর আয়ের প্রধান উৎস কি? (একটি মাত্র উত্তর হবে)	কৃষি 1 দিন মজুর 2 বর্গা চাষি 3 রিক্সা/ভ্যন চালক 4 মেকানিক্স 5 চা বাগানের শ্রমিক 6 অন্যান্য (নিদিষ্ট করুন)----------	
১১১	আপনার আয়ের প্রধান উৎস কি? (একটি উত্তর হবে)	কৃষি 1 দিন মজুর 2 বর্গা চাষি 3 গৃহ পরিচারিকা 4 চা বাগানের শ্রমিক 5 অন্যান্য (নিদিষ্ট করুন)----------	
১১২	বর্তমানে আপনার পরিবারের মাসিক আয় কত? (সকলের মাসিক আয় এক সাথে হবে)	----------টাকা	
	বর্তমানে আপনার পরিবারের মাসিক ব্যয় কত? (সকলের মাসিক ব্যয় এক সাথে হবে)	----------টাকা	
১১৩	বিগত ২০১২ সালে আপনার পরিবারের আয় কত ছিল	----------টাকা	

২. শিশু সুরক্ষা সম্পর্কিত তথ্য:

২০১ দয়া করে আপনার শিশু/পোষ্যেরদের তথ্য দিন?

ক্রমিক নং	বয়স	লিঙ্গ	পড়াশুনা করে কি ?	কোন শ্রেনি পর্যন্ত পড়েছে/পড়ছে	বিবাহিত/ অবিবাহিত	বিবাহিত হরে, যখন বিয়ে হয়েছিল তখন বয়স কত ছিল ?	কাজে জড়িত কি না (আয় হয়)	কাজ করলে কি কাজ করে
১								
২								
৩								
৪								
৫								

ক্রমিক #	প্রশ্ন	উত্তর সহ কোড	নির্দেশনা
২০২	শিশুদের সাথে আপনার সম্পর্ক কি?	মা 1 বাবা 2 অভিভাবক 3 অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)-------	
২০৩	বর্তমানে কাজের সাথে জড়িত শিশুটি কোথায় থাকে	মা-বাবার সাথে 1 আত্মীয়র বাসায় 2 কর্মস্থলে 3 অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)----------	
২০৪	শিশুটি বিবাহিত হলে কেন বিয়ে দিয়েছেন? একাধিক উত্তর হতে পারে (২০১ নম্বর প্রশ্নের সাথে মিলিয়ে নিন)	---------- ----------	

৩. প্রকল্প সেবা সম্পর্কে তথ্য:

ক্রমিক #	প্রশ্ন	উত্তর সহ কোড	নির্দেশনা
৩০১	আপনার পরিবার কি চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) শীর্ষক প্রকল্প ব্যতি অন্য কোন প্রকল্প থেকে সেবা পান/পেয়েছিলেন?	হ্যাঁ 1 না 2 →	না হলে শেষ করুন
৩০২	হ্যাঁ হলে কী কী সেবা পেয়েছেন/পাচ্ছেন?	---------- ----------	
৩০৩	এই সেবা পাবার ফলে আপনাদের কী কী লাভ হয়েছে?	---------- ----------	

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী:

প্রশ্নত্রটি পুনরায় পরীক্ষা করুন। কোন প্রশ্নের উত্তর বাদ গিয়ে থাকলে উত্তরদাতাকে আবার ও জিজ্ঞাসা করুন এবং উত্তরসমূহ সঠিকভাবে এসেছে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হোন। পরিশেষে সাক্ষাৎকার গ্রহণে মূল্যবান সময় দেয়ার জন্য উত্তরদাতাকে আবারও ধন্যবাদ জানান।

সংযুক্তি-৩.১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন

বিভিন্ন শ্রেনির কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনার গাইডলাইন

i. উত্তরদাতার নামঃ
ii. মন্ত্রণালয়/সংস্থার নামঃ
iii. পদবীঃ

১. প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে আপনার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করুন।
২. প্রকল্পটি কতবার সংশোধন করা হয়েছিল? প্রকল্প সংশোধনের কারণ কী ছিল?
৩. প্রকল্পের মালামাল, ইকুইপমেন্ট, জনবল ও সেবা সংগ্রহে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা? এ সংক্রান্ত ডকুমেন্টের কপি আছে কি?
৪. ডিপিপি প্রস্তুতির পূর্বে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা নিয়ে কোন সমীক্ষা করা হয়েছিল কি না এবং তাতে Sensitivity Analysis এবং Cause-Effect Analysis ছিল কি?
৫. প্রকল্পের সময় ও কর্মকান্ডের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশে নিজস্ব পরিবীক্ষণ ও মধ্য-মেয়াদী মূল্যায়ন করা হয়েছিল কি না? হয়ে থাকলে তার কোন Checklist/Data Instrument আছে কি?
৬. প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কোন Project team গঠন করা হয়েছিল কি না?
৭. প্রকল্প বাস্তবায়নের সবল ও দুর্বল দিকগুলো সর্ম্পকে আপনার মতামত বলুন।
৮. প্রকল্প বাস্তবায়নে কোথায় কী কী বাধা বিপত্তির সন্মূখীন হয়েছেন? কিভাবে উত্তরণ হয়েছিলেন?
৯. প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কোন কৌশলগত দুর্বলতা ছিল কি? থাকলে কি কি
১০. এ প্রকল্পের কোন exit plan আছে কিনা? থাকলে তার সবল ও দুর্বল দিক আলোচনা করুন।
১১. শর্ত সাপেক্ষে আর্থিক সহায়তা দেয়ার ফলে প্রকল্পের উপকারভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর কি কি প্রভাব পড়েছে বলে আপনি মনে করেন?
১২. শিশুদের জন্য বিভিন্ন সেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে যেমন:
    ক. শিশু বান্ধব স্পেস
    খ. উম্মুক্ত বিদ্যালয়
    গ. জরুরী রাত্রিকালিন থাকার ব্যবস্থা
    ঘ. ড্রপ-ইন-সেন্টার
    ঙ. টোল ফ্রি ফোন কল এর ব্যবস্থা ইত্যাদি সেবা গ্রহনের ফলে শিশুদের উপর কী কী প্রভাব পড়েছে বলে আপনি মনে করেন?
১৩. কমিউনিটি ভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটি এর কার্যক্রম সম্পর্কে কিছু বলুন। এই কমিটি কিভাবে প্রকল্পকে সহায়তা করছে?
১৪. সরকারি শিশু পরিবার ও কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে এই প্রকল্প থেকে কী কী কাজ করেছেন? এই কাজের ফলে শিশুরা কিভাবে উপকৃত হয়েছে?
১৫. আপনারা কি মনে করেন এই প্রকল্প থেকে যে সকল সেবার ফলে প্রকল্প এলাকায় শিশুদের যৌন নির্যাতন, শোষণ, বঞ্চনা , শিশুশ্রম, বাল্য বিবাহ ইত্যাদি পূর্বের তুলনায় কমেছে/কমে যাচ্ছে?
১৬. এই প্রকল্প সর্ম্পকে আপনাদের আরো কিছু মূল্যবান মতামত থাকলে বলুন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী:

প্রশ্নত্রটি পুনরায় পরীক্ষা কবুন। কোন প্রশ্নের উত্তর বাদ গিয়ে থাকলে উত্তরদাতাকে আবার ও জিজ্ঞাসা কবুন এবং উত্তরসমূহ সঠিকভাবে এসেছে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হোন। পরিশেষে সাক্ষাৎকার গ্রহণে মূল্যবান সময় দেয়ার জন্য উত্তরদাতাকে আবারও ধন্যবাদ জানান।

সংযুক্তি-৩.২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন

ইউনিসেফ এর সাথে আলোচনার গাইডলাইন

i. উত্তরদাতার নামঃ

ii. মন্ত্রণালয়/সংস্থার নামঃ

iii. পদবীঃ

১. প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে আপনার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করুন।

২. প্রকল্পটি কতবার সংশোধন করা হয়েছিল? প্রকল্প সংশোধনের কারণ কী ছিল?

৩. পরিবীক্ষণ ও মধ্য-মেয়াদী মূল্যায়ন করা হয়েছিল কি না? হয়ে থাকলে তার রিপোর্ট আছে কি?

৪. ইউনিসেফ কিভাবে পার্টনার এনজিও নির্বাচন করেছিল (প্রয়োজনে দলিলাদি সংগ্রহ করুন)

৫. প্রকল্প বাস্তবায়নে ইউনিসেফ কী কী ধরণের কারিগরি সহায়তা দিয়েছিলেন (সমাজসেবা অধিদফতর ও পার্টনার এনজিও দের)?

৬. প্রকল্প বাস্তবায়নের সবল ও দুর্বল দিকগুলো সর্ম্পকে আপনার মতামত বলুন।

৭. প্রকল্প বাস্তবায়নে কোথায় কী কী বাধা বিপত্তির সন্মূখীন হয়েছেন? কিভাবে উত্তরণ হয়েছিলেন?

৮. প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কোন কৌশলগত দুর্বলতা ছিল কি? থাকলে কি কি
এ প্রকল্পের কোন exit plan আছে কিনা? থাকলে তার সবল ও দুর্বল দিক আলোচনা করুন।

৯. শর্ত সাপেক্ষে আর্থিক সহায়তা দেয়ার ফলে প্রকল্পের উপকারভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর কি কি প্রভাব পড়েছে বলে আপনি মনে করেন?

১০. শিশুদের জন্য বিভিন্ন সেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে যেমন:

ক. শিশুবান্ধব স্পেস

খ. উম্মুক্ত বিদ্যালয়

গ. জরুরী রাত্রিকালিন থাকার ব্যবস্থা

ঘ. ড্রপ-ইন-সেন্টার

ঙ. টোল ফ্রি ফোন কল এর ব্যবস্থা ইত্যাদি সেবা গ্রহনের ফলে শিশুদের উপর কী কী প্রভাব পড়েছে বলে আপনি মনে করেন?

১১. আপনারা কি মনে করেন এই প্রকল্প থেকে যে সকল সেবার ফলে প্রকল্প এলাকায় শিশুদের যৌন নির্যাতন, শোষণ, বঞ্চনা , শিশুশ্রম, বাল্য বিবাহ ইত্যাদি পূর্বের তুলনায় কমেছে/কমে যাচ্ছে?

১২. এই প্রকল্প সর্ম্পকে আপনাদের আরো কিছু মূল্যবান মতামত থাকলে বলুন।

ধন্যবাদ দিয়ে শেষ করুন

সংযুক্তি-৩.৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন

এনজিও/শিশু সুরক্ষা কমিটির কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনার গাইডলাইন

i. উত্তরদাতার নামঃ

ii. মন্ত্রণালয়/সংস্থার নামঃ

iii. পদবীঃ

১. আপনারা কিভাবে এই প্রকল্পের সাথে যুক্ত হলেন

২. প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে আপনার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করুন

৩. প্রকল্প বাস্তবায়নে ইউনিসেফ কী কী ধরণের কারিগরি সহায়তা দিয়েছিলেন

৪. ইউনিসেফ এর কর্মকর্তা প্রকল্পকালীন আপনার কার্যক্রম মনিটরিং করেছে কি না? করে থাকলে এর ফিডব্যাক সহ কোন প্রতিবেদন কি আপনাদের কাছে আছে?

৫. প্রকল্পের মেয়াদ (২০১২-জুন ২০১৭) শেষ হওয়ার পর কোন "প্রকল্প সমাপ্তি রিপোর্ট" করেছিলেন কি?

৬. টিপিপিতে আপনাদের কাজের target দেয়া আছে সেই target আপনাদের প্রকল্প প্রস্তাবনায় ছিল কি না? যদি থাকে তবে target অনুসারে আপনারা কতটুকু অর্জন করতে পেরেছেন?

৭. প্রকল্প বাস্তবায়নের সবল ও দুর্বল দিকগুলো সর্ম্পকে আপনার মতামত বলুন।

৮. প্রকল্প বাস্তবায়নে কোথায় কী কী বাধা বিপত্তির সন্মূখীন হয়েছেন? কিভাবে উত্তরণ হয়েছিলেন?

৯. প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কোন কৌশলগত দুর্বলতা ছিল কি? থাকলে কি কি
এ প্রকল্পের কোন exit plan আছে কিনা? থাকলে তার সবল ও দুর্বল দিক আলোচনা করুন।

১০. শর্ত সাপেক্ষে আর্থিক সহায়তা দেয়ার ফলে প্রকল্পের উপকারভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর কি কি প্রভাব পড়েছে বলে আপনি মনে করেন?

১১. শিশুদের জন্য বিভিন্ন সেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে যেমন:

ক. শিশুবান্ধব স্পেস

খ. উম্মুক্ত বিদ্যালয়

গ. জরুরী রাত্রিকালিন থাকার ব্যবস্থা

ঘ. ড্রপ-ইন-সেন্টার

ঙ. টোল ফ্রি ফোন কল এর ব্যবস্থা ইত্যাদি সেবা গ্রহনের ফলে শিশুদের উপর কী কী প্রভাব পড়েছে বলে আপনি মনে করেন?

১১. আপনারা কি মনে করেন এই প্রকল্প থেকে যে সকল সেবার ফলে প্রকল্প এলাকায় শিশুদের যৌন নির্যাতন, শোষণ, বঞ্চনা , শিশুশ্রম, বাল্য বিবাহ ইত্যাদি পূর্বের তুলনায় কমেছে/কমে যাচ্ছে?

১২. এই প্রকল্প সর্ম্পকে আপনাদের আরো কিছু মূল্যবান মতামত থাকলে বলুন।

সংযুক্তি-৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন এর FGD গাইডলাইন

পরিচিতি ও গবেষণার উদ্দেশ্য বর্ণনা

আচ্ছালামু আলাইকুম/নমস্কার
আমি ----------।"উন্নয়ন ধারা" নামক একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে এসেছি। উন্নয়ন ধারা, বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী এবং আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে গবেষণা/জরিপ কার্য পরিচালনা করে আসছে। সমাজসেবা অধিদফতর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি জরিপ কার্যক্রমের জন্য এসেছি। আপনারা অবগত আছেন যে, ঝুঁকি পূর্ণ শিশুদের সুরক্ষার জন্য ইউনিসেফ ও বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহায়তায় "চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ-২য় পর্যায় (সিএসপিবি)" শীর্ষক প্রকল্প ২০১২ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এর পক্ষ থেকে বাস্তবায়িত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য আপনাদের এলাকায় এসেছি।

গোপনীয়তা এবং সম্মতি: আমরা এই আলোচনায় উক্ত প্রকল্পের বিভিন্ন ধরণের সেবা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, শিশুশ্রম এবং বাল্য বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে কিছু জানতে চাইব।

আপনাদের প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে এবং এই তথ্য সংগ্রহ করতে আমাদের আনুমানিক এক ঘন্টা সময় লাগবে। জরিপে অংশগ্রহনের জন্য আপনাদের কোন প্রকার জোর করা হবে না এবং আমরা আশা করছি আপনারা স্বেচ্ছায় প্রশ্নোত্তর দিতে সম্মত হবেন কেননা এই বিষয়ে আপনাদের মতামত আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা কোন উত্তর না দিতে চাইলে আমাদেরকে বলবেন আমরা পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাব। এই জরিপে আমাদেরকে সহায়তা করার জন্য আমরা আপনাকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আপনাদের কি এই জরিপ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন আছে? আমরা কি তাহলে শুরু করতে পারি ?

হাজিরা সিট:

নাম	এনআইডি নং	পেশা	উপজেলা	স্বাক্ষর

গাইডলাইন/নমুনা প্রশ্নপত্র

- ‘‘চাইল্ড সেনসিটিভ সোশ্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি)” প্রজেক্ট সম্পর্কে আপনারা কি জানেন?
- এলাকার জনগণ/সুরক্ষা কমিটি কিভাবে এ প্রকল্পের সাথে যুক্ত হয়েছে? এর ব্যবস্থাপনা কিভাবে চলছে?
- এই প্রকল্পের মাধ্যমে এলাকার জনগনকে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, এ বিষয়ে আপনারা কি জানেন এবং এই প্রশিক্ষনের ফলে আপনাদের কি উপকার হয়েছে?
- এই প্রকল্পের মাধ্যমে এলাকার ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের জন্য জীবন দক্ষতা বিষয়ে শিক্ষা, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা দেয়া হয়েছে, এই প্রশিক্ষনের ফলে শিশুদের কি উপকার হয়েছে?
- আপনাদের জানামতে এই প্রশিক্ষণ শেষে কোন শিশু কি আয় বর্ধক/চাকুরি করতে পারছে? (ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম ব্যতীত)
- আপনাদের কি জানেন যে এতিম/অনাথ শিশুদের জন্য রাত্রি যাপনের জন্য নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্র আছে? এই নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্রের ফলে এতিম/অনাথ শিশুদের উপকার হয়েছে বলে আপনারা মনে করেন কি ?
- পথশিশু ও অন্যান্য ঝুঁকি পূর্ণ শিশুদের জন্য উম্মুক্ত বিদ্যালয়ও শিশুবান্ধব স্থান এর ব্যবস্থা করা হয়েছে, এর ফলে শিশুদের কি উপকার হয়েছে?
- আপনারা কি জানেন যে এই সকল ঝুঁকি পূর্ণ শিশুদের পিতা-মাতাকে শর্ত সাপেক্ষে (শিশু/পোষ্য নিযমিত স্কুলে যেতে হবে, শিশুশ্রমে যোগ দিতে পারবে না এবং বাল্য বিবাহ দিতে পারবে না) নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। আপনি কি মনে করেন এই নগদ অর্থ পাবার ফলে পিতা মাতার আয় বেড়েছে এবং তাদের সন্তাদের বাল্য বিবাহ, শিশুশ্রম কমেছে এবং বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার বেড়েছে?
- আপনারা কি মনে করেন যে উপরোক্ত সেবা দেয়ার ফলে আপনাদের এলাকায় শিশুদের যৌন নির্যাতন, শোষণ, বঞ্চনা, শিশুশ্রম, বাল্য বিবাহ ইত্যাদি পূর্বের তুলনায় কমেছে/কমে যাচ্ছে?
- এই প্রকল্প সর্ম্পকে আপনাদের আরো কিছু মূল্যবান মতামত থাকলে বলুন।

BSST & PSST ট্রেনিং প্রাপ্তদের জন্য

- ‘‘চাইল্ড সেনসিটিভ সোশ্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি)” প্রজেক্ট সম্পর্কে আপনারা কি জানেন?
- এ প্রকল্পের সাথে আপনারা কিভাবে যুক্ত হয়েছেন হয়েছে? এর ব্যবস্থাপনা কিভাবে চলছে?
- এই প্রকল্পের মাধ্যমে আপনারা বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন, এই প্রশিক্ষনের ফলে আপনাদের কি উপকার হয়েছে?
- কতদিন ব্যপি এই প্রশিক্ষণ হয়েছিল, এবং প্রশিক্ষণ কী কী বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে?
- প্রশিক্ষণ পাবার পর আপনারা কি কোন প্রতিবেদন তৈরী করেছেন এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাজে দাখিল করেছে?
- এই প্রশিক্ষণের শিখনকে আপনারা কিভাবে আপনাদের কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন এর ফলে আপনাদের কি এবং মন্ত্রণালয়ের কাজের কী কী উপকার হয়েছে?
- আপনারা কি মনে করেন যে আপনাদের প্রশিক্ষণের ফলে এই প্রকল্পের কোন লাভ হয়েছে? যদি লাভ হয়ে থাকে তবে কী কী?
- প্রশিক্ষণের সময় আপনাদের কি কোন মডিউল দেয় হয়েছিল? এই মডিউল পাবার ফলে আপনাদের কি কোন উপকার হয়েছে? আপনি কি মনে মডিউলে আরো কোন বিষয় অন্তভূক্ত করলে ভালো হতো।

শিশুদের জন্য গাইডলাইন/নমুনা প্রশ্নপত্র (১৩-১৬ বছর)

- ‘‘চাইল্ড সেনসিটিভ সোশ্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি)” প্রজেক্ট সম্পর্কে আপনারা কি জানেন? আপনারা কিভাবে এ প্রকল্পের সাথে যুক্ত হয়েছে? এর কার্যক্রম সম্পর্কে আপনারা কি জানেন;
- এই প্রকল্পের মাধ্যমে এলাকার শিশুদের কী কী ধরণের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, এ বিষয়ে আপনারা কি জানেন এবং এই প্রশিক্ষনের ফলে শিশুদের কি কি উপকার হয়েছে?
- এই প্রকল্পের মাধ্যমে এলাকার ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের জন্য জীবন দক্ষতা বিষয়ে শিক্ষা, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা দেয়া হয়েছে, এ বিষয়ে আপনারা কি জানেন এবং এই প্রশিক্ষনের ফলে শিশুদের কি উপকার হয়েছে?
- আপনাদের জানামতে এই প্রশিক্ষণ শেষে কোন শিশু কি আয় বর্ধক/চাকুরি করতে পারছে? (ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম ব্যতীত)
- আপনাদের কি জানেন যে এতিম/অনাথ শিশুদের জন্য রাত্রি যাপনের জন্য নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্র আছে? এই নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্রের ফলে এতিম/অনাথ শিশুদের উপকার হয়েছে বলে আপনারা মনে করেন কি ?
- পথশিশু ও অন্যান্য ঝুঁকি পূর্ণ শিশুদের জন্য
  ক. উম্মুক্ত বিদ্যালয়
  খ. শিশুবান্ধব স্থান
  গ. ড্রপ-ইন-সেন্টার এর ব্যবস্থা করা হয়েছে, এর ফলে শিশুদের কি কি উপকার হয়েছে?
- আপনারা কি জানেন যে এই সকল ঝুঁকি পূর্ণ শিশুদের পিতা-মাতাকে শর্ত সাপেক্ষে (শিশু/পোষ্য নিযমিত স্কুলে যেতে হবে, শিশু শ্রমে যোগ দিতে পারবে না এবং বাল্য বিবাহ দিতে পারবে না) নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। আপনি কি মনে করেন এই নগদ অর্থ পাবার ফলে পিতা মাতার আয় বেড়েছে এবং তাদের সন্তাদের বাল্য বিবাহ, শিশুশ্রম কমেছে এবং বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার বেড়েছে?
- আপনারা কি মনে করেন যে উপরোক্ত সেবা দেয়ার ফলে আপনাদের এলাকায় শিশুদের যৌন নির্যাতন, শোষণ, বঞ্চনা, শিশুশ্রম, বাল্য বিবাহ ইত্যাদি পূর্বের তুলনায় কমেছে/কমে যাচ্ছে?
- আপনারা কি মনে করেন শিশুদের জন্য অন্যান্য আরো সেবার প্রয়োজন? যদি প্রয়োজন হয় তবে কি কি সেবার প্রয়োজন আছে বলে আপনারা মনে করেন;
- এই প্রকল্প সর্ম্পকে আপনাদের আরো কিছু মূল্যবান মতামত থাকলে বলুন।

সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে শেষ করুন

সংযুক্তি-৬.১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন এর

ড্রপ-ইন-সেন্টার/জরুরী রাত্রিকালীন আশ্রয় স্থল এর চেক লিষ্ট

- সেন্টারের নাম:
- ঠিকানা:
- পরিদর্শণের তারিখ:
- পরিদর্শনের সময়:
- ড্রপ-ইন-সেন্টার: শুরু সকাল ---------টায় হয় এবং শেষ বিকাল --------টায়
- পরিদর্শনের দিন কতজন ছেলে এবং মেয়ে উপস্থিত ছিল:--------ছেলে----------মেয়ে
- কত জন ছেলে মেয়ের হাজিরা খাতায় নাম আছে:----------ছেলে----------মেয়ে
- দৈনিক কাজের রুটিন তৈরী করা আছে কি না: ☐ হ্যাঁ ☐ না
- সেন্টারের ভিতরের পরিবেশ শিশুবান্ধব কি না: ☐ হ্যাঁ ☐ না
- সেন্টার শিশুরা সহজে আসতে পারে কি না: ☐ হ্যাঁ ☐ না
- শিশুদের সুরক্ষার পরিবেশ আছে কি না: ☐ হ্যাঁ ☐ না
- সেন্টারের দেয়াল শিশু বান্ধব ছবি দিয়ে সাজানো কি না: ☐ হ্যাঁ ☐ না
- কী কী সেবা দেয়া হয়:

- শিশুদের বিনোদনের জন্য কী কী ব্যবস্থা আছে:

- শিশুদের খেলনা/শিখন উপকরণ শিশু উপযোগী কি না: ☐ হ্যাঁ ☐ না
- প্রি-প্রাইমারী শিক্ষার কি কি ব্যবস্থা আছে: ---

- জীবন দক্ষতামূলক শিক্ষার কি কি ব্যবস্থা আছে: ---

- জীবন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণের জন্য কোন মডিউল আছে কি না: ☐ হ্যাঁ ☐ না
- কী কী স্বাস্থ্য সেবা দেয়া হয়? ব্যবস্থাপত্র দেয়া হয় ☐ ঔষধ দেয়া হয় ☐
- জরুরী প্রয়োজনে কিভাবে রেফারেলের মাধ্যমে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়

- কোথায় কোথায় রেফার করা হয়: ----------
- যে সকল হাসপাতাল বা ক্লিনিকে রেফার করা হয় তাদের সাথে কোন চুক্তিপত্র আছে কি না?
  হ্যাঁ ☐ না ☐
- সেন্টারে কোন খাবার রুটিন আছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
  (খাবার রুটিনের একটা ছবি নিন)
- কারিগরি শিক্ষার কি কি ব্যবস্থা আছে: ----------

- কতজনকে চাকুরির ব্যবস্থা করা হয়েছে: ----------মেয়ে----------ছেলে
- কোন ধরণের কাজে বেশী নিয়োগ পেয়েছে:----------

- সেন্টারের সময় সূচী কিভাবে নির্ধারন করা হয়েছে:

- সেন্টারের স্টাফদের সম্পর্কে তথ্য:

ক্রমিক#	নাম	পদবি	শিক্ষাগত যোগ্যতা	সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতা (বছর)

- এই প্রকল্পের ভালো দিক এবং দুর্বল দিক সমূহ কিছু বলুন

- অন্যান্য (যদি কিছু থাকে উল্লেখ করুন):

উত্তরদাতার নাম ও স্বাক্ষর

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষর

সংযুক্তি-৬.২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন এর

শিশুবান্ধব স্পেস/জায়গা এর চেক লিষ্ট

- শিশুবান্ধব স্পেস/জায়গা নাম:
- ঠিকানা:
- পরিদর্শণের তারিখ:
- পরিদর্শনের সময়:
- কেন্দ্র: শুরু হয় ---------- এবং বন্ধ হয়---------
- পরিদর্শনের দিন কতজন ছেলে এবং মেয়ে উপস্থিত ছিল:--------ছেলে----------মেয়ে
- কত জন ছেলে মেয়ের হাজিরা খাতায় নাম আছে: ----------ছেলে----------মেয়ে
- সেন্টারের ভিতরের পরিবেশ শিশুবান্ধব কি না: ☐ হ্যাঁ ☐ না
- সেন্টার শিশুরা সহজে আসতে পারে কি না: ☐ হ্যাঁ ☐ না
- শিশুদের সুরক্ষার পরিবেশ আছে কি না: ☐ হ্যাঁ ☐ না
- সেন্টারের দেয়াল শিশুবান্ধব ছবি দিয়ে সাজানো কি না: ☐ হ্যাঁ ☐ না
- কী কী সেবা দেয়া হয়:

- শিশুদের বিনোদনের জন্য কী কী ব্যবস্থা আছে:

- শিশুদের খেলনা/শিখন উপকরণ শিশু উপযোগী কি না: ☐ হ্যাঁ ☐ না
- সেন্টারের সময় সূচী কিভাবে নির্ধারন করা হয়েছে:

- সেন্টারের স্টাফদের সম্পর্কে তথ্য:

ক্রমিক#	নাম	পদবি	শিক্ষাগত যোগ্যতা	সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতা (বছর)

- এই প্রকল্পের ভালো দিক এবং দুর্বল দিক সমূহ কিছু বলুন

- অন্যান্য (যদি কিছু থাকে উল্লেখ করুন):

উত্তরদাতার নাম ও স্বাক্ষর

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষ

সংযুক্তি-৬.৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন এর

উম্মুক্ত বিদ্যালয় এর চেক লিষ্ট

- বিদ্যালয়ের নাম:
- ঠিকানা:
- পরিদর্শণের তারিখ:
- পরিদর্শনের সময়:
- বিদ্যালয়ে পাঠদান: শুরু হয় ----------টায়- এবং শেষ হয়----------টায়
- পরিদর্শনের দিন কতজন ছেলে এবং মেয়ে উপস্থিত ছিল:--------ছেলে----------মেয়ে
- কত জন ছেলে মেয়ের হাজিরা খাতায় নাম আছে: ----------ছেলে----------মেয়ে
- পরিবেশ শিশুবান্ধব কি না: হ্যাঁ ☐ না ☐
- শিশুরা সহজে আসতে পারে কি না: হ্যাঁ ☐ না ☐
- শিশুদের সুরক্ষার পরিবেশ আছে কি না: হ্যাঁ ☐ না ☐
- কী কী সেবা দেয়া হয়:

- শিশুদের বিনোদনের জন্য কী কী ব্যবস্থা আছে:

- শিশুদের খেলনা/শিখন উপকরণ শিশু উপযোগী কি না: ☐ হ্যাঁ ☐ না
- বিদ্যালয়ের সময় সূচী কিভাবে নির্ধারন করা হয়েছে:

- অন্যান্য (যদি কিছু থাকে উল্লেখ করুন):

উত্তরদাতার নাম ও স্বাক্ষর

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষ

উন্নয়ন ধারা
বাড়ী # ৩১/২, রোড় # ৬
ব্লক # ক, শ্যামলী হাউজিং
শেখেরটেক, মোহাম্মদপুর
ঢাকা-১২০৭
ফোন # +৮৮-০১৭১২১০০৫৫৯
ই-মেইল-sayeed.luna@gmail.com